

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

দ্বিতীয় খণ্ড

সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলোটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ	কমিশন প্রধান
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের	সদস্য
জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক	সদস্য
ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট	সদস্য
জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
জনাব ফিরোজ আহমেদ	সদস্য
জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ	সদস্য
জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য (৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪)
জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ -)।

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)	
ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	১
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট ১৩ - ১২১ দেশের সংবিধানের পর্যালোচনার ফল	৫
পরিশিষ্ট ১৪ - ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত মতামত	১৪
অনলাইন পিডিএফ থেকে প্রাপ্ত জনগণের মতামত	৫৬
পরিশিষ্ট ১৫ - জরিপের ফলাফল	৭১

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ ‘মার্চ টু ঢাকা’য় शामिल হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুপ্তন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়ার্জ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্সুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, “সংস্কার”-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাজ্জার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিन্যাস এবং পুনর্লিখন।”

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাজ্জা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

- ১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
- ২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাজ্জার প্রতিফলন ঘটানো।
- ৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।
- ৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।
- ৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।
- ৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।
- ৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাজ্জা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাজ্জা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ‘জনগণ’-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাজ্জা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাজ্জা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাজক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাজক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের

সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষ মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই-মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়সম্মততার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করেছে। এগুলো হচ্ছে:

- ১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;
- ২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;
- ৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যাসকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

১২১ টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশের ১২১ টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করেছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গুণগত গবেষণা:

এই গবেষণাটি পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গুণগত গবেষণা হলো বাজার থেকে সংখ্যাগুরু-বহির্ভূত তথ্য সংগ্রহের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে জানা।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

এই গবেষণাপত্রের জন্য, বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য বলতে বোঝায় এমন তথ্য যা ইতোমধ্যে সংবাদপত্র, সাময়িকীর নিবন্ধ, পাঠ্যবই বা এমনকি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত।

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যেমন, সরকারি প্রকাশনা, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবেদন, নীতিমালা, পরিসংখ্যান এবং গবেষণার ফলাফল; বই, জার্নাল, সংবাদপত্র, নিবন্ধ, ওয়েবসাইট, ব্যক্তিগত উৎস এবং সরকারি রেকর্ড।

গবেষণাটি করার জন্য, প্রথমে আমরা একটি প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে প্রতিটি দেশের সংবিধান অনুসন্ধান করেছি। এরপর, আমরা এক্সেল ফাইলের কলামগুলিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু সম্বলিত অনুচ্ছেদগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। যেসব ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতিতে সংবিধান খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেসব ক্ষেত্রে আমরা “CONSTITUTE” ওয়েবসাইট ব্যবহার করে গবেষণা করেছি। এই ওয়েবসাইটটি “Comparative Constitutions Project” দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, অস্টিন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধানের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। এর উদ্দেশ্য হলো সংবিধান প্রণয়নে সহায়তা করা, নাগরিকদের তথ্য প্রদান করা। আমরা এই ওয়েবসাইটে প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি অনুসন্ধান করেছি।

এই কারণে, “CONSTITUTE” ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আমাদের অনুসন্ধানগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে আমরা এক্সেল স্প্রেডশিটগুলিকে চূড়ান্ত করেছি।

এশিয়া

ক্র. নং	দেশ	স্বাধীনতার সোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিভূতি	চিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিধান	সর্বশেষ সংশোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	এককক্ক বিশিষ্ট	বিকক্ক বিশিষ্ট	আনুমানিক পাঠা সংখ্যা
১	বাংলাদেশ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	আব্বাহর নামে	২০১৮	✗	✓	✗	২২৫
২	ভারত	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	সুটিকর্তর নামে শপথ	২০২৪	✗	✗	৩৭১ (১৪১৮০০ শর্দ)	
৩	চীন	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	২০১৮	✓	✗	৩৭	
৪	পাকিস্তান	✗	✗	নোট দেখুন	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	সর্বশক্তিমানে আব্বাহ	২০১৮	✓	✓	২১৪	
৫	জাপান	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	১৯৪৬	✓	✓	১৩	
৬	ফিলিপাইন	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	সর্বশক্তিমানে ঈশ্বর	১৯৮৭	✓	✓	৫৩	
৭	ভিয়েতনাম	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	২০১৩	✓	✗	২৬	
৮	ইরান	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	আব্বাহর নামে	১৯৮৯	✓	✓	৫০	
৯	তুরক্ক	✗	✗	নোট দেখুন	✗	✓	✓	সামাজিক রাষ্ট্র	✓	✓	✗	✗	২০১৭	✓	✓	১৬২	
১০	থাইল্যান্ড	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	নোট দেখুন	✗	২০১৭	✓	✓	১১৫	
১১	দক্ষিণ কোরিয়া	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	১৯৮৭	✓	✓	২৩ (৮৯৭৭ শর্দ)	
১২	ইরাক	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	সুটিকর্তর নামে	২০০৫	✓	✗	৪২	
১৩	আফগানিস্তান	✗	✗	নোট দেখুন	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	আব্বাহর নামে	২০০৪	✓	✓	৪৫	
১৪	ইয়েমেন	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	সুটিকর্তর নামে	২০১৫	✓	✓	৩৪	
১৫	উজবেকিস্তান	✗	✗	✗	✗	✗	✗	সামাজিক রাষ্ট্র	✓	✓	✗	✗	২০১১	✓	✓	৩০	
১৬	মালয়েশিয়া	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	২০০৭	✗	✓	১২৭	
১৭	সৌদি আরব	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	আব্বাহ সর্বশক্তিমানে	২০১৩	✓	✗	২৫	
১৮	নেপাল	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	২০১৬	✓	✓	১১৮	
১৯	উত্তর কোরিয়া	✗	✗	নোট দেখুন	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	২০১৬	✓	✗	২৭	
২০	সিরিয়া	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	২০১২	✓	✓	৩১	
২১	হ্রীলংকা	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	নোট দেখুন	২০১৫	✓	✓	৩০৬	
২২	কাজাখস্তান	✗	✗	✗	✗	✗	✗	সামাজিক রাষ্ট্র	✓	✓	✗	✗	২০১৭	✗	✓	২৭	
২৩	কম্বোডিয়া	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	বৌদ্ধ	২০০৮	✓	✓	৩০	
২৪	জর্ডান	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	ঈশ্বরের নামে শপথ করাছি	২০১৬	✓	✓	২২	
২৫	সংযুক্ত আরব আমিরাত	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	আব্বাহর নামে শপথ করাছি	২০০৯	✗	✓	৩৪	

ক্র. নং	দেশ	স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি	চিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস	সর্বশেষ সংশোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	এককক বিশিষ্ট	বিকক বিশিষ্ট	আনুমানিক পাতা সংখ্যা
২৬	সিঙ্গাপুর	x	x	x	x	x	x	x	x	x	নোট দেখুন	x	২০১৬	✓	✓	x	১৮২
২৭	ওমান	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	সর্বশক্তিমানে আল্লাহর নামে শপথ করছি	২০১১	x	x	✓	২৮
২৮	কুয়েত	x	x	নোট দেখুন	x	x	✓	x	✓	x	✓	সুষ্ঠিকর্তার নামে	১৯৯২	x	✓	x	২৮
২৯	কাতার	x	x	নোট দেখুন	x	x	✓	x	✓	x	✓	সুষ্ঠিকর্তার নামে শপথ	২০০৩	x	✓	x	২১
৩০	ভুটান	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	ঈশ্বর	২০০৮	✓	x	✓	৬৬
৩১	অস্ট্রেলিয়া	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	সর্বশক্তিমানে ঈশ্বর	১৯৮৫	x	x	✓	৪৩
৩২	নিউজিল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	ঈশ্বরের দয়ায়	২০১৪	x	✓	x	৩৫৫
৩৩	ইন্দোনেশিয়া	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	ijGes i ayu i cfi	২০০২	✓	x	✓	২৩

সূত্র:

জাতির জনক:

- **পাকিস্তান** — প্রস্তাবনা-পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার প্রতি বিশ্বস্ত, পাকিস্তান ইসলামী সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে।
- **তুরস্ক** — প্রস্তাবনা-তুর্কি মাতৃভূমি ও জাতির চিরস্থায়ী অস্তিত্ব এবং মহান তুর্কি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য একত্বের প্রতি সমর্থন করে, এই সংবিধানটি তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, অমর নেতা এবং অতুলনীয় নায়ক আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী ধারণা, তাঁর সংস্কার এবং মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে।
- **আফগানিস্তান** — অনুচ্ছেদ ১৫৮-জরুরি ভিত্তিতে সংগঠিত লয়া জিরগা কর্তৃক আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাজা মহামান্য মোহাম্মদ জাহির শাহকে প্রদত্ত জাতির পিতা উপাধি এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ (২০০২ সালে, হিজরি বছর ১৩৮১ সালে) এই সংবিধানের বিধান অনুসারে, তাঁর জন্য আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকবে।
- **উত্তর কোরিয়া** — প্রস্তাবনা-মহান নেতা কমরেড কিম ইল সুন ২ ছিলেন কোরিয়া গণতান্ত্রিক পিপলস রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা এবং সমাজতান্ত্রিক কোরিয়ার জনক।
- **কুয়েত** — প্রস্তাবনা-আমরা, আবদুল্লাহ আল-সালিম আল-সাবাহকে কুয়েতের আমির ঘোষণা করি।
- **কাতার** — অনুচ্ছেদ ৮-রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আল খানি পরিবারে এবং হামাদ বিন খলিফা বিন হামাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাসিমের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে থাকবে।

রাষ্ট্রধর্ম:

- **থাইল্যান্ড** — ধারা ৬৭-রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মসমূহকে সমর্থন/পরিপোষণ করবে ও সুরক্ষা প্রদান করবে।
 - **সিঙ্গাপুর** — অনুচ্ছেদ ১৫৩-মুসলিম ধর্ম-আইনসভা মুসলিম ধর্মীয় বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মুসলিম ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেয়ার লক্ষ্যে একটি পরিষদ গঠনের জন্য আইনের মাধ্যমে বিধান প্রণয়ন করবে।
- সুষ্ঠিকর্তার প্রতি বিশ্বাস:**
- **শ্রীলঙ্কা** — অনুচ্ছেদ ৯-শ্রীলঙ্কা প্রজাতন্ত্র বৌদ্ধধর্মকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখবে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে বুদ্ধ শাসন রক্ষা ও প্রসারিত করা, একই সঙ্গে সকল ধর্মকে ধারা ১০ এবং ১৪(১)(খ) দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে হবে।

ইউরোপ

ক্র. নং	দেশ	স্থায়িত্বের ঘোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি	চিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বজনীন বিধাস	সর্বশেষ সংগোধন	নতুন সংবিধান প্রতিস্থাপিত	এককক বিশিষ্ট	দ্বিকক বিশিষ্ট	জানুয়ারিক পাতা সংখ্যা
১	রাশিয়া	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	✓	x	x	২০১৪	✓	x	✓	৩৬
২	জার্মানি	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	সুস্টিকর্তার সামনে	২০১৪	x	x	✓	৬২
৩	ইতালি	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	২০২০	✓	x	✓	৩৬
৪	ফ্রান্স	✓	x	x	x	✓	x	সামাজিক প্রজাতন্ত্র	✓	✓	x	হে প্রভু	২০০০	✓	x	✓	৪০
৫	স্পেন	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০১১	✓	x	✓	৪৭
৬	পোল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সুস্টিকর্তার সামনে	২০০৯	✓	x	✓	৫৪
৭	ইউক্রেন	✓	x	x	x	✓	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	সুস্টিকর্তার সামনে	২০১৯	✓	✓	x	৫৯
৮	রোমানিয়া	x	x	x	x	✓	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	প্রভু সহায় হও	২০০৩	✓	x	✓	৩৮
৯	নেদারল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২০০০	✓	x	✓	৩০
১০	বেলজিয়াম	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	২০১০	x	x	✓	৫৬
১১	সুইডেন	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান সুস্টিকর্তার অনুগ্রহে	২০১২	✓	✓	x	১৩৩
১২	পর্তুগাল	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	২০০৫	✓	✓	x	৭৯
১৩	গ্রিস	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	নোট দেখুন	পবিত্র নামে	২০০৮	✓	✓	x	৫৩
১৪	অস্ট্রিয়া	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	২০১৩	✓	x	✓	৮৭
১৫	বেলারুশ	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০০৪	x	x	✓	৪০
১৬	সুইজারল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	মহান প্রভুর নামে	২০১৪	✓	x	✓	৪৯
১৭	বুলগেরিয়া	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০১৫	✓	✓	x	৪৪
১৮	সার্বিয়া	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	২০০৬	✓	✓	x	৫৪
১৯	ডেনমার্ক	x	x	x	x	x	x	x	x	x	নোট দেখুন	প্রভুর উপাসনা	১৯৫৩	✓	✓	x	১৭
২০	ফিনল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	২০১১	✓	✓	x	৩৭
২১	নরওয়ে	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	নোট দেখুন	সর্বশক্তিমান সুস্টিকর্তার সাহায্য করো	২০১৬	✓	✓	x	২৬

ক্র. নং	দেশ	স্থানীয়তার ঘোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা	চিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস	সর্বশেষ সংগোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	এককক্ষ বিশিষ্ট	বিকক্ষ বিশিষ্ট	আনুমানিক পাতা সংখ্যা
২২	আয়ারল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	মহান সৃষ্টিকর্তা	২০১৯	✓	x	✓	৪২
২৩	ক্রোয়েশিয়া	x	x	x	x	x	x	সামাজিক প্রজাতন্ত্র	✓	x	x	x	২০১৩	x	✓	x	৪১
২৪	আলবেনিয়া	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস	২০১৬	✓	✓	x	৫৯
২৫	ক্রোয়েশিয়া	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০১৬	x	x	✓	৩৮
২৬	মাল্টা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	রোমান ক্যাথলিক	প্রভু সহায় হও	২০১৬	✓	✓	x	৬৬
২৭	আইসল্যান্ড	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	নোট দেখুন	x	২০১৩	✓	✓	x	১৮
২৮	হাঙ্গেরি	x	x	নোট দেখুন	x	x	x	জাতীয় সামাজিক ও কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র	✓	x	x	সৃষ্টিকর্তা হাসেরিয়ানদের মঙ্গল করুন	২০১৬	✓	✓	x	৪৬
২৯	লুক্সেমবার্গ	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	২০০৯	✓	✓	x	২৭
৩০	যুক্তরাজ্য	x	x	নোট দেখুন	x	✓	x	x	x	x	x	সর্বশক্তিমানে প্রভু	২০১৩	x	x	✓	৬৬৯

দ্রষ্টব্য:

জাতির জনক:

- **হাঙ্গেরি** — প্রস্তাবনা- আমরা গর্বিত যে আমাদের রাজা সেন্ট স্টিফেন হাসেরিয়ান রাষ্ট্রকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং হাজার বছর আগে ইউরোপের অন্যতম খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন।
- **যুক্তরাজ্য** — প্রস্তাবনা- ঈশ্বরের কৃপায় এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের রাজা, আয়ারল্যান্ডের লর্ড ও গায়ানের ডিউক হয়েছে। তিনি সকল আচিবিশপ, বিশপ এবং অন্যান্যদের অভিধান জানিয়েছে। আমরা

রাষ্ট্রধর্ম:

- **গ্রীস** — অনুচ্ছেদ ৩(১)- ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ অফ গ্রীসের প্রধান ধর্ম।
- **ডেনমার্ক** — প্রথম অংশ (৪)- যেহেতু ইভাঞ্জেলিকাল লুথেরান চার্চ ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠিত চার্চ, সেহেতু সরকার এটিকে সমর্থন বা পরিপোষণ করবে।
- **নরওয়ে** — অনুচ্ছেদ ৪- রাজা ইভানজেলিকাল লুথেরান চার্চকে সর্বদা স্বীকৃতি প্রদান করবে।
- **আইসল্যান্ড**- অনুচ্ছেদ ৬২- আইসল্যান্ডে ইভানজেলিকাল লুথেরান চার্চ হবে রাষ্ট্রীয় চার্চ, রাষ্ট্র ইহার পরিপোষণ ও সুরক্ষা করবে। আইনের মাধ্যমে এটি পরিবর্তন করা যাবে।

আফ্রিকা

ক্র. নং	দেশ	স্থায়ীতর ঘোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি	চিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিধান	সর্বশেষ সংশোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	এককক বিশিষ্ট	দ্বিকক বিশিষ্ট	আনুমানিক পাতা সংখ্যা
১	নাইজেরিয়া	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	ঈশ্বরের অধীনে	২০২৩	✓	x	✓	২৮০
২	ইথিওপিয়া	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	১৯৯৪	✓	x	✓	৪০
৩	মিশর	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	✓	ঈশ্বরের নামে	২০১৯	✓	x	✓	৬১
৪	তানজানিয়া	x	x	x	x	x	সামাজিক রাষ্ট্র	✓	✓	✓	x	x	২০০৫	✓	✓	x	৬৬
৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	ঈশ্বর দক্ষিণ আফ্রিকার মঙ্গল করক	২০১২	✓	x	✓	১৮২
৬	কেনিয়া	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	২০১০	✓	x	✓	১৬৬
৭	সুদান	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	২০১৯	✓	x	✓	৩০
৮	উগান্ডা	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	ঈশ্বরের জন্য	২০১৭	✓	✓	x	১৪১
৯	আলজেরিয়া	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	আল্লাহর নামে	২০২০	✓	x	✓	৫৩
১০	মরক্কো	x	x	নোট দেখুন	x	✓	সামাজিক রাজতন্ত্র	✓	✓	x	✓	ঈশ্বর	২০১১	✓	x	✓	৪৭
১১	ঘানা	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	১৯৯৬	✓	✓	x	১১৩
১২	মাদাগাস্কার	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	২০১০	✓	x	✓	৪৩
১৩	ক্যামেরুন	x	x	x	x	✓	সমাজসেবায় নিবেদিত	✓	✓	✓	x	x	২০০৮	✓	x	✓	৩৪
১৪	সেনেগাল	x	x	x	x	x	সামাজিক প্রজাতন্ত্র	✓	✓	✓	x	ঈশ্বরের সামনে	২০১৬	✓	✓	x	৩৪
১৫	জিম্বাবুয়ে	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	২০১২	✓	x	✓	১৪১
১৬	লিবিয়া	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	✓	আল্লাহর নামে	২০১১	✓	✓	x	১২
১৭	কঙ্গো	x	x	x	x	✓	সামাজিক সংহতি	✓	✓	✓	x	x	২০১৫	✓	x	✓	৫০
১৭	নামিবিয়া	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	ঈশ্বর সহায় হোক	২০১৪	✓	x	✓	৬২

ক্র. নং	দেশ	স্বাধীনতার ষোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি	তিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিধান	সর্বশেষ সংগোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	একককক বিশিষ্ট	বিককক বিশিষ্ট	আনুমানিক পাতা সংখ্যা
১৯	গায়িয়া	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	ঈশ্বরের নামে	২০১৮	✓	✓	x	৫৮
২০	গাবন	x	x	x	x	✓	x	সামাজিক প্রজাতন্ত্র	✓	✓	x	ঈশ্বরের সামনে	২০১১	✓	x	✓	৪০
২১	মরিশাস	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	ঈশ্বর সহায় হোক	২০১৬	x	✓	x	৭৫
২২	জিবুতি	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	ঈশ্বরের নামে	২০১০	✓	✓	x	২৭
২৩	কমরোস	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	ঈশ্বর	২০১৮	✓	✓	x	২৬
২৪	বতসোয়ানা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২০১৬	x	✓	x	৫৯
২৫	সোমালিয়া	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরে	২০১২	✓	x	✓	৫৩
২৬	বুরুন্ডি	x	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	x	ঈশ্বরের সামনে	২০১৮	✓	x	✓	৫৩
২৭	টোগা	x	x	x	x	✓	x	সামাজিক রাষ্ট্র	✓	✓	x	ঈশ্বরের সুরক্ষার অধীনে	২০০৭	✓	✓	x	৩৮
২৮	লেসিথো	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	২০১৮	✓	x	✓	৮৩

দ্রষ্টব্য:

জাতির জনক:

- **মরক্কো** — অনুচ্ছেদ ৪৩-সরকার রাজমুক্ত এবং তার সাংবিধানিক অধিকারগুলি বংশানুক্রমিক এবং ইহা পুরুষ বংশধরদের মাধ্যমে পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে সরাসরি সূত্রে এবং মহামান্য রাজা মোহাম্মদ যশের জেষ্ঠ্যতা/পূর্বধিকার/উত্তরাধিকার অনুসারে জ্ঞানান্তরিত হয়, যদি না রাজা তাঁর জীবদ্দশায় তার বঙ্গোজেষ্ট পুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রদের মধ্য হতে কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। যেক্ষেত্রে সরাসরি সূত্রে কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকে না সেক্ষেত্রে সহগামী নিকটতম পুরুষের নিকট একই শর্তে সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্থানান্তরিত হয়।

উত্তর আমেরিকা

ক্র. নং	দেশ	স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি	তিরস্কারী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস	সর্বশেষ সংশোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	এককক্ষ বিশিষ্ট	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট	আনুমানিক পাঁচা সংখ্যা
১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	১৯৯২	✓	x	✓	২১
২	মেক্সিকো	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	২০১৫	✓	x	✓	১২৭
৩	কানাডা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	প্রভু সর্বশক্তিমান	২০১১	✓	x	✓	৫৭
৪	গুয়েতেমালা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আস্থান	১৯৯৩	✓	✓	x	৭০
৫	হাইতি	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	সৃষ্টিকর্তার সামনে	২০১২	✓	x	✓	৭১
৬	ডোমিনিকান রিপাবলিক	নোট দেখুন	নোট দেখুন	নোট দেখুন	x	✓	x	x	✓	x	x	মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আস্থান	২০১৫	✓	x	✓	৭৩
৭	কিউবা	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	২০১৯	✓	✓	x	৫৮
৮	এল সালভেদর	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস	২০১৪	✓	✓	x	৬৩
৯	কোস্টারিকা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	নোট দেখুন	মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আস্থান	২০২০	✓	✓	x	৪৮
১০	পানামা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	নোট দেখুন	সৃষ্টিকর্তার সুরক্ষার আস্থান	২০০৪	✓	✓	x	৬৯
১১	পুয়ের্তো রিকো	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা	১৯৫২	x	x	✓	১৭
১২	জামাইকা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	প্রভু আমাকে সাহায্য করো	২০১৫	x	x	✓	৬৯
১৩	বাহামা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান প্রভু	১৯৭৩	x	x	✓	৬৫
১৪	বেলিজ	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান প্রভু	২০২১	x	x	✓	৭৭
১৫	বার্বডোস	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	সর্বশক্তিমান প্রভু	২০০৭	x	x	✓	৬৪
১৬	সেন্ট লুসিয়া	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান প্রভু	১৯৭৮	x	x	✓	৭১
১৭	গ্রানাডা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান প্রভু	১৯৯২	x	x	✓	৫৯
১৮	ডোমিনিকা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমান প্রভু	২০১৪	x	✓	x	৬৭

দ্রষ্টব্য:

জাতির জনক:

- ডোমিনিকান রিপাবলিক — প্রস্তাবনা-আমরা, ডোমিনিকান জনগণের প্রতিনিধিরা, মুক্ত ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, জাতীয় পর্যালোচনা পরিষদে সমবেত, প্রস্তুর নাম স্মরণ করে, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনক হুয়ান পাবলো দুয়ার্তে, মতিয়াস রামন মেলা এবং ফ্রান্সিসকো দেল রোসারিও সানচেজের মতদর্শে পরিচালিত.....

স্বাধীনতার ঘোষণা:

- ডোমিনিকান রিপাবলিক — অনুচ্ছেদ ৩৫-জাতীয় ছুটির দিনসমূহ-২৭শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৬ই আগস্ট যথাক্রমে, স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্রের পুনঃস্থাপনের বার্ষিকী, জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রধর্ম:

- কোস্টারিকা — অনুচ্ছেদ ৭৫-রোমান, ক্যাথলিক, অ্যাপোস্টলিক ধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম, রাষ্ট্র যা প্রতিপালনে সহায়তা করে, তবে প্রজাতন্ত্র অন্য ধর্মবিশ্বাস যা সর্বজনীন নৈতিকতা এবং প্রচলিত প্রথার পরিপন্থি নয় তার মুক্ত চর্চায় বাধা দেয় না।
- পানামা — অনুচ্ছেদ ৩৫-পানামার অধিকাংশ জনগণ ক্যাথলিক ধর্ম পালন করেন।

দক্ষিণ আমেরিকা

ক্র. নং	দেশ	স্থায়ীতার খোষণাপত্র	ভাষণ	জাতির জনক	কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি	চিরস্থায়ী বিধান	জাতীয়তাবাদ	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	ধর্মনিরপেক্ষতা	রাষ্ট্রধর্ম	সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস	সর্বশেষ সংশোধন	নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত	এককক্ষ বিশিষ্ট	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট	আনুমানিক পাতা সংখ্যা
১	ব্রাজিল	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	২০১৭	✓	x	✓	১৬৫
২	কলাম্বিয়া	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০১৫	✓	x	✓	১২১
৩	আর্জেন্টিনা	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	নোট দেখুন	x	১৯৯৪	✓	x	✓	৩৩
৪	পেরু	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	নোট দেখুন	সর্বশক্তিমানে সৃষ্টিকর্তা	২০২১	✓	✓	x	৫৫
৫	ভেনিজুয়েলা	x	x	x	x	x	x	আইন ও ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০০৯	✓	✓	x	৮৫
৬	চিলি	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	২০২১	✓	x	✓	৯৪
৭	ইকুয়েডর	x	x	x	x	✓	x	সমাজতন্ত্র	✓	✓	x	সৃষ্টিকর্তার নামে	২০২১	✓	✓	x	১৩২
৮	বলিভিয়া	x	x	x	x	x	x	একক সমাজতন্ত্র	✓	x	x	সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা	২০০৯	✓	x	✓	৯৬
৯	প্যারাগুয়ে	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্র	✓	x	x	x	২০১১	✓	x	✓	৬৬
১০	উরুগুয়ে	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	২০০৪	✓	x	✓	৭৮
১১	পায়ানা	x	x	x	x	x	x	সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত রাষ্ট্র	✓	✓	x	x	২০১৬	✓	✓	x	৯৮
১২	সুরিনাম	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	সর্বশক্তিমানের ক্ষমতা	১৯৯২	✓	✓	x	৪৩

দৃষ্টব্য:

রাষ্ট্রধর্ম:

- **আর্জেন্টিনা** — অনুচ্ছেদ ২-ফেডারেল সরকার রোমান কাথলিক অ্যাগোস্টলিক ধর্মকে সমর্থন বা পরিপোষণ করে।
- **পেরু** — অনুচ্ছেদ ৫০-একটি স্থায়ী এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার মধ্যে, রাষ্ট্র পেরুর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, এবং নৈতিক গঠনে কাথলিক গির্জাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এবং গির্জাকে তার সহযোগিতা প্রদান করে।

ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত মতামত

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ সংবিধান সংস্কার কমিশনের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ <https://crc.legislativediv.gov.bd/> নামে কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লাইভ করা হয়।

উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫০,৫৭৩ জন ব্যক্তি বা সংগঠন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে মতামত প্রদান করে, এরমধ্যে ৩৪৫৩ জন অনলাইনে পিডিএফের মাধ্যমে মতামত প্রদান করেছেন।

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
সংবিধান সংস্কার	১৯৪৭, ১৯৭১ ও ২০২৪ এর সমন্বয়ে নতুন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে	৩৬৮৯
	১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া হোক/৭২-এর সংবিধান সংশোধন করা উচিত হবে না	১৫০০
	সংবিধান সংশোধনে বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকার ও কমিশনের কোনো অধিকার নেই	১৭৯৪
	৭১ এর চেতনা ও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট প্রতিফলন করবে এমন সংবিধান চাই	২২১৫
	৭২-এর সংবিধান বাদ দিতে হবে/৭২-এর সংবিধান বাতিল করতে হবে	২০৩০
	সংবিধান সংস্কারে ৭১-এর মূল স্পিরিট ঠিক রাখতে হবে	৮৪৮
	মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা পত্রের আলোকে নতুন সংবিধান লেখা হোক	৫১০
	সংবিধান সংস্কার, সংশোধন বা পরিবর্তন করা হোক	১০৯২৪
	সংবিধান নতুন করে লেখা হোক/সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান লেখা হোক	৩৫৬৭
	শুধু সংবিধানের বিতর্কিত ধারাগুলো বাতিল/ সংস্কার করতে হবে	১৬১৭
	নির্বাচিত সরকার ছাড়া কেউ সংবিধান সংস্কার করতে পারে না/সংবিধান সংস্কারে বর্তমান সরকার বা কমিশনের কোনো অধিকার নেই/ সংসদ বহাল না থাকা অবস্থায় সংবিধান সংস্কার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।	১৭২৩
	বাংলাদেশের সংবিধান যথেষ্ট ভালো/সংবিধান সংস্কার বা নতুন করে লেখার দরকার নেই	৯৮৯
	বিদ্যমান সংবিধান সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক	৭৬৫
	সংবিধান সংশোধন করে এমন একটি জায়গায় নিতে হবে, যাতে করে কেউ চাইলেই আবার সংশোধন করে নিজের মতো স্বেচ্ছাচারী রূপ দিতে না পারে।	১৫৪৩
	ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে	১৭৬১
	ইসলামি প্রজাতন্ত্র বানিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না।	৬৫৯
	ইসলামী ভাবধারায় দেশ পরিচালিত হোক। বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক	৩০৩১
	ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বা ইসলামীক সংবিধান চাই।	৩৫৬৭
	এমন সংবিধান চাই যেখানে সরকার চাইলেও মানুষের ওপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করতে পারবে না	১৩৫৬
	এমন সংবিধান চাই যেখানে স্বেচ্ছাচার ও ফ্যাসিস্ট তৈরি হতে না পারে/পুনরায় কোনো দল ও ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার ও ফ্যাসিস্ট হতে না পারে সংবিধানে তার ব্যবস্থা রাখা হোক।	২৩৫০
	কোরআন, সুন্নাহ ও আল্লাহ-এর দেয়া বিধানের আলোকে সংবিধান প্রণয়ন/দেশ পরিচালনা করা হোক।	৪২২৩
	কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলাম বিরোধী কোনো কিছু সংবিধানে থাকা চলবে না বা বাতিল করতে হবে।	৫৭৫১
	কোরআনকে সংবিধান করা হোক	২১৫৬
রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশীল ও ইসলামি স্কলারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	৮০০	
সংবিধান সংস্কার ও নতুন সংবিধান প্রণয়নে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করা হোক।	৩৯৮১	
প্রজাতন্ত্রে জনগণের সরকার থাকবে যাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো নাগরিকত্বের মর্যাদা থাকবে না	১৬২৪	
ক্ষমতাসীন দল যেন সংবিধান মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে হবে	১৮৭৯	
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মূল মন্ত্র বজায় রেখে সংবিধান সংস্কার করা উচিত	২৬৮৭	
গণতন্ত্র বিরোধী সকল অনুচ্ছেদ, ধারা, আইন বাদ দিতে হবে। গণতন্ত্র হবে প্রথম অগ্রাধিকার	২০৭৫	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের জন্য আলাদা কমিশন গঠন করতে হবে।	৪৪০
	গণভোট ৫০-৭০ শতাংশ ভোট বা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মতামত ব্যতীত সংবিধান সংশোধন নিষিদ্ধের আইন করা হোক	১৩৫৫
	সংবিধান সংস্কার করতে হলে রাজনৈতিক দলের ৮০ শতাংশ সমর্থন থাকতে হবে	৩০০
	সংস্কার জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হোক জনগণ উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে ভোট দিবে না হয় প্রত্যাহার করবে। ৮০/৯০ শতাংশ ভোট ছাড়া সংবিধান সংস্কার করা যাবে না	৪৯৮
	বর্তমান বা ভবিষ্যতে সংবিধান পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে হলে দেশের সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে।	২৫৭৯
	সংবিধান সংশোধন সর্বস্তরের জনগণের হ্যাঁ / না- গণভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। সংবিধানের সংস্কার বা সংশোধনের জন্য গণভোটের আয়োজন করার বিধান রাখা উচিত/ সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংবিধানে সংস্কার আনার বিধান বাতিল করে জনগণের ভোটের মাধ্যমে সংস্কার চালু করা হোক	২২৫৫
	দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। প্রয়োজনে উভয় কক্ষের সকলের সম্মতিতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।/সংবিধান সংশোধনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের বিধান রাখা হোক	৮৭৯
	গোষ্ঠি স্বার্থে সংবিধানের আংশিক পরিবর্তন কামা নয়	১৫৬৯
	জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ও কল্যাণের জন্য সংস্কার করা উচিত। কোনো গোষ্ঠি যেন বাড়তি সুবিধা নিতে না পারে	১৩৭০
	জাতীয় স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা নিয়ে সংবিধানে বিশেষ বিধান থাকুক	১৭৮৩
	দল মত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ এবং সবার স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে	৬৪৫
	বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে এমন একটি সংবিধান প্রয়োজন / গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে যে সকল পরিবর্তন আনা দরকার তা আনতে হবে	৫৯০
	দুটি সংবিধান লিখুন, একটি প্রভাবশালীদের জন্য, একটি সাধারণ জনগণের জন্য	৪৭৯
	দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনের প্রতিফলন ঘটতে সংবিধানে বিশেষ বিধান রাখা উচিত।	১০০
	দেশের সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে	৫৪৮
	নতুন সংবিধান হোক জনগণের মূল্যবোধ, অধিকার এবং ন্যায়বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, জবাবদিহিতা, ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস ও জুলাই বিপ্লবের চেতনায় অনুপ্রাণিত।	৪৩০
	নির্বাচিত সরকার অবশ্যই নাগরিক সমাজের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবে। নাগরিক সমাজ কমিটিতে খাঁটি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী রাখতে হবে। এই কমিটির ভেটো প্রদানের ক্ষমতা থাকবে। সরকারের যে কোনো গণবিরোধী সিদ্ধান্ত তারা বন্ধ করবে	২০
	ন্যায় অধিকার (সম অধিকার নয়), দুর্নীতি বিরোধী ন্যায় বিচার সংবলিত একটি সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন	১৫৬৬
	পরবর্তীতে সংবিধানের কোনো রুলস অবৈধ ঘোষণা না করতে পারে তার আইনগত বিধান তৈরি করতে হবে	৪৬৮
	পরিবারতন্ত্র বন্ধ করতে হবে/ সংবিধান থেকে পরিবারতন্ত্র বাদ দিতে হবে/কোন ব্যক্তি বা পরিবার বন্দনা সংবিধানে থাকতে পারবে না	৩১৭৮
	বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গৌরবময় ইতিহাসবান্ধব সংবিধান চাই	১৫০
	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহ ছাত্রদেরকে প্রায়োরিটি দিয়ে সংবিধানের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা উচিত	৩৬৭
	মুজিববাদ থেকে বের হতে চাই, এবং স্থিতিশীল একটা সংবিধান চাই, যেটা হবে গণমানুষের সংবিধান, কোনো দালালের না	৪৪০
	মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামিক শাসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হোক/ মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামিক শাসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হোক	৬৭৫
	মূল নীতিগুলি মাথায় রেখে সময়ের সাথে সাথে সংবিধানের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	২৭৯
	রাজনীতির বদলে জননীতি বা রাষ্ট্রনীতি লেখা হোক	২৩
	রাজনৈতিক দল নয়, সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে জনগণ	১৫৪০
	সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংবিধান তৈরি করা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হোক	১১৩০
	সংবিধান পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্তকরণ	১২৪৫
	সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটিতে বাংলাদেশের সব ধর্মের, জাতি, বর্ণের মানুষের প্রতিনিধি থাকা উচিত।	২১
	সংবিধান বাতিলের সুযোগ নেই। ৮৪টি সংশোধনীর পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হয়েছে। সেই সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত বদল হতে পারে না।	৪
	সংবিধান সহজ, সংক্ষিপ্ত হতে হবে/ সংবিধানের ভাষা সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী করতে হবে	৩১২০
	সংবিধান এমন সংস্কার হোক, যা সঠিক মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক এবং জাতির চূড়ান্ত শক্তির উৎস হোক	৪৫০
	সংবিধান তিনটি অধ্যায় থাকবে। ক. অধ্যায় থাকবে দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা পরিবর্তন যোগ্য নহে। খ. অধ্যায় থাকবে নির্বাচন ব্যবস্থা বিচার স্বাধীন ব্যবস্থা, দুর্নীতি বিষয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা গণভোটের মাধ্যমে সংস্কার যোগ্য। গ. অধ্যায় থাকবে অন্যান্য বিষয় যা সংসদে সংস্কার যোগ্য এবং ইহা গণভোটে ও সংস্কার যোগ্য	৫৬

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	সংবিধান লংঘনের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে হবে	৫০৯
	সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি এমন করতে হবে যাতে জাতীয় ঐক্যমত ছাড়া এ সংবিধান পরিবর্তন না করা যায়	১২
	গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করার আগে গণভোটের আয়োজন করতে হবে	১১০৯
	হ্যাঁ, না ভোটের বিধান চালু করতে হবে	২৬০৯
	সংবিধান সংস্কারের মধ্য দিয়ে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে	৫৪৮
	হারাম, সুদমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সংবিধান চাই	২৩৮৫
	সংবিধান হতে হবে উদার ও গণতান্ত্রিক	১৫২৯
	সংবিধান হতে হবে বৈষম্যবিরোধী	১৬৯০
	সংবিধান হবে ইরান, তুরস্কের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের মতো/ মুসলিম দেশের আদলে সংবিধান পুনর্গঠন করা হোক	৫৭০
	সংবিধান হবে উন্নত রাষ্ট্রের মতো (যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স)	৫৪৫
	বাংলাদেশীদের জন্য উপযুক্ত এমন সংবিধান করা দরকার। ইউরোপ, আমেরিকা গ্রিক, ম্যাথডোলজি এখানে প্রযোজ্য নয়, সাথে সাথে প্রতিবেশীদের প্রতি যথাযথ পররাষ্ট্রনীতি থাকতে হবে	৪৪৯
	সুষ্ঠু ও নৈতিক সংবিধান চাই	৫০৯
	সাধারণ জনগণকে রক্ষার বিধান রাখা হোক সংবিধানে	৩০৯০
	সংবিধানে জনআত্মকার প্রতিফলন থাকতে হবে। সংবিধান হবে জনবান্ধব। সংবিধান হবে জনগণের অধিকার রক্ষার।	২২৩
	জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ, আইন, বিচারকে গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান তৈরি করা হোক	১৮৬৭
	সংবিধানকে দুস্পরিবর্তনীয় করতে হবে যাতে কেউ ক্ষমতায় গিয়ে নিজ স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন করতে না পারে	২০৯০
	সংবিধানটি এমন হওয়া উচিত যাতে ৫০ থেকে ১০০ বছর এই সংবিধান মাধ্যমে সকল কার্যাবলি পরিচালনা করা যায়	৪০
	সংবিধানটি এমন হওয়া উচিত যাতে শুধু নারীদের অধিকার নয়, পুরুষেরও অধিকার সেখানে সমান ভাবে থাকে।	১৩৬০
	সংবিধানে অতিরিক্ত ধারা উপধারা তৈরি করা যাবে না	৬৫১
	সংবিধানে সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষেত্রে সকল দল ও জনগণের মতামত নেয়ার বিধান রাখা হোক	৩৩৫
	সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলো বাদ দেওয়া হোক	৫০৬
	সংবিধানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ সংসদ বা সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে না	৭০
	সময় উপযোগী, মৌলিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা, দেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখার মতো সংবিধান চাই	৪৩৩
	সংস্কারের মূল লক্ষ্য হোক একেবারে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্ররশাসনিক ও আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	৭০০
	স্বৈরাচার হওয়ার সুযোগ দূরীকরণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক	৩৩৩৭

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
গুরু	সংবিধানের গুরুত্ব “সমিল্লাহির রহমানির রহিম” এর অর্থ হিসেবে শুধু “পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে গুরু” রাখা	১৫৫৭৮
	সংবিধানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস উল্লেখ করতে হবে	৫৩৪৩
	মহান মুক্তিযুদ্ধকে সর্বোচ্চ সম্মানের জায়গায় আসীন করতে হবে	১৬৬০
	আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা রাখতে হবে	১৩৪৭
	হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে জাতীয় পিতা হিসেবে ঘোষণা করা হোক	৯
	সংবিধানে জাতীয় চার নেতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে	৭০৭
	২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে	৩৮৭
	১৯৭১ সালের প্রকৃত ইতিহাস কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলে মুছে দিতে না পারে এবং সমানভাবে ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসকে প্রাধান্য দিতে হবে।	২৩৮৯

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
রাষ্ট্রপতি	একই সঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি, সংসদ নেতা বা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না	৫৫৬৭
	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত, যেন একই ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকতে না পারেন।	৪৫০০
	প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যেকোনো একজনকে প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করতে হবে	১৬৮
	রাষ্ট্রপতি হবেন নিদলীয়। কোনো দলের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এমন কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।	১৩৯০
	রাষ্ট্রপতি এবং সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে	১৬৭১
	রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে	৩৩৯

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	রাষ্ট্রপতি বিরোধি দল থেকে নেওয়ার নিয়ম করা হোক	১০
	উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টি করা হোক	১৮৫০
	দুইবার বা দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবে না বা দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না	২২৯৮
	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর	২০৫৬
	সংসদ নির্বাচনের ২ বছর ৫/৬ মাস পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে।	৭০
	মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে। যদি প্রধানমন্ত্রী ৪৫ দিনের মধ্যে পদত্যাগ না করেন সেক্ষেত্রে ৬০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেয়ার বিধান রাখতে হবে।	৫৬
	সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হবে	৪৬৭০
	নির্বাচনী কলেজ ব্যবস্থা (ইলেকটোরাল ভোট) এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে	১৬৯৮
	রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হোক বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক	২৫০৯
	রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হবেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হবে	৮৭৮
	রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না করলে অটো স্বাক্ষর হয়ে যাবে এমন বিধান বাদ দিতে হবে।	৩৫৮
	রাষ্ট্রপতির দণ্ড মওকুফ করার এখতিয়ার বাতিল করতে হবে	১৮৯৭
	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগসন আইন থাকতে হবে।	১৮৯০
	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেশের সকল ১ম শ্রেণীর নাগরিক(গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করা ব্যক্তি)যুক্ত করার আবেদন রইল।	২০
	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো উচিত	১৭৬৬
	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তির বিধান বাতিল করতে হবে	১৫৬৯
	রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে	২৪৮১
	রাষ্ট্রপতি এবং সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে	২৭১০
	রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের সবোচ্চ বয়স সীমা নিধারণ করতে হবে। (৬০/৬৫/৭০ বছর)	৫৪৩
	রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপ্রতিদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	১০
	সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতি পদ চালু করতে হবে। সামরিক বাহিনী হতে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দিতে হবে।	৫
	রাষ্ট্রপতি পদ তুলে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা। উপদেষ্টা হবেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের সমন্বয়ে।	১০
	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পেলে। সেরা তিনজনকে নিয়ে আবার নির্বাচন করতে হবে।	২৪
	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় ফ্রান্সের মডেল অনুসরণ করুন। যেখানে রাষ্ট্রপতি বিদেশনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা দেখবেন এবং প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক কাজ ও অভ্যন্তরীণ নীতি বাস্তবায়ন করবেন।	৫০
	রাজনৈতিক পটভূমি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত বা নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়। তাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা উচিত।	২১
	রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংসদ সদস্যকে না দিয়ে বরং এটা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর কর্মকর্তাদের ভোটে হওয়া উচিত (এদেরকে electoral vote বলতে পারেন)। যেমনঃ বিচার বিভাগের বিচারপতি, বর্তমান রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অথবা অধ্যক্ষ/প্রাধ্যক্ষ, সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী (যাদের সর্বনিম্ন যোগ্যতা উল্টরেট থাকবে)। ৯০% ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।	১২
	এই electoral vote সদস্যদের ৫০% যদি মনে করে বর্তমান সরকার ব্যবস্থা ভাল না তাহলে তারা তাদের ভোটের মাধ্যমে সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে আবার সংসদ নির্বাচন দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে	
	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আলাদা নির্বাচন বা রেফারেন্ডাম রাখা, এবং রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে সংসদীয় বিশেষ কমিটি এবং আইন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে নিজের মতামত প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে ভেটো ক্ষমতা রাখা।	১
	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান, সততা ও নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন হতে হবে	৩০০
	রাষ্ট্রপতিকে সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা, জরুরী অবস্থা জারি, বৈদেশিক চুক্তি এবং সামরিক চুক্তি সহ আরো কোনো কোনো বিষয়ে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা সহ আরো নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা সরকার	৭৭
	রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতি নিবাচনের জন্য জুরি বোড থাকবে।	১২
	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভোটে নির্বাচন করা উচিত। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রেও নির্বাচন হওয়া উচিত এটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মাধ্যমে হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী, পুলিশ প্রধান, সরকারি সকলের জন্য এক নিয়ম একি পোস্টে এক ব্যক্তি ১০ বছরের বেশি থাকতে দেওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মধ্যবর্তী নির্বাচন করা উচিত	১০
	রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার ও সংসদ সদস্যদের দ্বারা জীবনে একবার নির্বাচিত হতে পারেন এবং তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হতে পারবেন না। তবে প্রতিটি সংসদ সদস্য দ্বারা মনোনীত হতে পারেন (একটি রাজনৈতিক দল একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারে)	৩২০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	নির্বাচন জাতীয় কমিটির (প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি) দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রপতি সেই দলের নেতৃত্ব দেবেন।	২৩
	সংসদ সদস্য কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম বাতিল হোক	৪৪০
	রাষ্ট্রপতিকে অনার্স/ মাস্টার্স/ পিএইচডি হতে হবে	২৩৯০
	সংসদের স্পিকার নির্বাচন করবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।	২২
	রাষ্ট্রপতির ওপরে অনাস্থা উচ্চ কক্ষে আসবে	১৯৭

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হবে ৪ বছর	৮৯৮৬
	একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। গ্যাপ দিয়ে সর্বোচ্চ ২ বার হতে পারবে।	৭০
	দুইবার বা দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না বা দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না	১১০৯৮
	প্রধানমন্ত্রীকে অনার্স/মাস্টার্স/পিএইচডি পাশ হতে হবে	৩৮৯৯
	প্রধানমন্ত্রী যেন সেনাবাহিনী ও অন্য কোনো বাহিনীকে ব্যবহার করতে না পারে	৭০৩
	কোন সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী একা নিতে পারবে না, আগে সংসদে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে হবে যদি বেশি ভোট পায় তবেই গৃহীত হবে এবং যদি এটি অযৌক্তিক হয় তবে রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করবে	৪৩০
	২০০ সংসদ সদস্য গোপন ভোটে প্রধানমন্ত্রীর উপর অনাস্থা জানাতে পারবেন, এতে প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হবে, তবে সংসদ ভেঙে যাবে না।	
	কোনো নির্দিষ্ট এলাকার এমপি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি গণতান্ত্রিক নয়। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সারা দেশের সকলের ভোট নিয়ে নির্বাচিত হবেন।	১৩
	জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার সাথে দেশের সকল নাগরিক আলাদাভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার জন্য ভোট দিবে এবং যে জনগণের বেশি ভোট পাবে সে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা পাবে।	১৪৯
	প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো হোক	৪০০৬
	প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে	৫৬৫৭
	প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বিরোধী দলীয় নেতার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে	২৭৮৯
	প্রধানমন্ত্রী অপসারণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মেজোরিটির ভোটের বিধান রাখা	২৭৯
	বিচারপতি নিয়োগ, নির্বাচন কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ, সেনাপ্রধান মনোনয়নসহ সাংবিধানিক কমিশন গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শের বিধান বাতিল করতে হবে	২৬৯
প্রধানমন্ত্রীর ওপরে অনাস্থা শুধু নিম্ন কক্ষ আনতে পারবে।	৬৪০	
প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বার সরকারে থাকাকালীন দলীয় কোনো কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।	২৯৮	
ফ্রান্সের আদলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের মাঝে ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন করুন। এতে আশা করি একটি পদ অতি ক্ষমতামূলক হয়ে উঠবে না।	৩০০	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
মন্ত্রী, সংসদ সদস্য	দুইবারের বেশি কেউ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হতে পারবে না	৪৭০০
	দলীয় পদে থেকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হতে পারবেন না	১৫৪৭
	একই পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি, দল ও রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবেন না	২২৯০
	রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান শারীরিক অসুস্থতা, মৃত্যু, বা অভ্যুত্থানের মুখে পলায়ন করলে পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে বিধান রাখতে হবে।	১২
	মন্ত্রিসভায় আনুপাতিক হারে সব দল থেকে মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রাখতে হবে/ ভোটের আনুপাতিক হারে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী হবে। সব দল থেকে মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রাখতে হবে।	২৯০
	মন্ত্রীদের কাজ ও অভিজ্ঞতা দেখে মনোনয়ন দিতে হবে, অযোগ্য কেউ ক্ষমতায় আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করুন	৫৫১
	রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান শারীরিক অসুস্থতা, মৃত্যু, বা অভ্যুত্থানের মুখে পলায়ন করলে পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে বিধান রাখতে হবে	
	টেকনোক্রেট মন্ত্রী নিয়োগের বিধান বাতিল করতে হবে	৪৯০
	টেকনোক্রেট কোটায় মন্ত্রী নিয়োগের লিমিটেশন তুলে দেয়া হোক যাতে অধিক টেকনোক্রেট থেকে আরো মন্ত্রী নেয়া যায়	৩৫৪

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	সর্বোচ্চ শিক্ষিত (অনার্স/মাস্টার্স/পিএইচডি) না হলে মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবে না	৩৭৮৩
	সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতা নিধারণ করে আইন প্রণয়ন	২৮৮
	১০ শতাংশ মন্ত্রীদের পদ সুধীজনের মাধ্যমে পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে	৫১০
	কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কোন পদে বসার জন্য তাকে ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। যেমনঃ শিক্ষা মন্ত্রীর জন্য ওই ব্যক্তির Education বিষয়ে PhD ডিগ্রি থাকতে হবে। পলিটিক্যাল কারণে ওই পদ গ্রহণ করতে পারবেনা।	৭৫
	সংসদ সদস্যদের সকল ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা বন্ধ করতে হবে	৫৬১
	সংবিধানে এমন একটি ধারা যুক্ত করতে হবে যাতে করে কোন এমপির জনসমর্থন ৫০% হ্রাস পেলে সে অটোমেটিক এমপি পদ হারাবেন। এজন্য অবশ্য জনগনের যে কোন সময় তার ভোটার সমর্থন প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে। আর অধিকার প্রত্যাহার করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট আসনের নির্বাচনী এলাকার এমপির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার অপশন দেওয়া থাকবে। আমরা জানি যে, নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে ঢুকতে হলে নিজের এন আইডির তথ্য ও ফেস ক্যান লাগে তাই নিশ্চিত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে না। তাই সমর্থন হারানোর ভয়ে কোন এমপি বা মন্ত্রী দুর্নীতি করার সাহস পাবে না। এতে করে জনগনের ক্ষমতা জনগনেরই থাকবে। উপরোক্ত সিস্টেম ছাড়াও ৩ বছর পর পর সংসদ নির্বাচন করতে হবে। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত যারাই ক্ষমতায় বসেছে তারাই চুরি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি করেছে। আমার উপরোক্ত পদ্ধতি সংবিধানে যুক্ত করলে দুর্নীতি বন্ধ হবে। কারন জনগন যে কোন মুহুর্তে নির্বাচিত এমপির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে এমপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে।	১১
	সংসদ সদস্যরা যেন স্থানীয় সরকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৭৭
	সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।	৮৯১
	৬০/৬৫ বছরের বেশি বয়সী কেউ মন্ত্রী, এমপি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না	১৯২৩
	সংসদ সদস্য নির্বাচন করতে হলে অবশ্যই ওই এলাকার ভোটার হতে হবে	১০৮০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
মন্ত্রী, এমপিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	৬৯৯৫
	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বার, জনপ্রতিনিধি এবং তাদের পরিবারের সম্পদ ও আয়ের হিসাব প্রতিবছর জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ না করলে বা জমা না দিলে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	৪৮৯৬
	দায়িত্বপালন শেষে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীরা ৬ মাস/ ৫ বছরের মধ্যে দেশ ত্যাগ করতে করতে পারবেন না	২৫৫
	কোন মন্ত্রী এমপি যাতে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করতে না পারে। অন্যান্যকারী যেই হোক না কেন, মন্ত্রী এমপি অন্যান্য করলে সকলে যেন আইন অনুযায়ী সকলেই যেন শাস্তি পায় সেরকম একটি সংবিধান করতে হবে।	৯৭৯
	রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যুক্তদের পরিবারের সদস্যরা বিদেশে চিকিৎসা/পড়াশোনা/স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না	৫৯০
	সংসদ সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের দেশে অবস্থান করতে হবে, শুধু উচ্চ শিক্ষার জন্য স্ত্রী অথবা সন্তান সাময়িকভাবে বাহিরে অবস্থান করতে পারবে।	৩৪৪
	সকল সংসদ সদস্য ও তার পরিবারকে নিজ দেশের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে অন্যথায় এটা সংসদ সদস্য হিসেবে অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।	১১
	দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য হতে পারবে না	২৩৯০
	সংসদ সদস্যদের অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি অপসারণ করার বিধান রাখা জরুরি	৫৪৩
	সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্ত/বিল উপদেষ্টা পরিষদের সমর্থনে পাস হবে। তবে উপদেষ্টা অসমর্থন করতে পারে কেবল যৌক্তিকভাবে।	৭
	উন্নয়নমূলক কাজে এমপিদের সম্পৃক্ততা থাকবে না, তাদের কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা	১০০৩
	সংসদ সদস্যদের জন্য গুরুমুক্ত গাড়ি সুবিধা বাতিল করতে হবে	২৭৭

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
বিরোধী দল	২ মেয়াদের বেশি কেউ বিরোধী দলের প্রধান বা সংসদে বিরোধী দলের নেতা থাকতে পারবে না	১৬৮০
	প্রধান বিরোধী দলের বিজয়ী নেতাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে।	২
	নির্বাচনে জয়ী জনপ্রতিনিধিরা মিলে একজন উপপ্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ব্যালেন্স থাকবে।	২৪৫

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
আইন সভা	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চালু করা হোক। উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ।	১৪৬৫৬
	সংসদ হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষক। এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চকক্ষ জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে পরিচিত হবে। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে, নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। উচ্চ কক্ষের সদস্যদের নিয়ে কিছ সংসদীয় কমিটি হবে। এই কমিটি নিম্নকক্ষের কাজ তদারকি করবে এবং গণশুনানি করতে পারবে। উচ্চ কক্ষ পরপর তিনবার কোনো আইন পাশ না করলে তা গণভোটে যাবে। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ বছর। ২. জাতীয় পরিষদে ১০০ আসন থাকবে। নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। আইনসভায় ৩০০টি আসন থাকবে, যারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইন প্রণয়ন হবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দুই কক্ষের সভা একসাথে হবে। জাতীয় পরিষদে পেশাজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী-সাংবাদিক ইত্যাদি তফসিলভুক্ত পেশা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষকে মনোনয়ন দিতে হবে।	১৯৮
	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে জাতীয় নির্বাচন ৩০০ আসনে এবং উচ্চ পরিষদে ৬০ জন নির্বাচিত হবে। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা উচ্চ পরিষদে নির্বাচন করার যোগ্য হবেন। নিশ্চয় উনারা কোন গ্রহণযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজ্ঞ, পিএইচডি ধারী অথবা মাস্টার্স পাস হতে হবে।	২৪
	উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দ্বারা। নিম্ন কক্ষ হবে রাজনীতিকদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে	৩৩০
	নিম্ন কক্ষে সংসদীয় আসন ও উচ্চ কক্ষে আনুপাতিক হারে সদস্য বন্টন করা হোক	২৫৬৭
	নিম্ন কক্ষে বর্তমান নিয়মে সদস্য নির্বাচিত হবে। উচ্চ কক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ অনুসারে আসন রাখা হবে।	৭১
	নিম্নকক্ষের আইন প্রণয়নকারীগণ সরাসরি ভোটে ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। প্রতি দুই বছর পর পর দুই ভাগের একভাগ সদস্যের মেয়াদ পূর্তি হওয়ার পরেই সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সদস্য সংখ্যা হবে এমন একটি সংখ্যা যেন একজন সংসদ সদস্য খুব বেশি সম্মানিত না হন আবার অসম্মানিতও না হয়ে পড়েন। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র তাঁর নিজ এলাকায় (স্থায়ী ঠিকানায়) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ নিয়োগ পাবেন রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের অবদান মূল্যায়ণে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা, কতিপয় সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবেন। উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে সীমিত যেন মতৈক্য ও নিম্নকক্ষের উপর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। মৃত্যু এবং যৌক্তিক কারণ ব্যতীত উচ্চকক্ষের কোন সদস্যকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না।	৮
	ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদ গঠন করতে হবে বা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হোক। যে দল অধিক সিট পাবে সেই দল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে।	৫৫৪৭
	সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা বা পিআর সিস্টেম চালু করতে হবে।	৪৪০২
	কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক দুই ভাগে ভাগ করতে হবে।	১০৪৩
	সমগ্র দেশকে ৫-৮টি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশে আলাদা প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে।	২৩৫
	বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক শাসন অঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে।	৬৩
	আমেরিকার মতো ক্ষমতা কাঠামো চাই, ইলেকট্রোরাল ভোট চালু করতে হবে	১২০৯
	ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করে নির্বাচন করা। যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও আলাদা করা।	৩৫৬
	যুক্তরাষ্ট্রীয়/ফেডারেল সিস্টেম চালু করা যেখানে সংসদ উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ নামক দুটি কক্ষে পরিচালিত হবে	৭০
	সংসদীয় ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগান। যেটা নর্ডিক বা যুক্তরাষ্ট্রে সংসদীয় কমিটিগুলো করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোকে সংযুক্ত করুন। যেমনটা যুক্তরাষ্ট্রে করা হয়ে থাকে।	৩
	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টশিয়াল সরকার [প্রেসিডেন্ট সরকার প্রধান] - সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের খারাপ দিক হচ্ছে দলগুলো সাধারণত একক সরকার গঠন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার তৈরি হবে, এবং সরকারের স্টাবিলিটি কম যে থাকবে। এই সমস্যার সমাধান করতে ত্বরূপ কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্টশিয়াল সরকার ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু সংসদ রেখেছে সংখ্যানুপাতিক হারে।	৩
	জনগণ চাইলে যেকোন সময় অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সরকার পরিবর্তন এবং নতুন নির্বাচন দিতে পারবে। এবং এই লক্ষ্যে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন এবং মতামত জানানোর জন্য জবাবদিহি মূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে বর্তমান জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা পাস্টে মিশ্র নির্বাচনী-ব্যবস্থা (এলাকাভিত্তিক বিজয়ী ও সংখ্যানুপাতিক) ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	১০
	সংসদ নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ আসনে আনুপাতিক এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশে ফার্স্ট পাস্ট দা পোস্ট সিস্টেম রাখা হোক	১৭৮২
	নির্বাচন হবে আনুপাতিক হারে সেখানে ৫০% সমর্থন না পাইলে নির্বাচন বাতিল হিসেবে গণ্য হবে	৯৮
জাতীয় সংসদের অধেক সদস্য সুনির্দিষ্ট আসনকেন্দ্রিক বাকি অধেক সদস্য অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে বন্টন করতে হবে	৬৭	
সংসদে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংরক্ষিত ১০-৫০ টি আসন রাখতে হবে।	২৯৭	
কোনো দল দুইবার সরকার গঠন করতে পারবে না	৭০৩	
বিদেশে কূটনৈতিকদের সাথে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির যে আলোচনা তা সংসদে প্রকাশ করতে হবে	৪১	
প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং সাংসদকে অপসারণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সঠিক পরিস্থিতি যেমন জনগণের জন্য কাজ করতে অক্ষমতা, কেলেঙ্কারি ইত্যাদি প্রদান করেছে।	৫৫৬	
সংসদে আসন বিন্যাসে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যেখানে সরকার দলের আসন সংখ্যা ৪৫% এর বেশি হবে না। বিরোধী দলীয়দের আসন সংখ্যা ৩০% এর বেশি হবে না। ১০% আসন সংখ্যা সংরক্ষিত থাকে বর্তমান এবং সাবেক তিন বাহিনীর প্রধানদের জন্য তাদের মেয়াদ ১ বারের বেশি হবে না। ১০% আসন সংখ্যা সাবেক ভিসি মহদয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তাদের মেয়াদ ১বারের বেশি হবে না। ৫% আসন সংখ্যা উপদেষ্টাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তাদের মেয়াদ ১বারের বেশি হবে না। প্রধানমন্ত্রী দুই বারের বেশি থাকতে পারবে না।	১৫	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	সংরক্ষিত আসনে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত	৭০
	৩০০ আসনের দরকার নেই/ সংসদের আসন কমিয়ে ১৫০ করা হোক	৯৮১
	আইনসভায় বিরোধীদের ছায়া মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে।	১০২৪

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
সংসদ	সংসদ সদস্যদের সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন সাধারণ মানুষের অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে। সমস্যা ১০ কাযদিবসের মধ্যে সমাধান করতে হবে	৮
	বিরোধী দলীয় প্রার্থীর বাধ্যতামূলক উপস্থিতি ও নির্বাচিত হওয়ার উপায় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে	৫৫
	বিরোধী দলের ক্ষমতা বাড়ানো হোক	১০২৯
	বিরোধী দলীয় প্রধান সংসদের ভাইস বা সহকারি প্রধানমন্ত্রী হবেন মার্কিন সংসদের আদলে।	১
	সংসদীয় বিল পাশের জন্য বিরোধী দলের ভোট ৫০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ অবশ্যকরণীয় করতে হবে, যদি কোনো দল ২/৩ শতাংশ মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় এলে তার ও বিরোধী দলের ৫০ শতাংশ ভোট লাগবে। প্রতিটি বিল সংসদে আলোচনার আগে ছবছ ৪টি সর্বোচ্চ প্রচলিত জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হতে হবে, আস্থা ভোট এর জন্য ৫১ শতাংশ ভোট থাকা লাগবে। বড় কোনো পরিবর্তন যা মানুষ জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে তার জন্য গণভোট আয়োজন করতে হবে।	১
	সংসদের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ রাখতে, প্রতি ৪৫ বা ৬০ দিনের মধ্যে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা উচিত	৫
	সংসদের এমপি নির্বাচন করতে হলে একজন ব্যক্তি মিনিমাম বয়স ২৫ বছর হতে হবে। মিনিমাম এসএসসি পাস ছাড়া কোন ব্যক্তি এমপি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। সরকার গঠনের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান বিরোধী দলের অধীনে থাকতে হবে। অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবে প্রধান বিরোধী দলের যিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করবে তিনি। সভা সেমিনার অথবা যে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য প্রত্যেক দল সমানভাবে অধিকার ভোগ করবে। সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।	৭৭
	কোনো দল স্বৈরাচার হয়ে উঠলে (অবশ্যই নির্বাচনে জবর দখলের প্রমাণ থাকতে হবে) যদি গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় তাহলে স্বৈরাচার পতনের ৯০ দিনের মধ্যে আজীবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে গণভোটের আয়োজন করা।	১০
	সংসদীয় কমিটিগুলোর ভূমিকা ও শক্তি বৃদ্ধি করে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে নজরদারি নিশ্চিত করা	৬৬
	সংবিধান অনুযায়ী সেনা সরকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে।	২
সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি। সংখ্যালঘুদের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে	৯৯১	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
নারী আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন বাতিল করতে হবে	১৯৮৫
	জাতীয় সংসদের সদস্য হবেন ৫০০ জন। ৩০০ জন বর্তমানের মতো জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ২০০ জন নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দলগুলোর প্রাপ্য ভোটের অনুপাতে পাবেন। ন্যূনতম ১% শতাংশ ভোট প্রাপ্ত দল ২ টি আসন পাবে। প্রতিটি দলের ন্যূনতম অর্ধেক হবেন মহিলা। অর্থাৎ এই ২০০ আসনে মহিলা নির্বাচিত হবেন ন্যূনতম ১০০ জন। এই ২০০ আসনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার মানুষের কোটা থাকবে।	১
	সংরক্ষিত নারী আসন তিনভাগে একভাগে নামিয়ে আনা। প্রবাসী বিষয়ক ১ টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা।	৩
	নারীদের অংশগ্রহণ ৩০০ আসন যোগ্যতার ভিত্তিতে দিতে হবে, এক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যের নারীদের নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থান দিতে হবে	১১৩২

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
সরকার ও তার মেয়াদ	সংসদ ও সরকারের মেয়াদ হবে ৩ বছর	৪০০
	প্রতি ৪ বছর পর পর নির্বাচন হওয়া উচিত। সরকারের মেয়াদ হওয়া উচিত ৪ বছর	১৩২৫০
	পরপর দুই বারের বেশি বা দুই মেয়াদের বেশি কেউ সরকারে থাকতে পারবে না	৪১৯০
	অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিরোধী দলের নেতার সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।	৪৭
	যারা সরকার গঠন করবে তারা নিয়মিত জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করবে। দলের উদ্দেশ্য হবে দেশ ও জনগণের সমস্যা সমাধান করা।	১
	সরকারের কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্তের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরির জন্য জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য পৃথক কমিশন গঠন করা যেতে পারে।	৬

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
ন্যায়পাল	ন্যায়পাল চালু করতে হবে। ন্যায়পালের বিধান রাখতে হবে	৬১৭৬
	ন্যায়পাল গঠনে বিরোধী দল,রাষ্ট্রের সুশীল সমাজ ও সচেতন নাগরিকদের পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রবিশেষে গণভোটেরও আয়োজন করা যেতে পারে।	৮৫০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
স্থানীয় সরকার	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক কাঠামোয় নিয়ে আসতে হবে	১০৮
	উপজেলা পরিষদকে উন্নয়নের এখতিয়ার দিতে হবে। জেলা পরিষদ বাতিল করতে হবে।	৬
	স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন এবং নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করা।	৬৭
	স্বাধীন প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে বা উপজেলাকে শক্তিশালী করতে হবে।	৯০৯
	ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ এবং দুর্নীতি কমাতে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়িত করতে হবে	৩৯৮
	প্রদেশ বা বিভাগ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হোক	৯
	দেশে অন্তত ৫/৭ টি ফেডারেল অঞ্চল থাকতে হবে।	১০
	ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে	১১৫০৯
	স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়ে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ।	১৫৬৭
	স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে কমিশন গঠন ও কঠোর আইন পাস করা। জরুরি	৩৯৭
	স্থানীয় সরকারকে প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে স্বাধীন করে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরতা কমানো। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে	৭৮০
	সকল পর্যায়ের স্থানীয় নির্বাচন একসাথে করা (অর্থাৎ প্রতি ৫ বছর পর পর ইউনিয়ন, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন একসাথে হবে। প্রয়োজনে এলাকাভিত্তিক কয়েক দফায় নির্বাচন করা যেতে পারে।)	৩৭৬
	বাজেট বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় সরকার	৮০
	দলীয় প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন বন্ধ করতে হবে	৪৬০৭
বিভাগকে প্রদেশে উন্নীত করতে হবে। প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট স্থাপন করতে হবে।	৫০৩	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
চেয়ারম্যান, মেম্বার	চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ন্যূনতম স্নাতক বা ডিগ্রি বা মাস্টার্স পাশ হতে হবে	২০৯২
	মেম্বার হতে ন্যূনতম এইচএসসি পাশ হতে হবে	১৮৯৭
	সংসদের সদস্যদের সরকারি কার্যক্রমে আরো সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল করতে প্রক্রিয়া গঠন করা উচিত।	১৭৮৯
	সংসদ সদস্যদের নিজের নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার।	৩৩৪৫
	কোনো প্রার্থী ২০ শতাংশের কম ভোট পেলে পরবর্তী নিবাচনে অংশ নিতে পারবেন না	২০০
	তৃণমূল পষায়ে ভোটের মাধ্যমে নিবাচিত হয়ে এমপিদের নমিশন নিতে হবে	৪৩২
	একজন এমপি সর্বোচ্চ ৯০ দিন সংসদে উপস্থিত না হলেও সে এমপি পদে বহাল থাকে এইসব তামাশা আর দেখতে চাই না, সর্বোচ্চ তিন দিন হতে পারে।	২০০
	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার সম্পূর্ণ নির্দলীয় করতে হবে।	১৭
	সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, মেম্বাররা বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য দেশের নাগরিক হতে পারবে না	২৭০৫
	সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, মেম্বার নির্বাচিত হবে কয়েক ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে	১
	চেয়ারম্যান ও মেম্বার রাখার দরকার নেই	১
	সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি বছর সম্পদের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে	৩৫০৭
	২৪ বছরের নিচে কেউ কোনো নিবাচনে অংশ নিতে পারবেন না	৩৪
	সংসদ সদস্যদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করতে হবে	১৩
	কোনো সংসদ সদস্য অপরাধ করলে সহজভাবে যেন তার আইনানুগ সুরক্ষা তুলে নেয়া যায়, সে ব্যবস্থা করা।	১৫
	উন্নয়ন কার্যক্রম ন্যায্য থাকবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ওপর	২
	অন্য দেশে যাদের পরিবার ও সম্পত্তি স্থায়ী ভাবে আছে তারা সংসদ সদস্য হতে পারবে না।	৩৪
সংসদ সদস্যদের কাজ হওয়া উচিত শুধু আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প বা ক্ষমতার চর্চা বন্ধ করতে হবে	৬	
সরকার বা সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি দলীয় কমিটির সভাপতি বা সেক্রেটারি পদে থাকতে পারবে না।	৬	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	নির্বাচিত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় পর পর তার উন্নয়নের হিসাব জনগনের কাছে প্রকাশ করতে হবে	৪৪৬৫
	রাজনৈতিক দলের ভিতর টাকা দিয়ে মনোনয়ন কেনা বন্ধ করতে হবে	২২০০
	প্রার্থীদের নমিশনের আগে তাদের সম্পদের তদন্ত করতে হবে।	২১২
	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি বছর সম্পদের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে	৫৩৭৬

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
নির্বাচন কমিশন	নির্বাচন নিয়ে আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে যা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যম পরিচালিত হবে। কমিটিতে সংসদের সকল দলের আনুপাতিক অংশগ্রহণ থাকবে	২৬৯
	স্বাধীন, শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করতে হবে	২৮৭৬
	সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করুন	২০৪০
	নির্বাচন কমিশনকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করতে হবে	৫
	নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা-সক্ষমতা বাড়াতে হবে/ নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে	১৩৩৩
	প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।	৫
	প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল/অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নেয়ার বিধান সন্নিবেশিত করা।	২৫৬
	নির্বাচন কমিশনের সদস্য নির্বাচনে সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি রেখে কমিশনের সদস্য পুরোপুরি দল নিরপেক্ষ রাখা	৮৯৮
	নির্বাচন কমিশন নিয়োগে, সরকারি দল প্রধান ও বিরোধীদলের প্রধান এবং বিচারপতির সমন্বিত বেঞ্চ গঠন করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে হবে।	১৪
	নির্বাচন কমিশনে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	৬০
	নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে - সরকারী দলের ২ জন প্রতিনিধি, বিরোধী দলের ২ জন প্রতিনিধি, ভোটপ্রাপ্তিতে ৩য় ও ৪র্থ অবস্থানকারী দল থেকে ১+১=২ জন। সেনা বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সেনাপ্রধান ১ জন, সুশীল সমাজ থেকে ১ জন, বিচার বিভাগ থেকে ১ জন মোট ৯ সদস্য নিয়ে।	১
	নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা, আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য সব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও লোকবল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিকট হস্তান্তর করতে হবে	৭২৬
	নির্বাচন কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ২য় বার নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবেন না	৩৯
	নির্বাচন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে গ্রহণ করবে	৭৮
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘের অধীনে ব্যবস্থা করতে হবে।	১	
ডিসি, ইউএনওদের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দিতে হবে	৬৮	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
নির্বাচন	সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে	২৫৬৪
	৭৫% ভোট কাস্টিং ছাড়া কোন নির্বাচন গ্রহণ যোগ্য হবে না।	৫০
	৬০ শতাংশ ভোট গণনা আসতে হবে	৫৮
	বিজয়ী দলকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে, না পেলে শীঘ্র দুইজনকে নিয়ে আবার নির্বাচন করতে হবে।	৭৬৭
	জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রয়োগে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত যদি ভোট না পড়ে তাহলে সেই ভোট বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা,	৮০৯
	নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেতে সর্বনিম্ন ৪৫% ভোট পেতে হবে।	৫
	নির্বাচন পদ্ধতিতে সকল স্তরে অটো পাস বন্ধ করতে হবে। সেজন্য কোন আসনে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না আসে সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের রিসিডিউল প্রথমে দেওয়া যেতে পারে। তারপরও যদি কেউ না আসে তখন যিনি একক থাকবেন তাকে ঐ আসনে ৫০ শতাংশের বেশি লোকের জন্য সমর্থন আছে কিনা তার জন্য তার পক্ষে বিপক্ষে একটা ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। কেবলমাত্র ৫০ শতাংশের বেশি জনসমর্থন আসলে সে ক্ষেত্রে একক প্রার্থীকে বিজয় ঘোষণা করা যাবে।	১
	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগ না রাখা	১০৫৬
	ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনের পরিবর্তে মার্কা ভিত্তিক নির্বাচন হোক	৯০
	সবাই শুধু প্রতীক দেখে ভোট দিবে, নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন প্রার্থী দাঁড়াতে পারবে না। নির্বাচনে যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সে দল ততটি আসন পাবে, আসন সংখ্যাগুলোতে দলের প্রধান যোগ্য দেখে লোক নিয়োগ দিবে। বেশি ভোট পাওয়া দল থেকে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া হবে।	৩০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	ভোট কেনার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে	২৬০
	নমিনেশন পদ্ধতি বাতিল চাই	১০
	রাজনৈতিক দলের ভিতর টাকা দিয়ে মনোনয়ন কেনা বন্ধ করতে হবে	৪৪
	একই ব্যক্তির বারবার নির্বাচন করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। একজন ব্যক্তি দুইবারের বেশি নির্বাচন করতে পারবে না	১৮৭৮
	নির্বাচনে অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। (৩ বার অংশগ্রহণ ও ২ বার নির্বাচিত)	১২৮১
	একজন ব্যক্তি দুটি নির্বাচনে হারলে তিনি আর নির্বাচন করতে পারবেন না	৬৬৭
	যে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার্স সনদ ধারী হতে হবে।	১৪৮০
	জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা এবং জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকালীন ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে সেনাবাহিনী নামানোর বিধান বাধ্যতামূলক করা হোক।	২০
	দ্বৈত নাগরিকরা দেশে রাজনীতি করতে পারবে না, নির্বাচনে অংশগ্রহণও করতে পারবে না	২৫৫০
	জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য অন্তত এইচএসসি পাশের বিধান রাখতে হবে	১০০
	যারা ভোট চুরির মাধ্যমে এমপি হয়েছে, গণহত্যা সহযোগিতাকারী, দুর্নীতি গ্রস্ত, ঋণখেলাপির নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না-- এই বিধান করতে হবে।	৬০
	সংবিধানে গণভোটের ধারাটি ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশে গণভোট-এর বিধান রাখতে হবে	৪৫৯১
	নির্বাচনী ব্যালট পেপারে "না ভোট" এর প্রতীক সংযোজন করা হোক	২৮৭৯
	জনগণ চাহিবাআ হ্যাঁ, না ভোটের নির্বাচন করে,অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি অথবা মন্ত্রিকে পদবহিত করা।	৫০২
	জরুরী প্রয়োজনে স্বচ্ছ জরিপের মাধ্যমে জনগণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে	১৩
	রাজনৈতিক দলগুলোর পদপ্রার্থীদের সততা যাচাই বাধ্যতামূলক করা, এবং সংসদ নির্বাচনে নমিনেশন প্রার্থীদের জন্য গোয়েন্দা সংস্থার ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করা।	১৫
	সংসদ সদস্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারবে না।	৬
	স্থানীয় নির্বাচন বাতিল করে যে সরকার গঠন করবে তারাই স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নিয়োগ করবে	৪
	কোনো দল জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে পারবে না। নির্বাচনের পরে জোট গঠনের সুযোগ দেয়া উচিত	২৩
	কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে নির্বাচন আয়োজন না করা	৩৫৫
	নির্বাচনের সময় যে পোস্টার বা ব্যানার দেয়ালে বা বাইরে লেগে থাকে তা দলগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে।	১৩
	নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্ব থেকে সারা দেশে ম্যাজিস্ট্রেসী পাওয়ারসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করতে হবে	১৭০
	নির্বাচনকালীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে	১৪৮
	প্রত্যেক স্মার্ট কার্ডের বিপরীতে একটি আইডি থাকবে, সেই আইডি থেকে ঘরে বসেই ভোট প্রদান করতে পারবে।	৪
	অনলাইনে (প্রবাসী+ দেশি) ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক	২৪৫৭
	কমপক্ষে সাত জন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, এলজিআরডি মন্ত্রীর প্যানেল করে নির্বাচনে আসা উচিত। সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া দল সরকার গঠন করবে	১
	সকল জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হোক	১৮৭২
	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে হবে এবং তারা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে পারবে না।	৭০০
	নির্বাচনের দিনে সশস্ত্র বাহিনী (মূল বাহিনী হিসাবে) মোতায়েন থাকবে, পুলিশ সহযোগী বাহিনী হিসাবে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করবে।	১১
	তিন ধাপে বা তিন দিনে জাতীয় নির্বাচন করা হোক	৬৬০
	৭ বিভাগে ৭ দিন নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।	১০
	দলগুলো সংসদীয় আসনগুলোতে একজন করে মনোনয়ন দিবে। শুধু পরিচিতি অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনো প্রচারণা করতে পারবে না।	১
	অসংখ্য শিক্ষক প্রতি নির্বাচনে ভোটগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একারণে তারা ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এমন আইনের দাবি জানাই যাতে শিক্ষকেরা দায়িত্ব পালনের সঙ্গে ভোট প্রদানও করতে পারে।	৩৯২
	একই দলের অন্য ব্যক্তির চাইলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে তার আগে নিজেদের মধ্যে একটি অন্তর্দলীয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আসতে হবে যেখানে শুধু ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে উক্ত দলের কর্মীদের হাতে।	১
	দুর্নীতি প্রমাণ হলে কখনোই আর নির্বাচনে অংশ নেয়া যাবে না	১৩
	প্রতি দুই বছর পর পালাক্রমে নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের নির্বাচন হবে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে জনগণ সরকারকে ২ বছরে মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবে।	৫
	কোনো সরকারি চাকুরিজীবী চাকুরি ছাড়ার ২০ বছরের মধ্যে কোনো নির্বাচন কিংবা কোন জনপ্রতিনিধি পদে আসতে পারবে না।	২
	পশ্চিমা বিশ্বের ন্যায় কৃষক স্টুডেন্ট শিক্ষক প্রত্যেকের ভোটের মান একেক রকম হবে	৩

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	এইচএসসি পাশের নিচে কেউ ভোট দিতে পারবে না এই ব্যবস্থা করা হতে পারে। এতে করে অসহায় দরিদ্র অশিক্ষিত লোকদেরকে ৫০০ বা ১ হাজার টাকা দিয়ে ভোট কিনে জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না	১
	বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনে নাগরিকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে ভোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হোক, এতে নির্বাচনে মেধার প্রতিফলন ঘটবে। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবঃ ১। SSC পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের একটি ভোট গননা হবে। ২। HSC পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের দুইটি ভোট গননা হবে। ৩। BA (সমমান) পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের ৩টি ভোট গননা হবে। ৪। MA (সমমান) পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের ৪ টি ভোট গননা হবে।	৫
	ব্যবসায়ীরা কোনোভাবেই যথাযথ জনসম্পৃক্ততা ছাড়া রাজনীতিতে আসতে পারবে না কিংবা সরাসরি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।	২৫৮
	দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে। তাড়াতাড়ি ভোটের পরিবেশে তৈরি করুন	৪

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ দুই বছর হোক	১
	নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা ৩ মাসের বেশি মেয়াদ হতে পারবে না। উপদেষ্টা পরিষদ ২৬ সদস্য বিশিষ্ট হতে হবে। সর্বদলীয় সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপদেষ্টা বাছাই করতে হবে	৯৫
	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১ বছর হতে হবে যাতে আগের সরকারের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়।	৩৩
	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৬ মাস হতে হবে	৮৮১
	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন সাবেক বা বর্তমান প্রধান বিচারপতি।	২
	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে/ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে	৬৪২৩
	তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার কোনো দরকার নেই। যদি দরকার হয় তবে এ সরকারের প্রধান এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের সরাসরি জনগণের ভোটে নিবাচিত হতে হবে	২২৬
	তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে গঠিত হবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। নীতিটা এমনভাবে করতে হবে যেন ক্ষমতায় থাকা সরকার বা বিরোধীদল কোনোভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কারা নির্বাচিত হবে তাতে প্রভাবিত করতে না পারে।	১৪৭৭
	নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হোক	৪৩
	নির্বাচনকালীন সরকার হবে সরকারি দল ও বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের নিয়ে যারা রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত নন। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের থেকে সরকারি দল ১০/১২ জন মনোনীত করবেন এবং সরকারি দলের প্রস্তাবিত নাম থেকে ১০/১২ জন মনোনীত করবে বিরোধী দল। মোট ২০/২৪জন হবে নির্বাচন কালীন সরকার। এরা নিজেরা গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত করবে। উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা সিনিয়র সিটিজেনদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হবে।	১
	নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ। উপদেষ্টা হিসেবে সেনাপ্রধানকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাকবে।	১
	নিরপেক্ষ সরকার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি/ বিচারপতি/ ন্যায়পাল/ এনজিও প্রধান ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হবে।	৩
	সিইসির অধীনে অর্ন্তবর্তী সরকার ও নির্বাচন হবে।	১৮
	নির্ধারিত সময় পর পর সেনাবাহিনী সরকার নিবাচনের ব্যবস্থা করবে	২
	রাজনৈতিক দলের পক্ষে বক্তব্য রাখলে তাকে উপদেষ্টা বানানো যাবে না	৪
	রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে	১০
	জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ" গঠিত হবে দেশের সকল সেক্টরের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের পছন্দের এবং সর্বোপরি সমালোচনা ও রাজনৈতিক মতামত।	১

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি	রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে	১৩৯৪
	রাজনৈতিক দলের সংস্কার করতে হবে সংবিধানের মাধ্যমে, দলের মধ্যে এবং নির্বাচিত দলের বিভিন্ন আসনে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	৮০২
	প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল প্রতি বছর হতে হবে এবং গণতন্ত্রের চর্চা দলের ভেতরে থাকতে হবে। একই ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় পর দলের প্রধান থাকতে পারবেন না	৭৭০
	রাজনৈতিক দলের প্রধান ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবেন না	২৬২৫
	রাজনৈতিক দল গঠনের শর্ত সহজ করা	১২

দেশে সর্বোচ্চ ৫/৬টি রাজনৈতিক দল থাকতে পারবে	৭
আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে না রেখে সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাখা হোক	১
ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করতে হবে	৪৫১
আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করা	১০
আওয়ামী লীগকে পরবর্তী নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে হবে। এই ফ্যাসিস্ট দলকে নির্বাচন করতে দেওয়া যাবে না।	৩৩৮
রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র বন্ধ করতে হবে	২৩৩২
ব্যক্তি পূজা বন্ধ করতে হবে	৬২০
সরকার প্রধান হিসেবে একজন ব্যক্তি পর পর দুইবার এর বেশি মনোনীত হতে পারবেন না এবং এমপি পদে একজন ব্যক্তি দুই বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। একজন ব্যক্তি দুইবার এমপি হওয়ার পর তার পরিবারের কোনো সদস্য পরবর্তী কমপক্ষে ১০ বছর এমপি নির্বাচন সহ অন্য সকল স্থানীয় নির্বাচন করতে পারবেন না।	৭০২
২ বারের বেশি দলীয় প্রধান হতে পারবেন না বা নেতৃত্ব দিতে পারবেন না	১৪৮০
কোনো ব্যক্তি দলের প্রধান হিসেবে ১০ বছরের বেশি থাকতে পারবেন না	১৫
একদল চাইলে যেন আরেক দলকে নিষিদ্ধ করতে না পারে, সবার সুষ্ঠু রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত	১০০
কোনো ব্যবসায়ী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারবে না।	৭০৩
প্রচারণার অর্থ সামঞ্জস্য করা এবং রাজনৈতিক অনুদানের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা।	১
প্রতিবছর ক্ষমতাসীন দলের সকল নেতাকর্মীদের সম্পদের হিসেব ও অবৈধ সম্পদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।	১৯
নোংরা রাজনীতি বন্ধ করতে হবে	৫০
ইউনিয়ন পর্যায়ে দলীয় কমিটি বন্ধ করা হোক।	১

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
ছাত্র রাজনীতি	ছাত্র রাজনীতি কোন দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়া যাবে না	১৫৯
	ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে	১৭১১
	ছাত্র লীগ নিষিদ্ধ করা হোক	৫৫৫
	১৮ বছর না হলে কোন ছাত্র/-ছাত্রীদের রাজনৈতিক মাঠে ডাকা যাবে না। যে দলে কম বয়সীদের দেখা যাবে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে	৪৮১
	ছাত্র সংসদ চালু করতে হবে	৫৪০
	রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব কোনো ছাত্র সংগঠন থাকতে পারবে না। ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক থাকবে না; সেগুলো হবে শুধুমাত্র ক্যাম্পাসভিত্তিক।	২
	শিক্ষা ও হাসপাতালে বা এর আশেপাশে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যানার বা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করতে হবে	২
	রাজনৈতিক ব্যানার-পোস্টার লাগানো বন্ধ করার আইন পাস করা দরকার।	৪৫
	প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।	১
	রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অলাভজনক পেশায় পরিনত করতে হবে।	১০
	আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হোক	৪৫৫
	নির্বাচন সেনাবাহিনীর হাতে থাকবে	২৬৫
	নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে ডিবেট/বিতর্ক করার প্রচলন করা	২২০
	যেকোন দল পর পর নির্বাচন করতে পারবে না।	৪
	নির্বাচনী এলাকা ছোট করা এবং সংসদে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা	১১
	সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তারা রাজনীতি করতে পারবে না। চাকুরি শেষ হওয়ার ৩/৪/৫ বছর পর রাজনীতিতে যোগদান করতে পারবেন	৫৫
	সকল রাজনৈতিক দলকে কার্যক্রম স্বাধীনভাবে করতে দিতে হবে, তবে তা রাস্তা দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে নয়। নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে।	১
	পেশাজীবী সংগঠনে রাজনৈতিক শাখা রাখা যাবে না	২১
	কোনো দল মানবতাবিরোধী অপরাধ করলে ১০ বছর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা	৩
	রাজনীতি থেকে অবসরের বয়স সীমা নির্ধারণ (৬০ বা ৬৫ বছর)	৫১২
২৪-এর গণহত্যাকারীদের রাজনীতিতে অবাধিত ঘোষণা করা	৪৭৮	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	রাজনীতির নাম ব্যবহার করে ক্ষমতার অপব্যবহার কারীদেরকে অন্তত ২বছরের কারাদন্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি চাকরিজীবীদের মুখ গ্রহণের প্রমাণ মিললে বহিষ্কার করা হোক, প্রয়োজনে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক। নির্বাচনের শুরুতে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে প্রতিটি সংসদ সদস্যের সম্পদের হিসেবে নেয়া হোক, হিসাব না দিতে পারলে অতিরিক্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হোক।	১
	রাজনীতি থেকে আয়ের পথ বন্ধ করার আইন করতে হবে	৬১৫
	রাজনীতিক দলের সভা সমাবেশ উপলক্ষে সম্পূর্ণ গাইডলাইন প্রণয়ন করা	২৬
	স্বৈরাচার হিসেবে অভিযুক্তদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।	৫৪৩
	কোন ধরনের খেলোয়াড়, নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকা, একথায় রাজনীতিবিদ ব্যতীত কেউ সংসদ সদস্য হতে পারবে না। যদি সংসদ সদস্য হতে হয় তবে সবকিছু বাদ দিয়ে সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।	৪৪
	রাজনীতিবিদরা সংসদের কাছে USA/UK এর মত দায়বদ্ধ থাকবে।	৪

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
মৌলিক অধিকার	মৌলিক অধিকারগুলো সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে	২৪৪৭
	জাতি, ধর্ম, জেডার ভিত্তিতে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	১৮০১
	প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১১৯৭
	সব ধরনের ভোটের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে	১৩০০
	মৌলিক অধিকারের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে	১০৩০
	নাগরিকদের অধিকার ক্ষমকারী সকল আইন সংশোধন করা হোক	৭১২
	নাগরিকদের মানসিকতা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন	১
	অনুচ্ছেদ ১৫ মৌলিক প্রয়োজনকে মৌলিক অধিকার রূপান্তর করা, অধিকার আদায়ে রিট করার সুযোগ থাকা।	৩০৯
	সবার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সমানুপাতিক হারে সবার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে	৫৩৪
	বৈষম্য সৃষ্টির পথ বন্ধ করতে হবে। বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল আইন বাতিল করতে হবে।	১৮৯০
	আয় বর্হিভূত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক। পাচারকৃত সম্পদ ফিরিয়ে আনতে হবে	৭৯২
	মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণের কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা।	২০০
কোরআনের আলোকে সকল ধর্মের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে	১৫৪৯	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
ধর্ম	রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রাখা হোক।	১৪৯৬৭
	রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়া হোক	২৩৯১
	রাষ্ট্রধর্ম বলে সংবিধানে কিছু থাকার দরকার নেই। রাষ্ট্রধর্ম বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে সেকুলার তৈরী করা। রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না।	১৩১৯
	ধর্মহীন না করে সকল ধর্ম পালনের এবং সকল ধর্মের লোকের বসবাসের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিতে হবে।	৪০৯
	ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোক। ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।	২১৭০
	ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দেয়া হোক। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কথা সংযোজন করতে হবে।	৭৮৪
	কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না।	৮২০
	সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সবাই সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করুক।	১২৮০
	সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চার সুযোগ থাকতে হবে।	৫৭৯
	নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতাও কাদিয়ানী নিষিদ্ধকরণ।	৭৮৩
	বাংলাদেশে ইসকন নিষিদ্ধ করা হোক	৫০২
	সংবিধানে কোন একক ধর্মের বানী থাকা যাবে না	৫৯
	সকল ধর্মের মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করা।	৩৩০
	সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত না করা।	১৫০০
	ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত লাগে এমন কাজ কাউকে বাধ্য করা যাবে না।	৭৮৩
	সকল ধরনের ধর্মীয় সমালোচনার সুযোগ রাখতে হবে।	৪৬

সকল ধর্মের সমমর্যাদা, সুযোগ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা হোক। সকল মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	৮২৩
রাষ্ট্রের ধর্মীয় মূল্যবোধ, আইনের সংরক্ষণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সকল ধর্মের অংশগ্রহণে একটি স্বাধীন ধর্মীয় সুরক্ষা কমিশন থাকতে হবে	৩০
মসজিদ/গির্জা এবং রাষ্ট্রের যথাযথ পৃথকীকরণ। সব ধর্মকে সমানভাবে দেখতে হবে। রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ হতে হবে।	৭০
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী করা। ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আইন সংযোজন। ধর্মীয় উগ্রবাদ ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ।	১৫৭
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।	১১৪০
ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো যাবে না	১৩৯৪
এলজিবিটিকিউ-এর নীতি কখনো গ্রহণ করা যাবে না	১১০৮
এলজিবিটিকিউ-এর নীতি গ্রহণ করা হোক, এটি মানুষের অধিকার। ৩৭৭ ধারা বাতিল চাই	৪০
প্রত্যেক মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক করতে হবে।	১৫০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
শিক্ষা, স্বাস্থ্য	শিক্ষার সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে	১৪৯২
	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে মূলনীতি থেকে মৌলিক অধিকারে নিতে হবে	১৬০২
	নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিতকরণ।	৩৩৫
	শিক্ষা, কৃষি ও চিকিৎসা হবে রাষ্ট্রের প্রথম প্রাধান্য। প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ থাকবে এই দুই খাতে	৬১৭
	শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য সরকারি তহবিল বৃদ্ধি। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার।	১০৯
	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়তে হবে	১০০
	সং, নিরপেক্ষ ও শিক্ষা অনুরাগী শিক্ষক নির্বাচন।	৫৯০
	সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি মুক্ত করে আইন প্রণয়ন	৪৭১
	শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো।	৫৫০
	মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে হবে।	১০৯
	শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা	১০১
	শিক্ষা অবশ্যই কর্মমুখী হতে হবে। নীতি-নৈতিকতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষকদের ও শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে রাখার দরকার নেই। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ বন্ধ করতে হবে	৭১৭
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেনো প্রকৃত মানুষ তৈরীর কারিগর হতে পারে সে ব্যবস্থা তাদের করে দিতে হবে। সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতই হবে আগামীর সংবিধানের মূল লক্ষ্য এটাই আশাকরি।	২৭৯
	নাগরিকদের তাদের অধিকার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষিত করা।	৩৪
	ধর্ম শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নেবে। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে	৯০
	প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত ধর্মীয় (ইসলাম) শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে	১৮৭৭
	স্কুল হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো পাঠ্যপুস্তকে আল্লাহ, কোরআন, ইসলাম ও সর্ব শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান - মানে আঘাত ও ইসলাম বিরোধী কোনো লেখা থাকতে পারবে না।	১৬০১
	মাদ্রাসা ও স্কুল দুই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের মাঝে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার কারিকুলামে সুবিন্যস্ত বা পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞানের অভাব স্পষ্ট। আবার মাদ্রাসা শিক্ষাতে একই শ্রেণিতে ধর্মের একাধিক বিষয় থাকে ফলে যথাযথ শিক্ষার্জন করা সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য কষ্টকর। ফলে জানা বা শেখার উদ্দেশ্যে না পড়ে ছাত্ররা পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়ে ফলশ্রুতিতে বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতাই পর্যবসিত হচ্ছে।	১১
	মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বোচ্চ পদে কোনো অমুসলিম বা বামপন্থিকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।	১৩৪
	শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি মুক্ত করা,সেশন জট হ্রাস।কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের চাকরির সুযোগ দেওয়া।	৫৯১
১ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ সেমিস্টার পরীক্ষা চালু করা হোক।এতে করে আমাদের সন্তানরা সবসময়ই পড়াশোনায় মনোযোগী হবে।চিন্তা থাকবে পরীক্ষার। অর্থ বার্ষিক, বার্ষিক এই নিয়ম বাতিল করা হোক।	১১	
মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান মেম্বার, সচিব থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তানদের দেশে শিক্ষা ও চিকিৎসা নিতে হবে।	৮৯১	
চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ফ্রি করা।	১২৯০	
স্বাস্থ্য খাতে ডাক্তারদের কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।	৭০১	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করতে হবে	৪৯
	কেউ শিক্ষকতা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পেশায় কাজ করলে তিনি প্রাইভেট টিউশন ক্লাস বা প্রাইভেট ক্লিনিক বা চেম্বার খোলার অনুমতি পাবেন না।	১০
	জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াতে হবে।	৩১
বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা	স্বাধীন গণমাধ্যম নিশ্চিত করা হোক	১৭৭৬
	স্বতন্ত্র গণমাধ্যম কমিশন গঠন	৪১০
	সকল নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হোক	২২৯০
	সংবাদপত্র ও টিভির মালিকানা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের হাতে দেয়া হোক	১১০৮
	সরকারি বেসরকারি টেলিভিশনে সংবাদ পাঠকারী মহিলার মাথার চুল, গলদেশ, ও বক্ষ প্রদর্শন করা যাবেনা, তাই সংবাদ পাঠকারিনী হিজাব পরিধান করে সংবাদ পাঠ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।	৭০
	বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা।	১৩৪৮
	রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের বাকস্বাধীনতার অধিকার, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে।	৭৮০
কোর্টের অনুমতি ছাড়া কোনো সাধারণ নাগরিকের ফোন বা ইন্টারনেট কার্যকলাপ নজরদারি করা যাবে না।	৫৯০	
বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
প্রজাতন্ত্র - (স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয়তা)	প্রজাতন্ত্র শব্দ পরিবর্তন করা হোক। প্রজাতন্ত্র-এর বদলে জনতন্ত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী নয়, শুধু গণতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	৫০
	স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঠিক করতে হবে	১৬৬
	জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্থাপন করতে হবে	১৬৩৪
	সবাই বাংলাদেশী পরিচয়ে পরিচিত হবে	৫৫৯
	প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ জাতিসত্ত্বার পরিচয় সংবিধানে স্বীকৃতি দেবে	২০
	জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করতে হবে বা বাদ দিতে হবে	৬৬৫
	জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করা যাবে না	২১০
	সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি দুই দেশের নাগরিক হতে পারবে না। দ্বৈত নাগরিক হলে নির্বাচন করতে পারবে না। স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা ভিন্ন দেশের নাগরিক হতে পারবে না। বিদেশে কোনো স্থায়ী সম্পদও থাকতে পারবে না	২৫৫০
	রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেয়া পরিবারের সবাইকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকতে হবে, দুই দেশের পাসপোর্টধারী হওয়া যাবে না।	৪৮০
	আমলা, বিচারক ও পুলিশ প্রশাসনের দুই দেশের নাগরিকত্ব থাকতে পারবে না	১৪৫১
	কোন সরকারি অফিসে কোনো রাজনৈতিক ছবি থাকতে পারবে না। ছবি থাকলে জাতীয় চার নেতার ছবি থাকতে হবে।	৫৮৭
	বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সকল ফাউন্ডিং ফান্ডারদের যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে	৬৫১
	অফিস আদালতে কিংবা সরকারি বা আধাসরকারি সব স্থানে শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখা যাবে না	২৫৬৫
	টাকায় কারো ছবি রাখা যাবে না,	৭
	সর্বশেষ সরকারের আমলে যুক্ত করা তফসিলগুলো নিয়ে সমালোচনা থাকলে সেগুলো বাদ দিতে হবে। যেমন ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ২৬মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা।	১৪১০
	জয় বাংলাকে জাতীয় শ্লোগান হিসেবে ধরে রাজনৈতিকভাবে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে	২৮৪
	দ্বৈত জাতীয় ভাষা, বাংলা এবং ইংরেজি। সমস্ত সরকারী নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি উভয় ভাষা ব্যবহার করে প্রকাশ করতে হবে।	৫
১। সংবিধানে “ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ” ঘোষণা করতে হবে। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস —এ চারটিকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ ঘোষণা করতে হবে। ২। কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতকে (ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি অথবা অন্য যে কোনোটি) জাতীয় সংগীত করতে হবে। ৩। সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিচার ও সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি “সুপ্রিম উলামা কাউন্সিল” গঠন করতে হবে।	১০	
ভারত পত্নী, পাকিস্তান পত্নী, চায়না পত্নী বা অন্য কোনো দেশ পত্নী না হয়ে বাংলাদেশ পত্নী হতে হবে।	১৭০	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করা নিশ্চিত করতে হবে	১৭৯০
	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে জবাবদিহি করবে, সরকারের কাছে নয়	১৪৬
	কর্ম কমিশনে পরিবর্তন নিয়ে আসা, রাজস্বভুক্ত সকল ৯ম ও ১০ গ্রেডের সরকারি চাকরি বিসিএস এর আওতায় ক্যাডার+নন ক্যাডারে নিয়ে আসা।	৯০
	এক ব্যক্তিকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে না দেওয়া।	১৯৮
	পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে	৭৩০
	ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি সংসদকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং সংবাদ মাধ্যম গুলোতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও দেশ প্রেমিক জনবল নিয়োগ দান করা।	১৯
	স্বাধীন শিক্ষাকমিশন গঠন করার বিধান এবং বেকারত্ব কমিশন বিধান প্রণয়ন করার আইন সংবিধানে যুক্ত করতে হবে।	১৩
	রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বাইরে রাখতে হবে	৬৭
	আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করতে সংবিধানে নির্দেশনা থাকতে হবে।	১
	প্রতিটা মন্ত্রণালয় স্ব স্ব ক্যাডার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করণে হবে।	৭৪৩
	ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে জবাবদিহিতার জন্য স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে	১০৯২
	১. ওএসডি প্রথা একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেখানে কর্মকর্তাদের কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত না করে আলাদা রাখা হয়। অদক্ষ বা দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের কোনো দায়িত্ব ছাড়া রাখার মাধ্যমে তারা কার্যকরভাবে তাদের পদে থেকে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন না। ওএসডি প্রথা বাতিল করলে, কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও সততার বৃদ্ধি ঘটবে, এবং প্রশাসন আরও দক্ষ হবে। ২. বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দৃশ্যমান শাস্তি ব্যবস্থা নেই। চাকুরিচ্যুতির বিধান চালু হলে কর্মকর্তারা বুঝবেন যে দুর্নীতির জন্য তাদের চাকরি হারাতে হবে। এতে সরকারি কর্মকর্তারা আরও সতর্ক থাকবেন এবং প্রশাসনে দুর্নীতির প্রবণতা কমবে। এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।	২

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
সরকারি সেবা ও প্রশাসন	সরকারি সেবা পেতে হয়রানি বন্ধ করা হোক	১৫৮৩
	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও কমিশনে চাকরিজীবীদের রাজনীতি ও লেজুরভিত্তিক কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে	৯৭৯
	সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হোক	১১৪৩
	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের সামনে উন্মুক্ত থাকতে হবে	৯৩
	সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে তাৎক্ষণিক চাকরি থেকে অব্যাহতি	৬৮০
	সরকারি সকল ক্ষেত্রে দালাল নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন	১০০
	সরকারি কর্মচারীগণ সাধারণ জনগণকে স্যার বলে সম্বোধন করবেন	১৮৭
	সরকারি দপ্তরে শূন্য পদে লোক নিয়োগ বিষয়ে আরো উপযোগী ব্যবস্থা নেয়া দরকার।	২১
	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি কর্মজীবী মানুষের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে	৫৩২
	সরকারি অফিস এর দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। ভূমি অফিস, পাসপোর্ট অফিসে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়। সেটা বন্ধ করতে হবে।	৭৭৬
	সরকারি চাকুরিতে পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েও পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে।	৫৫
	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনবান্ধব হতে হবে	৫৪৮
	সরকারি আমলাদের সন্তান স্ত্রী দেশের বাইরে থাকতে পারবে না,	৯০০
	সরকারি আমলাদের সরকারের কাজের সমালোচনা করার সুযোগ দিতে হবে	৫
	সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অভিন্ন পে-স্কেল এবং পদোন্নতি ধারা প্রবর্তন করতে হবে	৭
	সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ৫ বছর পূর্ণ না হলে রাজনীতিতে যুক্ত হতে পারবেন না	২
	সরকারী চাকরীতে প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থী, দালাল, ও কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে	১
	সরকারি চাকুরিজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে দ্রুত তদন্ত করতে হবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে চাকুরিচ্যুত করতে হবে, বদলি বা ওএসডি নয়।	২০
	সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তারা কোন দুর্নীতি করলে এবং তা ধরা পড়লে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। এবং তাদের বিধি বহির্ভূত ভাবে অর্জিত সম্পত্তি গুলো বাজেয়াপ্ত করতে হবে।	২
	সরকারি চাকুরিজীবীরা সংসদের কাছে USA/UK এর মত দায়বদ্ধ থাকবে।	১১
সকল সরকারি অফিসের সামনে একটি অভিযোগ বাক্স রাখতে হবে যেন মানুষ তাদের মতামত জানাতে পারে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিতে হবে। জনগণকে তা জানাতে হবে।	৭	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	কোনো আমলা ন্যূনতম দুর্নীতি করলে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ১০ বছর জেল এবং সেই অনুপাতে জরিমানা।	২
	দুর্নীতি করলে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে	৯০৯
	সকল নিয়োগ স্বাধীন সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে হতে হবে।	১০৭৬
	উন্নত বিশ্বের মতো প্রশাসন তৈরী হোক।	১২৯
	প্রত্যেকটা সরকারি সেक्टरে অনলাইন সিস্টেম চালু	১৪
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হোক, দুর্নীতি কমবে	১০
	আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা সাংবিধানিক কমিশন গঠন করা যেতে পারে। একই রকম কমিশন পুলিশের জন্যও হতে হবে।	৮৯
	সচিবালয়ের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ	১২০১
	সচিবরা স্ব স্ব ক্যাডার থেকে নির্বাচিত হবেন	৬৪১
	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা কোম্পানিগুলোতে শ্রমিক কর্মচারীদের অঙ্গসংগঠন তৈরি বা রাজনীতি করা যাবে না।	১৫
	জনপ্রতিনিধি বা সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা যাবে না, দ্বৈত নাগরিক হলে টাকা পাচার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে,	৭৯৩
	ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সরকারি কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স নিরীক্ষণ এবং তাদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।	৭০
	রাষ্ট্রের বেতনভোগী সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি ও নৈতিকতার মানদণ্ড বিষয়ে বিধান করা।	৮
	প্রতিটি সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তা ও কর্তব্যজ্ঞদের চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে কাজ করতে হবে। এতে করে আমরা সহজেই দুর্নীতি ও কলুষিত ব্যবস্থা রোধ করতে পারি।	২
	যেকোনো ধরনের কোটা কোনো ব্যক্তি জীবনে একবারের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না।	৩৩
	প্রশাসনে ও সশস্ত্র যেকোনো বাহিনীতে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তি চাকরি পাবে না	৪
	সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদের(নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সন্তান বিদেশে পড়াশোনা করতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ(নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সহ তাদের সন্তান, পিতা মাতা, শশুর-শশুরী বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ(নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সহ তাদের সন্তান, পিতা মাতা, শশুর-শশুরীর ব্যাংক হিসাব সমূহ সর্বদা নজরদারি করা হবে।	১
	দেশের সরকারি-অসরকারি সকল দপ্তর তাদের নিজ দায়িত্ব পালনের সময়সীমা বেঁধে দিবে। তার পরও ঐ কাজ সম্পন্ন না হলে যৌক্তিক কারণ প্রকাশ্যে উপস্থাপনে বাধ্য হবে। সরকারি নানা তথ্য 'গোপনীয়' অভিধা দিয়ে আমলাদের নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা প্রদান করা চলবে না। সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা শতভাগ নিশ্চিত দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।	৪
	সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা দায়িত্বে থাকাকালীন সামরিক বাহিনী ব্যতিত অন্য কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বগ্রহণ করতে পারবে না। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে।	৭
	কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার কোনো সদস্য কোনো কোম্পানি বা শিল্পের জন্য কাজ করতে পারবেন না যে ক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।	৫৬
	রাজনীতির মাধ্যমে যাতে টাকা পয়সা উপার্জন করা না যায় সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্রয় বিক্রয় চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। পাঁচ কোটি টাকার উপরে সমস্ত টেন্ডার সাংবাদিকদের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে।	৩৯

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
কৃষক, শ্রমিক, অর্থনীতি, পরিবেশ	ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা হোক	১৫৩০
	ধনী-গরীব বৈষম্য হ্রাস এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করা হোক	২০২
	কৃষকের পণ্যমূল্য ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করুন	৮৫৭
	কোনো অসাধু চক্র যেন বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জনগনের সাথে তামাশায় লিপ্ত হতে না পারে তার স্পষ্ট রূপরেখা থাকতে হবে।	১
	পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হোক। পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন ও কঠোর প্রয়োগ।	১০
	কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে রাষ্ট্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা জরুরি।	১
	পরিবেশের ক্ষতিকারক কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না	১০
	প্রবাসী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে	৫৩৫
	সরকারি অর্থায়নে কৃষকদের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংযুক্ত করতে হবে	৫৫
	বাজার ব্যবস্থাপনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভোক্তার হাতে পৌঁছাবে যাতে কৃষক ন্যায্য মূল্য পায়	৭৮

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	৪৭৭
	রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের সাথে ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করবে, তার নাগরিকদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করবে এবং সেই প্রভাবে একটি দেশব্যাপী ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠা করবে যা প্রতি ৫ বছরে সংশোধিত হবে।	৪
	শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন চাই।	৩৩
	কালো ধোঁয়া বের হয় এমন সকল গাড়ি নিষিদ্ধকরণ	২২
	প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কঠোর আইন	৩৪
	১. পরিবেশগত বিপজ্জনক অপরাধের জন্য আরও কঠোর আইন প্রয়োগ করা উচিত।	৫৯
	২. পরিবেশ দূষণ ন্যূনতম থেকে কমিয়ে নিশ্চিত করার জন্য একটি নিবেদিত টেকসই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।	
	৩. পরিবেশ বিরোধী কর্মগুলিকে অপরাধী করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী জরিমানা করা উচিত।	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	আদিবাসী সমস্যা দূর হোক	২৩৪
	আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে	৯৬৭
	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতির বদলে ট্রাইব বলা যায়	১
	উপজাতিরা উপজাতি হিসেবেই থাকবে। আদিবাসী করা যাবে না।	৫
	ট্রাইব অধ্যুষিত কিছু এলাকা সংরক্ষিত ঘোষণা করতে হবে। নন-ট্রাইবরা সেখানে স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার সম্পত্তি নিতে পারবে	৮০
	পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে	২৯৮
	সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে	৬৫২
	আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, উপজাতি ইত্যাদি ট্যাগে জনগণকে বিভাজন করা চলবে না।	১৩৭
	সংবিধানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের যথাযথ স্বীকৃতি থাকতে হবে। সংখ্যালঘুসহ যারা নিজেদের বুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে তাদের নিরাপত্তা ও বিকাশকল্পে পৃথক অনুচ্ছেদ থাকতে হবে।	৮৯৩
	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণে ধারা সংযোজন।	১১০৯
	সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সম্পদ রক্ষায় বিশেষ বিধান রাখা হোক	৯১৭
	কাউকে ছোট বা হেয় করা যাবে না। কারো অধিকার হরণ করা যাবে না	৩০৯
	সংখ্যালঘুসহ যারা নিজেদের বুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত করে আসছে তাদের নিরাপত্তা ও বিকাশকল্পে পৃথক অনুচ্ছেদ থাকতে হবে।	৪৪৩
	বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষা করা হোক	২০২
	পার্বত্য শাসন বিধি ১৯০০ একটি জাতি গোষ্ঠিকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাই এখানের সকল জাতিগোষ্ঠী সর্বপরি, সমগ্র বাংলাদেশের আইন একটাই হওয়া সমুচিত। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে স্থায়ী সনদপত্র, রাজা বা মং সার্কল, হেডম্যান প্রথা বাতিল করে দেশের অন্যান্য জেলার মত করে সাবরেজিস্টার নিয়োগ, হেডম্যান-এর স্থলে তফসীলদার নিয়োগ দেয়া।	১০
	কোন ধরনের কোটা থাকবে, না শূন্য কোটা থাকতে হবে। দেশে মেধার ভিত্তিতে সবকিছু হতে হবে।	২৯০
	বৈষম্যহীন সমাজ বাস্তবায়ন করা হোক। কোন প্রকার বিভাজন ও বৈষম্যের ঠাই যেন না হয়।	১০৯০
	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য সম্পদের ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করা।	৭৬৯
	সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট আসন বরাদ্দ, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন, সকল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাদের বিরুদ্ধে ঘটিত সহিংসতার বিচার করা, মন্দির সমূহের জমি মন্দিরকে ফেরত দেওয়া, চাকরী ক্ষেত্রে কেনো বৈষম্য না করা।	১২৩৯
	সংবিধানে ধর্মীয় সুরক্ষা নিশ্চিতের বিধান প্রণয়ন করে ভিন্ন মতের মানুষের জন্য সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করা অতীব জরুরি বলে মনে করি	
	সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা	৫৭
	সকল ধর্মের মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ধারণা বাতিল করতে হবে।	
	সংবিধানে আদিবাসী স্বীকৃতি দিলে সংবিধান আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন হবে।	৪৪
	যাবতীয় কোটা পদ্ধতি বাতিল(স্থায়ীকরণ) এবং ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা তালিকা করে বাতিল নিশ্চিত করা।	৮৮
	সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে	১৭৭
	সংবিধান সংস্কার করে বাংলাদেশের বসবাসরত ত্রিপুরাদেরকে আদিবাসী, উপজাতি কিংবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে ত্রিপুরা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করছি। কেননা আমরা সবসময় ত্রিপুরা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি। আমাদের পরিচয় কখনও আদিবাসী, উপজাতি কিংবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হতে পারে না। একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় কখনও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না।	২

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	সংবিধানে ধর্মীয় সুরক্ষা নিশ্চিতের বিধান প্রণয়ন করে ভিন্ন মতের মানুষের জন্য সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করা অতীব জরুরি বলে মনে করি	১২
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন. মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের একটি খুব বিশেষ সম্প্রদায় দেখার চেষ্টা করুন, যাদের সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে	৩৪
	প্রতিবন্ধী আইন প্রণয়ন করতে হবে	১৭
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এবং রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পাঁচটি আসন বরাদ্দ দিতে হবে।	২৯

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
কাউন্সিল	গবেষক শ্রেণীর সমন্বয়ে একটি জাতীয় কাউন্সিলের ব্যবস্থা রাখা যারা সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে।	৫
	ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সংবিধানে বিধান রাখা হোক	১৩৪
	সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করতে হবে	৪১

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
সংবিধানের মূলনীতি	গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ বিষয়গুলো রাখতে হবে	৬১৩
	যে ৪ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা বজায় রাখতে হবে	১০৯৮
	সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে	১৬৩৩
	শরীয়ত সম্মত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।	৩১৭৭
	সাম্য, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ, সামাজিক ন্যায় বিচার এবং কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হোক	৫
	সংবিধানের মূলনীতি হোক আটটি বিষয়: সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, গণপ্রতিরক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দেশীয় শিল্প-কৃষি-বন-নদী-বন্দর রক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা	৩৪
	শুধুমাত্র গণতন্ত্র হবে সংবিধানের মূলনীতি	৪৩০
	মৌলিক অধিকারগুলো সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে	১৩৪৭
	ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করতে হবে	৪১৩৫
	ধর্মনিরপেক্ষতা রাখতে হবে	১৬০৯
	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জরুরি	৭০
	সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এক সাথে থাকতে পারে না	১৮৩৬
	মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে	৩১১২
	মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র রাখতে হবে	৬৯৪
	বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন সংখ্যালঘু, আদিবাসী, শ্রমজীবী, নারীদের জন্য বিশেষ অধিকার ও সংরক্ষণ।	১৪
	২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করতে হবে	৭৫৫
	মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি ২৪-এর আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় করতে হবে	৫০৫
	নারী-পুরুষের সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে	৩৬৪
	সংবিধানে নারী অধিকার, নারী কোটা, সংখ্যালঘু, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হোক	৮৭৮
	সংবিধানে উল্লেখিত অধিকারগুলোর স্পষ্ট ভাষায় সংজ্ঞা থাকা উচিত, যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। এগুলো লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট শাস্তি এবং প্রতিকার ব্যবস্থা সংযুক্ত করা প্রয়োজন।	৬৬
	ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে/ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে	৭৭
	রাষ্ট্রের মূলনীতিতে ইসলামী মূল্যবোধ সংযোজন করা। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা।	১৭০৯
	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হতে হবে	১০৫০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
আইন	আইন ও প্রশাসন সবার জন্য সমান নিশ্চিত করা হোক	১৭৮৩
	ইসলামী আইন ও অনুশাসন বাস্তবায়ন/ ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন/ শরিয়াহ আইন অনুসরণ করুন	৩০৯৮

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	কুরআন ও সুন্নাহ অথবা ইসলামের আলোকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সকল আইন ইসলাম ধর্মানুযায়ী হতে হবে	২০৮৭
	কোরআন, সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন বা রাখা যাবে না	৪৭০০
	ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সংবিধান সাজানো হোক। দেওয়ানী আইন (১৮৮০/১৮৮৬ সালের) ও ফৌজদারি আইনী দীর্ঘসূত্রতা কমাতে অনতিবিলম্বে যথাযথ, কার্যকর ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে তৎপরতা দরকার	৬০৩
	মুহাম্মদ (সা:) সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হোক। নবীকে অবমাননা করলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। মহামানব রসুল(সঃ) এর কটুক্তি করলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা।	৩০৯১
	যেকোনো ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	৯৮০
	ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে	৪৪
	সকল নিষিদ্ধ কাজ ও নিষিদ্ধ পণ্য পুরোপুরি উৎপাদন এবং ব্যবসা লাইসেন্স বাতিল করতে হবে	৩৪৫
	সিন্ডিকেটের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হোক বা সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হোক	৩৪৫
	মধ্যস্থতোভোগী বিলুপ্তিতে আইন জারি করতে হবে	১৭৯৩
	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করা হোক	৬০
	মাদক জুয়া পতিতাবৃত্তি, ঘুম, দুর্নীতি থেকে শুরু করে সমাজের জন্য ক্ষতিকর সকল অন্যায্য কাজকে নিষিদ্ধ করতে হবে	১৪০৯
	চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অন্যের সম্পত্তি দখল বন্ধ করা হোক	৩৪
	ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধে আইন থাকতে হবে	১৭
	কোনো রাজনৈতিক দল যেন আইনের অপব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে	৩৯
	আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী ব্যক্তিগত জিনিস চেক করতে পারবে না না যতক্ষণ না সেটি দিয়ে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, এমন আইন চালু করা দরকার	৪১২
	মানি লন্ডারিং আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা	৮১
	ধর্ষণের এক এবং একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জোর দাবি জানাচ্ছি।	২০০
	নতুন সংবিধানে সেনাশাসন বা রাষ্ট্রপ্রধানদের গুণহত্যার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা থাকতে হবে।	১
	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অধিকার নিশ্চিত করতে ডিজিটাল যুগের উপযোগী ধারা সংযুক্তি।	৯৯
	ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ আইন বাস্তবায়নে সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হোক	১
	ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করতে হবে	১০০৮
	জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল আইন বাতিল করা হোক	৬৫৯
	সব কালো আইন বাতিল করা হোক	১৩৫০
	৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে	৫০৫
	কোনো ব্যক্তি বিশেষের সুরক্ষা আইন থাকলে রহিত করতে হবে।	১১১
	দেশের বেশিরভাগ আইন বিদেশীদের ছত্র-ছায়ায় তৈরি এসব আইনের বাস্তবিক প্রয়োগে এখন জটিলতা দেখা দিচ্ছে, এজন্য বিদেশীদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আইনকে হতে হবে কঠোর যাতে অপরাধি অপরাধ করার আগে বারবার ভাবে। চুরির শাস্তি হাত কাটা, হত্যার শাস্তি ফাঁসি।	১
	ছইসেল ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়া হোক	৬০
	দেশের সকল নাগরিককে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ এর আইন সংবিধানে যুক্ত করা হোক।	১৫৬০
	সমকামিতা, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, পর্নোগ্রাফি-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন সংবিধানে যুক্ত করা হোক	৮১০
	বিডিআর হত্যার বিচার করার আইন প্রণয়ন করা। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানসহ পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা এবং এ অঞ্চলের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে স্থায়ী আইন প্রণয়ন।	১১
	দেশের টাকা কোনো এমপি,মন্ত্রী বিদেশে পাচার করতে পারে না, সেসব বিধান প্রণয়ন করতে হবে।	১২০১
	পুরাতন আইন পরিবর্তন করে কার্যকরী আইন করতে হবে, শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।	১২
	জাতীয় সংসদে আইন পাসের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাতিল করে সকল দলের মধ্যে থেকে সংসদ সদস্য নিয়ে ভোটভুটি করতে হবে।	৪২
	বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে ১৮ থেকে ২০ বছরের ভিতরে ছয় মাসের বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং এর জন্য একটি আইন করা হোক	১৭৮২
	আইনের সেবা ও বিচারের ক্ষেত্রে সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ বাঁধা হলে তা সংস্কার করা হোক	১৫৪
	আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।	১১

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে এ ধরনের আইনানুগ বৈধতা ধর্ম অবমাননা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।	১
	বন্যপ্রাণী ও পশুপাখিদের উপর সহিংসতা বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে।	২২
	সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আইন থাকতে হবে।	১৪৯২
	গণহত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আইন করতে হবে	৬৫
	জনগণের জন্য ক্ষতিকারক সকল আইন বাতিল করতে হবে	৩৩
	বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে	৬৮১
	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আরো কঠোর করা হোক	৪৬
	শ্রম আইন ঠিক করা হোক	৪০৮
	প্রবাসীদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করা হোক	১২০৯
	নারী নির্যাতন আইনের মতো পুরুষ নির্যাতন আইন রাখা	৬৬
	দাঙ্গা বন্ধে আইন চাই।	১
	ব্যাংক কোম্পানি আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে	১১
	সরকার জনগণকে সকল তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে	৫
	এমন একটি অ্যাপ দেশের জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হোক যার মাধ্যমে সকলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে নথিভুক্ত থাকতে পারে	২
	ভুল চিকিৎসায় মারা গেলে চিকিৎসকের দণ্ডের বিধান অথবা এ বিষয়ে যৌক্তিক আইন প্রণয়ন	৫
	কোনো ব্যক্তির অপরাধের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাবে না	৬৫
	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা তৈরি করতে হবে	৭০৮
	প্রতিটি আইন জনমতের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে	৪৫৩
	পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় রাজনৈতিক পরিচয় এর আইন রাখা যাবে না	৭৭
	ইন্টার ফেইথ মিনিস্ট্রি থাকবে	৫
	দেশের বাইরে দেশবিরোধী কাজে যুক্তদের বিচারের ব্যবস্থা করা	৫০
	সামরিক শাসনের আইন রাখা	৪৫
	আইন প্রণয়নে মজলিস আল সুরা পরিষদ গঠন করতে হবে	২৭৬
	দেশে কালো টাকা উপার্জনকারীদের মৃত্যু দণ্ড দেয়া হোক	১৯
	পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার আইন এবং পাচারকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	৯৮১
	যে কোন অপরাধের বিচার ৩ মাসের মধ্যে হতে হবে। বিচারক বা বিচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তির দুর্নীতির সাজা তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড হবে	৮৯৫
	রাষ্ট্রের আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণ থাকবে এবং সেই প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী শাখার প্রধানের কোনো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা থাকা উচিত নয়	২
	যেকোনো ধরণের অটোমেটিক বা সেমি অটোমেটিক এসল্ট রাইফেল, সাবমেশিনগান ইত্যাদি আন্দোলনরত কোনো সাধারণ মানুষের উপর ব্যবহার করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে প্রটেক্টেড গিয়ার সহ "দাঙ্গা পুলিশ" মোতায়েন করা হবে এবং আন্দোলন যদি সহিংস পর্যায়ে পৌঁছায় কেবল তবেই অস্ত্র সহ পুলিশ মোতায়েন করা যাবে।	৪
	দেশকে বিভক্ত করার শাস্তির বিধান রাখতে হবে।	২
	সরকার প্রধানের উপর বাংলাদেশ সরকারের স্টেকহোল্ডার এর একটা অংশ অনাস্থা আনলে তার উপর গনভোটের আয়োজন করতে হবে। প্রতিবেশি যেকোন দেশের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ হবে প্রথম নীতি। ২. আমাদের ভবিষ্যৎ সংবিধানে এমন কিছু ধারা থাকতে হবে যা হবে সম্পূর্ণ প্রটেক্টেড। যেগুলো কেবল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে। আর সেই গণভোট টি হতে হবে সেনাবাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। তাহলেই যেকোন দলীয় সরকার চাইলেই সংবিধান পরিবর্তন করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে না।	৪
	সংস্কার করা কোন আইন লিপিবদ্ধ করতে হলে, উচ্চ আদালতে অনুমতি থাকা দরকার	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
পুলিশ	পুলিশ বিভাগকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা	১৯৫৫
	পুলিশ কমিশন গঠন করে পুলিশকে পুরোপুরি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। পুলিশ, প্রশাসনের জন্য আলাদা কমিশন বা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে	১০৯৮

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রেখে অন্য কোনো অরাজনৈতিক অথোরিটি (যেমন বিচার বিভাগ) অধীনে রাখা অথবা সম্ভব হলে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।	৯৮৬
	পুলিশের পোষাক ব্যতীত বা অডিও রেকর্ডিং ও বডি ক্যাম রাতের বেলায় কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই এরেস্ট ওয়ারেন্ট থাকতে হবে।	২০
	পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল	২৩২
	পুলিশবাহিনীকে একটি পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ বাহিনী যেন সরকারি দলের আঞ্জা বহন না হয় সে ব্যবসায় নিতে হবে।	১৬৫
	পুলিশবাহিনীর সংস্কার করা হোক। পরিচালনায় স্বাধীন কমিশন গঠন করা হোক। পুলিশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে	৭৫৫
	পুলিশ সদস্যদের প্রতিবছর আয় ব্যয় ও সম্পদের হিসাব দিতে হবে এবং তা যথাযথ যাচাই-বাহাই করতে হবে	১৪৯০
	রাজনৈতিকভাবে পুলিশকে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে	৪৪
	পুলিশ এর অস্তিত্ব না রাখা হোক	১৩
	পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল	৬৭১
	র্যাব এর অস্তিত্ব না রাখা হোক	৩
	আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে	১০৯
	আইন প্রশাসন ও সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা	১৮৯
	বিজিবিকে স্বাধীনতা দিতে হবে	২

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
বিচার বিভাগ	বিচারকদের প্রতিবছর আয় ব্যয় ও সম্পদের হিসাব দিতে হবে এবং তা যথাযথ যাচাই-বাহাই করতে হবে	৩৭
	স্বাধীন বিচারবিভাগ চাই। স্বাধীন বিচার বিভাগ মন্ত্রণালয় হোক। বিচারবিভাগের জন্য স্বাধীন কমিশনের বিধান রাখা হোক	২৮৪০
	বিচারবিভাগীয় মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় প্রয়োজন।	১৩৪০
	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনঃস্থাপন।	১৬৮০
	বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে	২০৪৪
	বিচার বিভাগ নিয়োগ কমিটিতে সাবেক একজন বিচারপতি, একজন আইনজ্ঞ এবং বিরোধীদের নেতা এবং সরকার প্রধান থাকবেন। যদি প্রয়োজন হয় সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।	১
	শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা জরুরি	৩৫৩
	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চাইলে অবশ্যই নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে সূপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট বিচারকদের দুর্নীতি রোধে আলাদা গোয়েন্দা বিভাগ চালু করবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে কর্তন আইনের আওতায় এনে সাজার ব্যবস্থা করবে।	১
	আইন ও বিচার নিরপেক্ষ হতে হবে	১৩০৭
	প্রত্যেক বিচার ও তদন্ত কাজ ১ মাসের মধ্য শেষ করার ব্যবস্থা করা হোক। প্রমান ও আলামত পাওয়ার পর সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গুরুতর অপরাধীকে ২ কার্যদিবসে বিচার কার্যকর করার বিধান করা হোক।	১
	বিচার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে	১০১৪
	অন্যায় বিচার ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের যথার্থ বিচারের ব্যবস্থা করা। বিচারকদের মিথ্যে/ভুল বিচারের জন্য বিচারের মুখে মুখি করার আইন করতে হবে।	৪০
	বিচারব্যবস্থায় জুরি সিস্টেম করা উচিত	
	যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে স্বাধীন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	১০২০
	খাদ্যে ভেজাল কারীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে হবে	৩০৭
	প্রতিটি জেলায় একটি করে শরীয়াহ কোর্ট চালু করা হোক। কেননা এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলিম। লন্ডনের মতো একটি অমুসলিম দেশে যদি পাশাপাশি শরীয়াহ কোর্ট থাকতে পারে তবে মেজরিটি মুসলিম এর দেশে কেন নয়!!!	৩৬০
	নির্বাহী, বিচার বিভাগ ও সংসদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সংবিধানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।	৫
আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিজস্ব স্বাধীনতা থাকবে। কেউ কারো কাজে বাধা দিতে পারবে না।	১	
আন্তঃসীমান্ত দুর্নীতি ট্র্যাক এবং বিচার করতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করা।	১	
মানুষ যেন চাইলেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদেরও প্রশ্ন এবং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।	৫	
আদালত বিচার কার্যের ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে	১৭৯০	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদি সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকবে	৩৪
	বিচার বিভাগ ও নির্বাচন সচিবালয় পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করা। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মত বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গ হাইকোর্ট ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা।	১
	স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন চাই। নিরপেক্ষ লোক নিয়োগ দিতে হবে	১০৮২
	বিচারবর্হিত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে/ গুম বন্ধ করতে হবে	৪২৪
	বিচারবিভাগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, প্রত্যেকটি মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা বেধে আইন পাস করা উচিত	২৩৯
	প্রধান বিচারপতির পদ সরকারের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে	৯০
	প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলোর মতামত নেয়ার বিধান সন্নিবেশিত করতে হবে	৭৯
	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ভোটে প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করতে হবে, অন্য বিচারক নিয়োগ হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। নিম্ন আদালতের বিচারকদের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, অবসরের বয়স ৬২ বছর	১
	সকালের সমান, ন্যায্য, সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার নিশ্চিত হোক	৪০০
	নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদি সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।	১২৮৯
	আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে	৬৬
	মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে মামলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	
	যেকোনো অপরাধের শাস্তি যেন উন্মুক্ত মঞ্চে জনসম্মুখে প্রদান করা হয়। ফলস্বরূপ জনমনে অপরাধ করা সম্বন্ধে উত্তির সঞ্চর হবে এবং অপরাধ প্রবনতা কমে যাবে বলে আসা রাখছি।	২২
	প্রত্যেক মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা বেধে দিতে হবে	১৫৪
	সংসদ কর্তৃক বিচারপতি অভিঃসনের ক্ষমতা বাতিল করতে হবে	৯১
	নির্বাচন কমিশন এবং বিচারবিভাগ দুটাই সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপের বাইরে রাখতে হবে এতে করে দুটোই নিজস্ব দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবে।	১০
	প্রথমেই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী থেকে বিচারপতি নির্বাচন বন্ধ করতে হবে। কারণ এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উপায়ে হয়ে থাকে। এছাড়া প্রধান বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্বে থাকবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। এ কাউন্সিলের সদস্যরা হবেন কর্মে প্রবীণ ১০ জন বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির কাজে কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে এমনকি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীও নয়। শুধুমাত্র সুপ্রিম কাউন্সিল তাঁর বিরুদ্ধে কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।	৩
	দেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রীসহ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিতে হবে।	৪৫৫
	সকল কমিশন থাকবে রাষ্ট্রপতির অধীনে	২২০
	ঘুসখোর চাঁদাবাজ টাকা পাচারকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যু দণ্ড দিতে হবে	৩০১
	আমাদের সরকার ব্যবস্থা দুই এর জায়গায় তিনভাগে বিভক্ত করণ এবং সকলকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া, Executive, Legislative এবং Judiciary এই তিনটি ক্ষেত্রকে স্বাধীন করে দেওয়া।	১
	দুর্নীতির জন্য মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ও দশ-বিশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান থাকতে হবে। সংবিধানের কোথাও এর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।	৮৭

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
দুর্নীতি	দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কঠোর আইন এবং কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা	২১১৮
	অসাধু/বেজাল/সিভিকিট কারবারীদের তাৎক্ষনিক কঠোর শাস্তির প্রদানের আইন, নাগরিক সুবিধা বাতিল	৫৯০
	দুর্নীতিগ্রস্তদের পরিচয় প্রকাশ্যে থাকবে।	৩৪৭
	নিম্নপদের কর্মচারীর দুর্নীতি প্রমাণ হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা লাগবে।	৬৭১
	কোন বিভাগের প্রধান দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকলে ছয় মাসের বেতন বন্ধ এবং সাথে সাথে নিম্ন পদে নিয়োগ।	১২৪
	দুর্নীতি নিমূল করার জন্য সাংবিধানিক কাঠামো প্রণয়ন	৭০
	দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক দের কালো তালিকা প্রণয়ন করতে হবে	৪১২
	ভূমি অফিসের সংস্কার করতে হবে এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে	৩৪০

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
অনুচ্ছেদ বাতিল, সংশোধন ও সংযোজন	সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২(ক) এ উল্লেখ রয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন"। অথচ সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা"। ধর্মীয় নিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও সংবিধানের শুরুতেই "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" উল্লেখ করে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে নীতি সেটি পালন করা হচ্ছেনা বলে আমি মনে করি। উপরন্তু একটি রাষ্ট্রের কিভাবে কোন নির্দিষ্ট একটি ধর্ম থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। আমি রাষ্ট্রধর্মের স্থানে "মানবতাবাদকেই রাষ্ট্রধর্ম" এবং সংবিধানের শুরুতে "সবার উপরে মানুষ সত্য" লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব জানাই।	৪০
	১ম ভাগের ৪(১), ৪ক, ৭, ৭ক, ৭খ বাতিল করতে হবে। ২য় ভাগের ৮,৯,১০,১১,১২ বাতিল করে মূলনীতি হিসেবে সাম্য, শ্রদ্ধা ও ন্যায়বিচার করা।	২০
	৪ (ক) ধারা, জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংক্রান্ত ধারা বাতিল করতে হবে	১৫৮৫
	৪(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত জাতির পিতার শব্দটি বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের মতো যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তাদের সকলের নাম অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।	৭০০
	জাতির পিতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ রাখা হোক	১০
	৬(২) উপধারা অনুযায়ী অন্যান্য জনগোষ্ঠিকে জোর করে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার বিধান বাতিল করতে হবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ জাতিসত্তার পরিচয় সংবিধানে স্বীকৃতি দেবে	১৬২
	৬ ধারা বিলুপ্ত, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এর ক্ষমতা ভারসাম্য, নির্বাচন আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিষয় ইনক্লুড করতে হবে।	১৫৩৯
	৭/ক ও ৭/খ বাদ দিতে হবে	২৫৭৬
	৭ম ভাগ থেকে ১১তম ভাগ সব পরিবর্তন করতে হবে	১১
	জাতীয়তাবাদ (অনুচ্ছেদ-৯)ঃ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখ রয়েছে যে, "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি"। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষও অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এখানে তাদের সেই অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। এবং ঐক্য ও সংহতিও বাঙালী জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে- সে কারণে বাঙালী ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ তাদের সাথে বৈষম্য এবং সংবিধানে তাদের অন্তর্ভুক্তি না করে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করে।	৭৮২
	বাংলাদেশ একক জাতিসত্তার দেশ নয়। বাঙালি ভিন্ন আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৫০টির মত জাতিসত্তা রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের সকল জনগণকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় করানো মানে অপরাপর ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে অস্বীকার করা। সকল জাতিসত্তার কথা স্বীকার করে অনুচ্ছেদ ৯ সংশোধনের দাবী জানাচ্ছি।	৫৬০
	সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের পনেরো (১৫) তম অনুচ্ছেদের (ক) তে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা সহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ব্যাকটি সংশোধন করে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকার রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।	৭৮৬
	সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে ১৬ক অনুচ্ছেদ হিসেবে "কৃষি আধুনিকায়ন ও সমন্বয়" যুক্ত করা	২০৮
	১৭ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে	৫০
	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি (অনুচ্ছেদ ২৩(ক)ঃ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল জাতিসত্তাদের চাওয়া "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ বিশেষ দ্রষ্টব্য।	৫৫
	৩৩ ও ৬৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে	১০
	৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাজনৈতিক পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি না করার বিধান যুক্ত করতে হবে	২
	সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ ধারা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে, রাষ্ট্রপতিকে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন করতে হবে।	৫৪
	৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে সরকার পতনের সুযোগ না রেখে অন্যান্য ক্ষেত্রে ফ্লোর ক্রসিং অর্থাৎ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা (প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে ফ্লোর ক্রসিং এর ব্যবস্থা রাখা)	৩০৯
	৭০ অনুচ্ছেদ পুরোপুরি বাতিল করা হোক বা সংশোধন করা হোক। ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতিতে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছাড়া বাকিরা সবাই বেসরকারি সদস্য। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতেও এটি আছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছাড়া বাকি সব সদস্যের সমন্বয়ে সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে সংসদে ভূমিকা রাখেন। মন্ত্রী বাদে সরকারি ও বিরোধী দলের সব সদস্য একক ও যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করলে সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এখানে বাধার সৃষ্টি করছে। ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সরকারি দলের সব প্রস্তাবই সংসদে গ্রহণ করা হয়। যা স্বৈরাচার পুনর্বাসন ও নতুন স্বৈরাচার তৈরীতে সহায়তা করবে। ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত বা সংশোধন করে সরকার পতনের সুযোগ না রেখে ফ্লোর ক্রসিং অর্থাৎ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার সুযোগ রাখা। প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত ব্যতিত অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। (দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে)	২০৭২
	সংবিধানে ৭১ অনুচ্ছেদ বাতিল করে একজন ব্যক্তির একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দিতার বিধান বাতিল করতে হবে	৬১৯
	সংবিধানের ৯৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ অবিলম্বে পরিবর্তন করেই সেখানেই স্বাধীনভাবেই সুপ্রিম কোর্টকেই ক্ষমতা দিতেই হবে এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের সঠিক প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট করতেই হবে।	৩
	২য় পরিচ্ছেদ, (৩)প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অযোগ্য করিবে না। উত্তরাধিকার শব্দের পরিবর্তে অন্তর্বর্তী বা ভারপ্রাপ্ত লিখলে ভালো হবে।	৪৩৫

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	সংবিধানের ৩য় ভাগের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ এবং আইনের অপ্রয়োগ করে বাকস্বাধীনতা হরণ বন্ধ করতে হবে।	৭৮
	ঘোষণা ও লক্ষ্য"(অর্থাৎ প্রস্তাবনা থেকে তৃতীয় ভাগ)- এর সাথে বাস্তবায়ন পদ্ধতির(অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ থেকে শেষ) যে বিশাল বৈপরীত্য রয়েছে তা দূর করে ঘোষণা ও লক্ষ্যের সাথে বাস্তবায়ন অংশকে সঙ্গতিপূর্ণ করা। এ জন্যে সংবিধানের ৩২,৩৩,৩৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৮২-৯২, ৯৫-৯৭, ১০২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৮-১২৭, ১৩৩-১৩৬, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ও ধারাসমূহের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে।	৬
	১১৫ ও ১১৬ আর্টিকেল পুনর্বহাল করতে হবে।	৭
	অনুচ্ছেদ ১২০ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে হবে।	৪০৩
	সংবিধানে গণভোট সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা উচিত	৮৪১
	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার অ্যাঙ্ক, বঙ্গবন্ধু পরিবার সুরক্ষা আইন বাতিল করতে হবে	৬৯
	সংবিধান এর ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত " এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদ এর (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের ১ দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাতিত রাষ্ট্রপ্রতি তাহার অন্য সকল দায়িত্বব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন" ধারা বাতিল করা হোক	৫
	৬ষ্ঠ ও ৭ম তফসিল বাতিল,	৫৪০
	১৫ ও ১৬ সংশোধনী বাতিল করতে হবে	৯০৫
	পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলসহ সংবিধানের জনবিরোধী ধারাগুলো বাদ দেয়ার সুপারিশ করা দরকার	৫৫০
	সকল নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশ বাতিল করা হোক	৭৮৩

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
বিবিধ/অন্যান্য	নেতা পরিবর্তন হলেও নীতি যেন অপরিবর্তিত থাকে সেই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংবিধানে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।	১
	সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে	
	পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা	১
	রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, জন মানুষের স্বার্থ রক্ষা, মানুষের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিতকরণ।	১
	পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা, অর্থাৎ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করা নতজানু অবস্থা না থাকা।	
	পররাষ্ট্রনীতি এমন ভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেন সরকার পরিবর্তন হলে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন না হয়	
	রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কঠোরতার অবলম্বন করতে হবে	
	নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করে শক্তিশালী ও যুগোপযুগি পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে	
	সেনাবাহিনীর সংস্কার জরুরি। বাহিনীর সৈনিকরা নানাভাবে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত, যা দূর করা প্রয়োজন	১
	সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়ে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা।	
	সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকদের সুযোগ সুবিধা আর অফিসারদের সুযোগ সুবিধা অনেক সময় অনেক পার্থক্য দেখা যায়, এটা কাছাকাছি আনা।	
	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সেনাবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	
	দেশের যেকোন ছমকি মোকাবেলা করার জন্য একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী বা সমমান ছাত্রছাত্রীদের সেনাবাহিনী দ্বারা মৌলিক প্রশিক্ষণ (যাহার মধ্য দেশ প্রেম, সামাজিকতা, ট্রাফিক রুলস, ফ্যামিলি বন্ধন, মানবিকতা, মানসিকতা, কায়িক পরিশ্রম বিষয় এর মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে)।	
	গণঅভ্যুত্থান বা নাগরিক অভ্যুত্থানের বৈধতা দেওয়া হোক	
	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিচারণে ও সম্মানার্থে সংবিধানের প্রথম পাতায় শহীদদের জন্য উৎসর্গ করা একটি অঙ্কন থাকবে যা হাজার মানুষের রক্তের ইতিহাসকে এক পলকে ফুটিয়ে তুলবে।	
	গণঅভ্যুত্থান না নাগরিক অভ্যুত্থান বৈধতা দেওয়া (দায়মুক্তি)	
	মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন	
	প্রতিটি বেকারকে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে	
	বেকার ভাতা চালু করতে হবে	
	বেকারত্ব দূরীকরণে সরকারিভাবে বেকারদের ভাতা প্রদান করতে হবে যাতে করে সরকার বাধ্য হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।	
	শিক্ষিত বেকারদের জন্যে বেকারভাতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।	
	গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতি গ্রহণে গণভোটের বিধান রাখতে হবে	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন।	১
	সারা বাংলাদেশে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো দরকার। তার জন্য যা যা করণীয়, বা বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করা দরকার...গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত।	২
	সুদমুক্ত ব্যাংকিং চালু করা হোক	১
	নাগরিক নৈতিকতা /সচেতনতা তৈরী	১
	পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের বিধান বাতিল করা হোক	১
	মানুষ ইসলামিক জঙ্গিবাদ যেন চায় না, তেমনি গণতান্ত্রিক জঙ্গিবাদও চায় না।	১
	৮ম পাসের পরই বিদ্যালয় কর্তৃক কাজের চয়েজ লিস্ট দিতে হবে; সেখান থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থী কর্মমুখি কাজ বেছে নিবে।সপ্তাহে ২ দিন সে প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে কাজে হাজিরা দিবে ও কাজ করবে।	১
	সকল দেশের সাথে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক থাকবে	১
	বাংলাদেশ থেকে সকল অনলাইন ক্যাসিনো বন্ধ করা হোক, এটাতে আশঙ্ক হয়ে যুব সমাজ ধবংস হয়ে যাচ্ছে।	১
	বয়স্কদের পেনশন চালু করতে হবে।	১
	যৌন পেশা বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক	১১
	ইলিশ মাছ কুটনীতি বন্ধ করতে হবে,	১
	সরকারি ও বেসরকারী সকল কর্মীর সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সমান হবে। এমনকি সাপ্তাহিক ছুটি ও।	১
	রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিটি সেক্টর যেন জনবান্ধব হয় এবং সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীর জবাবদিহিতার আওতায় থাকে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে	১
	যে বিষয়সমূহে ইসলামের সরাসরি মতামত রয়েছে সে বিষয়ে সেটাই কার্যকর রেখে সংবিধান করা উচিত।তবে যে বিষয়ে ইসলামের সরাসরি কোনো মতামত পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে ইসলামেরই একটি ধারা ইজতিহাদ করে যুগের সাথে মিলিয়ে উত্তম ব্যবস্থা বের করে সংবিধান তৈরী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে থিওডেমক্রেস (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদর ধারণা) কে প্রয়োগ করা যেতে পারে।	
	জনগণের উপরে দমন-পীড়ন রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ বলে বিবেচিত হতে হবে। আপনার বাংলাদেশী বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত শিক্ষিত- দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে এই কমিশনে সরাসরি বা আনঅফিশিয়াল যুক্ত করুন।	১
	সংবিধানে এমন কোন আইন বা এমন কোন কিছু সংযুক্ত করা যাওয়া হোক যাতে করে বিদেশি বা বিশেষ করে ভারতীয়দের এদেশে কাজের সুযোগ সীমিত হয়	১
	দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা সংবিধানের যে আইনের ভিত্তিতে প্রচালিত হয়, তা সংস্কার করা। বিশেষত নাগরিকদের গুম ও রিমান্ড, গ্রেফতার করার এখতিয়ার কতটুকু, তা আইনে স্পষ্ট করা। বর্তমানে এসব সংস্থা কেবল প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ। জনগণের কাছে কেন নয়। জনসম্মুখে প্রকাশও করা হয় না তাদের কার্যক্রম। বর্তমান আইনে বিরোধী রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাদের নজরদারি করার এখতিয়ার রয়েছে, এটা বাতিল করা।	১
	তরুণদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।	১
	আওয়ামী লীগ সরকারের সকল ফ্যাসিস্ট কার্যক্রম বাতিল করা হোক	১
	সংবিধানে সরকারি ও ব্যাংকের অর্থ লুণ্ঠন কারীদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা উচিত।	১
	সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' বাতিল করতে হবে। এখানে সংশোধনের অবকাশ নাই। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে না। সরাসরি বাতিল করতে হবে।	
	বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়স ১৮ এবং মেয়েদের বয়স ১৬ করতে হবে	
	দেশের ৮০% মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানে না।একটি প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে সারা বছরই ক্রমান্বয়ে এদেশের প্রতিটা গ্রামে/শহরে সভা/সেমিনার করে নাগরিকদের তাদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে এবং এসব অধিকার লজ্জিত হলে কোথায় কোথায় যেতে হবে, কোথায় অভিযোগ করতে হবে সেটা সাধারণত মানুষকে জানাবে।	
	আমার মতামত সরকারি ওয়েব সাইটে জানাতে পারছি ঠিক এই ভাবে যেনো আমার যে কোনো নাগরিক অধিকার সরকারকে জানাতে পারি এবং সরকার কে সেটা মূল্যায়ন করতে হবে।	
	বিভিন্ন দেশে দেখা যায় নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি অতীত গোপনীয়তার সাথে রক্ষা করা হয়,যেমন তাদের মোবাইল ফোন,মানি ব্যাগ,পকেট কিংবা বাড়ি এসব বিষয়াদি সমূহ হাই কোর্ট কিংবা কোর্টের দালীলিক আদেশ ব্যতীত কোনভাবেই যেন হেনস্থা করা না হয়।	
	যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি দ্বারা সুদমুক্ত সহায়তা দিয়ে নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হয়ে যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এই ব্যবস্থা করা হোক।	
	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্থাপনা রাষ্ট্রের নামে নামকরণ করতে হবে, কারো ব্যক্তি বা কারোর পরিবারের সদস্যদের নামে নামকরণ এবং মূর্তি বা ভাস্কর্য করা যাবে না।	
	১. একটি কর্মকমিশন না রেখে একাধিক (২টি) কর্মকমিশন গঠন করা যেতে পারে। এতে নিয়োগ পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা কমবে। ২. কর্মকমিশনের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ থেকে অন্তত একজন সদস্য যেন থাকেন তা নিশ্চিত করা উচিত।	১

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	<p>আলাদাভাবে ইসলাম কে এড্রেস করতে হবে। ইসলামের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্কুল গুলো কে স্বীকৃতি দিতে হবে। ADR কে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা দরকার। বিশেষ করে বড় বড় ও সার্বজনীন ইসলামিক স্কলারকে মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টনের জন্য IDR পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।</p> <p>বাংলাদেশের ইলেকশন কাঠামো একটু চেঞ্জ করা দরকার, ইলেকশন কাঠামো একটু শর্ট করে নিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। সারা বছর কোন না কোন ইলেকশন লেগেই থাকে, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা, পোস্টার, জনগণের অনেক সময় ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া স্কুল, কলেজ, বাজার, পাড়া মহল্লায়, মাইকিং এর কারণে সাধারণ মানুষের, এবং ছাত্র ছাত্রী, অসুস্থ মানুষদের অনেক ভোগান্তি হয়। তাছাড়া এত জন প্রতিনিধি দরকার নাই। এই সবগুলো বিষয় মাথায় রেখে একটা সিস্টেমের ভিতরে আনলে ভালো হয়। যদি সবগুলো ইলেকশন একবারে শেষ করা যায় সবচেয়ে বেশি ভালো হয়।</p> <p>দেশের সর্বমোট ক্ষমতা দেশের জনগণের হাত এ থাকুক। কোনো নির্বাচিত সরকারের হাতে যাতে পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে। প্রয়োজনে একটা জুরি বোর্ড গঠন করতে হবে, যারা হবে নিরপেক্ষ, এবং তারা জনগণ এর আন্দোলনের বা আহ্বান উপর ভিত্তি করে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এখন ডিজিটাল যুগ, আমরা চাইলে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনেকগুলো এপ্লিকেশন তৈরী করতে পারি। যার মাধ্যমে জনগণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপর মতামত প্রকাশ করতে পারবে, যেভাবে এখন আমি করতেছি। সাথে, সরকার এর জবাবদিহিতার বেবস্থা করতে হবে। NID কার্ড বেইজড প্রোফাইল হবে এমন এপ্লিকেশন এর মাধ্যমে আমরা এই ধরনের কার্য পরিচালনা করতে পারি।</p> <p>একক ব্যক্তির ক্ষমতার উপর দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণ না থাকলে স্বৈরতন্ত্র বা ক্ষমতার অপব্যবহার কম হবে।</p> <p>অর্থপাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া</p> <p>অস্বাভাবিক হারে সম্পদ বাড়লে সেটার তালিকা প্রকাশ করতে বাধ্য করতে হবে।</p> <p>আইন করে জনপ্রতিনিধিদের বিদেশে চিকিৎসা এবং সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে</p> <p>আদালতের বিচার কার্য ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে</p> <p>আসামি যতদিন হাজতে থাকবে, অপরাধ প্রমাণের আগ পর্যন্ত, তার পরিবারের ভরণ পোষণ গ্রহণ করবে</p> <p>ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাদ দিতে হবে</p> <p>ইন্টারনেট প্যাকেজের মেয়াদ নির্দিষ্ট হতে পারবে না মোবাইল অপারেটিং এর কোন কিছুই নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে পারবে না।</p> <p>একটি সংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যা হবে নিয়মিত বিচার বিভাগ থেকে পৃথক। এটি সংবিধানের ব্যাখ্যা, সংবিধানিক বিরোধের সমাধান এবং বিদ্যমান আইনের পর্যালোচনা করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে।</p> <p>একবারের বেশী কোনো দল ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।</p> <p>ওএসডি প্রথা সংস্কার, অপরাধ প্রমাণে শাস্তির বিধান</p> <p>ঔষধ নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে ও মূল্য কমাতে হবে (ট্যাবলেটের গায়ে দাম লিখে রাখতে হবে)</p> <p>কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে</p> <p>কর্মপত্নী নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন।</p> <p>কাগজের টাকার কোন দলীয় নেতা বা নেত্রীর ছবি ব্যবহার করা যাবে না</p> <p>কালো ধোঁয়া বের হয় এমন সকল গাড়ি নিষিদ্ধকরণ</p> <p>কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হলে তা গণশুনানির মাধ্যমে করতে হবে</p> <p>কোনো প্রকার বিভাজন ও বৈষম্যের ঠাঁই যেন না হয়।</p> <p>কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর দলনীয় অপরাধ প্রমানিত হলে তাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হবে। তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনও ৩৬ শে আগস্ট আসবে না</p> <p>ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে</p> <p>গণতন্ত্র পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দিতে হবে সাংবিধানিকভাবে।</p> <p>গণহত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারবে না</p> <p>গোপনীয় কোন চুক্তি থাকা যাবে না।</p> <p>চাঁদবাজি বন্ধ করা হোক</p> <p>জনগণের ক্ষতি না হওয়ার সাপেক্ষে অ্যালকোহল অনুমোদন দিতে হবে</p> <p>জনসাধারণের অস্ত্র ক্রয়ের অধিকার দিতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও আত্মরক্ষায় মানসিকভাবে সুস্থ ও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই সে সকল মুসলিম জনসাধারণের "অস্ত্র ক্রয় ও বহনের" অধিকার দিতে হবে।</p> <p>জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে</p> <p>দুর্গাপূজার ছুটি ৫ দিন করতে হবে</p> <p>দেশের শিল্পী ও কবি সাহিত্যিকদের জন্য সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক অনেক ক্ষেত্রেই তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে।</p> <p>দেশের সকল বড় চুক্তি জনসম্মুখে উন্মুক্ত করতে হবে</p>	১

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয় লক্ষ্য রেখে ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ২০টি সংখ্যালঘু আসন দিতে হবে।	
	নাগরিক চাইলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন	
	নির্বাচন ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক করণ বাধ্যতামূলক করতে হবে	
	নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে একটি কমিটি করা উচিত, যারা যে কোনো জাতীয় সংকটের সমাধানে কাজ করবেন।	
	নেতা পরিবর্তন হলেও নীতি যেন অপরিবর্তিত থাকে সেই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংবিধানে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।	
	পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা	
	পর্যটন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে	
	পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ড বিলুপ্ত করে পিডিবি'র মত করে ফেলা সময়ের দাবি	
	পশ্চিমা উন্নত ও শিক্ষিত দেশগুলোতে সমকামীদের বিবাহ, সামাজিক স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশেও একইরকম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।	
	পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে	
	প্রতিটি জেলায় আর্মি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা।	
	প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বলা হয়েছে যে সংবাদ বা মিডিয়াতে কথা বলার জন্য অনুমতি লাগবে এটা বাতিল করতে হবে। যে কেউ তার প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সংবাদপত্র বা মিডিয়াতে কথা বলতে পারলে অনেকাংশেই দুর্নীতি কমতে পারে কারণ তারাই জানে কোথায় সমস্যা আছে।	
	প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিশেষত ভার্সিটি ও কলেজে) সংখ্যালঘুদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ -	
	প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৫০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হোক	
	প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ	
	প্রধানমন্ত্রী যেকোনো বিতর্কিত বিষয় গণশুনানির মাধ্যমে এবং মিডিয়া'র উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সামনে স্পষ্ট করবেন	
	প্রবাসীদের একটি সরকারি সেবা ধর্মী সংস্থান থাকবে যারা শুধুমাত্র প্রবাসীদের সুযোগ সুবিধা সমস্যা সমাধানে কাজ করবে।	
	প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে	
	বয়স্ক ভাতা সংস্কার ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান	
	বাংলাদেশের সকল নাগরিক শুধুমাত্র এন আই ডি কার্ড ব্যবহার করবে শিশুর জন্মের ৭ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তার এনআইডি কার্ড করা হবে এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এন আইডি কার্ড প্রযোজ্য হবে।	
	বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ভারতের সাথে করা সকল যুক্তি বাতিল করতে হবে	
	বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক অভিলাষের পরিবর্তে জনবান্ধন হতে হবে	
	বিদেশের সাথে কূটনীতি সম্পর্ক উন্নত করতে হবে।	
	বিয়ের বয়স ন্যূনতম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে ১৬ বছর করতে হবে	
	ব্যক্তিত্ব ও পরিবারতন্ত্র থেকে যেন বাংলার জনগণ বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে	
	ব্যবসায়িক ব্যক্তির সাংসদ হতে পারবে না	
	ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে	
	ভারতের সাথে সম্পৃক্ত দালাল সংগঠন, আওয়ামী লীগ ও ইসকনকে নজরদারিতে রাখতে হবে	
	ভূমি অফিসের সংস্কার করা উচিত	
	মানবাধিকার রক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা	
	মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বন্ধ	
	মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন	
	যানজট নিরসনে ট্রাফিক নীতিমালা প্রণয়ন	
	যারা বিভিন্ন কাজ এপ্রুভ করবে (যেমন: গাড়ির ফিটনেস, জমির নামজারি ইত্যাদি) তাদের নাম এবং ফোন নাম্বারসহ বিস্তারিত থাকবে যাতে যখন ফিটনেস ছাড়া গাড়ি পাওয়া যাবে তার কাগজ দেখে যেন বোঝা যায় কে টাকা অনিয়ম করেছে।	
	যে ব্যক্তি যে ফিল্ডে পড়াশোনা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সেই ফিল্ডের উপর কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে	
	রাষ্ট্রপতি নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ থাকবে না	
	রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নাগরিকগণ স্যার বলে সম্বোধন করবে।	
	রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে	
	রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন করলেও প্রধানমন্ত্রী পদে যেন পুরুষই প্রাধান্য পান।	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	রাস্তা অবরোধ করে দলীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে	
	রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য স্বতন্ত্র সরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে তারা সহজে রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারবে প্রতি মাসে সর্বমোট রেমিটেন্সের আয় জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।	
	শেখ হাসিনা অথবা খালেদা জিয়া এই দুই পরিবারের কারো নামে দেশে কোন প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণ করা যাবে না।	
	সংসদ ভাঙা কালীন সাংসদরা ন্যূনতম ৬ মাস দেশ ত্যাগ করতে পারবে না	
	সকল অফিসে অভিযোগ বক্স অথবা সাধারণ মানুষ যাতে অভিযোগ করতে পারে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার সংবেদন তৈরি করতে হবে	
	সততা এবং সং মানুষ যেন সমাজের প্রথম সারিতে উঠে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করতে হবে	
	সপ্তাহে একদিন মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে	
	সমগ্র দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশে আলাদা প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে	
	সাংবাদিকতা করতে হলে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে	
	সামরিক দিক দিয়ে বাজেট বাড়তে হবে, সেনা সংখ্যা ৩ লক্ষতে নিয়ে যেতে হবে	
	সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উপরস্থ কর্মকর্তাদের কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বানালে ভালো হয়।	
	সিএনজি এবং মোটরসাইকেল এর জন্য নির্দিষ্ট পার্কিং ব্যবস্থা করা হোক।	
	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে পুলিশ বিভাগ কে পৃথক করতে হবে	
	হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে	
	সরকারি প্রকল্পের ব্যয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে	
	সরকারী চাকরীতে প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থী, দালাল, ও কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে	
	সরকারের সকল কাজের স্বচ্ছতা আনতে হবে	
	সরকার পরিচালনায় মন্ত্রীপরিষদ পদ্ধতি বাতিল	
	সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে	
	সমস্ত স্টেকহোল্ডার মূল্যবান, এবং কেউ এই সংবিধান থেকে অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারে না।	
	নতুন নেতৃত্ব উদ্ভবের সুযোগ বাড়ে, যা গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক।	
	সংবিধানের নাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ করতে হবে	
	সংবিধান পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্তকরণ	
	হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে	১৮
	সংসদ ভাঙা কালীন সাংসদরা ন্যূনতম ৬ মাস দেশ ত্যাগ করতে পারবে না	
	প্রধানমন্ত্রী যেকোনো বিতর্কিত বিষয় গণশুনানির মাধ্যমে এবং মিডিয়ার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সামনে স্পষ্ট করবেন	
	নেতা পরিবর্তন হলেও নীতি যেন অপরিবর্তিত থাকে সেই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংবিধানে সংযুক্ত করা প্রয়োজন	১
	জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে	
	মানবাধিকার রক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা	
	বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক অভিলাষের পরিবর্তে জনবাহিন হতে হবে	
	দেশের সকল বড় চুক্তি জনসম্মুখে উন্মুক্ত করতে হবে	
	সরকারি প্রকল্পের ব্যয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে	
	রাস্তা অবরোধ করে দলীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে	৬
	পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রাস্তায়করণ করতে হবে	১
	১৮ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সবকিছুর দায়িত্ব নেবে সরকার	
	২০২৪ এর গণ আন্দোলন কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে	
	কোন ধরনের মামলা সর্বোচ্চ কতদিন ধরে চলবে তা নির্ধারণ করে দিতে হবে	
	আদালতের বিচার কার্য ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে	
	ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাদ দিতে হবে	
	ই-পাসপোর্ট ও এনআইডি নির্দিষ্ট সময় পর পর হালনাগাদ করতে হবে। এনআইডি কার্ডে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করণ ও অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	
	একটি পরিবারে একটির বেশি ব্যক্তিগত গাড়ি থাকতে পারবে না। যদি থাকে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হবে।	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	এমফিল অথবা পিএইচডি ডিগ্রী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা হোক।	
	এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স, মাস্টার্স এর জাল রোধে কিউআর কোড ব্যবহার ও অন্যান্য নিরাপত্তা পদ্ধতি চালু করতে হবে	
	ওএসডি প্রথা সংস্কার এবং অপরাধ প্রমানের শক্তির বিধান প্রণয়ন	
	কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে	
	কমপক্ষে ৫% আসন সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দলিত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ করা	
	কর্মপত্নী নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন।	
	কোন নাগরিক চাইলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন	
	কোন নেতা বা ব্যবসায়ী বা আসামি দেশত্যাগ করলে বা দেশ থেকে পলায়ন করলে তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ করতে হবে।	
	কোন সরকার বিদেশী কোন দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি (৫ বছরের অধিক, যেমন আদানী গ্রুপের সাথে চুক্তি) করতে গেলে অবশ্যই বিরোধী দলের সম্মতি থাকতে হবে।	
	গণহত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারবে না	
	গ্রাম পর্যায়ে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে	
	যুগ্মখোর, চাঁদাবাজ, টাকা পাচারকারীদের সর্বোচ্চ শক্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে	
	চাঁদাবাজি বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং কোন দলের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির প্রমাণ পেলে রাজনৈতিক পদ বাতিল এর বিধান করতে হবে	
	জনগণের ক্ষতি না হওয়ার সাপেক্ষে অ্যালকোহল অনুমোদন দিতে হবে	
	জাতীয় নৈতিকতা অশেষণ করার জন্য শাসনতন্ত্রে ধারা সংযোজন করতে হবে	
	জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে	
	তরুণদের ন্যূনতম ৬ মাসের মিলিটারি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।	
	রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক লেনদেন ও তহবিল ব্যবহারের জন্য কঠোর নিয়ম চালু করতে হবে	
	দলের কোন লোক সরকারি বিভাগে চাকুরি নিলে দল থেকে অব্যাহতি নেওয়া ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা।	
	দেশের সকল বেসরকারি, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ কমাতে হবে এবং দেশীয় কর্মচারী/কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।	
	দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রথা, আচরণ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে	
	নাগরিক চাইলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন	
	নারীদের জন্য আলাদা আইন	
	নো ম্যান্ডেট বিধান রেখে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারকে নামানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে ট্রায়ালের মাধ্যমে	
	পর্যটন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে	
	পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ড বিলুপ্ত করে পিডিবি মত করে ফেলা সময়ের দাবি	
	পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের চাকুরি সহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সুবিধা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা	
	পুরুষ নির্যাতন রোধ ও নারী নির্যাতনের মিথ্যা হয়রানি মামলা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	
	পৃথক শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে	
	প্রতিটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট কর্ম ঘন্টা নির্ধারণ করে দিতে হবে	
	প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে) সংখ্যালঘুদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ	
	প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিশেষত ভার্শিটিও ও কলেজে) সংখ্যালঘুদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ -	
	প্রধানমন্ত্রী যেকোনো বিতর্কিত বিষয় গণশুনানির মাধ্যমে এবং মিডিয়ার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সামনে স্পষ্ট করবেন	
	বয়স্ক ভাতা সংস্কার ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান	
	বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরের পাহাড় এবং তিলা সমূহ কে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে সংরক্ষণ করতে হবে	
	বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক অভিলাষের পরিবর্তে জনবান্ধন হতে হবে	
	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ UGC কর্তৃক পরিষ্কার মাধ্যমে নেওয়া হোক	
	বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে কর্মের নিরাপত্তা সম্বলিত আইন প্রণয়ন	
	ব্যবসায়িক ব্যক্তির সাংসদ হতে পারবে না	
	ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ানো	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	<p>ব্যাক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে।</p> <p>ব্যানার মুক্ত দেশ চাই। কোন দলের কালারিং ব্যানার চলবে না।</p> <p>যদি কোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের Ads দিতে হয় তাহলে সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে করতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত খরচ বিলবোর্ড স্থানান্তর করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিলবোর্ড সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবনা থাকতে হবে।</p> <p>দলীয় ব্যানার, দলীয় ব্যক্তির পোস্টার কোন ব্রিজ বা ফ্লাইওভার এর পিলারে লাগানো যাবে না। যদি লাগায় তাহলে জরিমানা করতে হবে এবং বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিতে হবে।</p> <p>ব্রেইন ড্রেইন বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা</p> <p>ভোক্তা অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধি। পণ্য মজুদকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান, মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ, মজুদকারীদের লাইসেন্স বাতিল ও কালো তালিকাভুক্তকরণ।</p> <p>মডেল মসজিদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলীদের জন্য মডেল প্রার্থনালয় বানাতে হবে</p> <p>মাদক মুক্ত করণে পদক্ষেপ নিতে হবে</p> <p>মানবাধিকার রক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা</p> <p>মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন</p> <p>যে কোনো ধরনের ইন্সটিটিউট রাজনৈতিক মুক্ত</p> <p>যে ব্যক্তি যে ফিল্ডে পড়াশোনা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সেই ফিল্ডের উপর কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে</p> <p>রাইট টু ইনফরমেশন মৌলিক অধিকার করতে হবে</p> <p>সংবিধানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ এবং ঐতিহাসিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।</p> <p>সততা এবং সং মানুষ যেন সমাজের প্রথম সারিতে উঠে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করতে হবে</p> <p>সপ্তাহে একদিন মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে</p> <p>সমগ্র দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশে আলাদা প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে</p> <p>সরকার কোন ধরনের ইনভেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করতে পারবে না</p> <p>সরকার রিজার্ভের ৫০% এর বেশি ঋণ নিতে পারবে না।</p> <p>সরকারের সকল অঙ্গ ও সহযোগী সঙ্গঠনের স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা</p> <p>সরকারের সকল কাজের স্বচ্ছতা আনতে হবে</p> <p>সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে</p> <p>সাংবাদিকতা করতে হলে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে</p> <p>সিভিল সার্ভিস বডিতে যথাসম্ভব সাবজেক্টওয়াইজ নিয়োগের নির্দেশনা দিতে হবে</p> <p>সীমান্ত হত্যা, অবৈধ বাঁধ সম্পর্কে প্রত্যেক সরকার কে লক্ষ্য রাখতে হবে</p> <p>সুশীল সমাজ, বিরোধীদল ও অন্যান্যদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমানে আসন সংরক্ষিত রাখা</p> <p>সৈনিকদের বেতন পুণঃবিবেচনা করতে হবে</p> <p>স্টার্টআপ, ব্যবসায়ীদের জন্য UAE, Singapore এর মতো Low tax, tax free করতে হবে।</p> <p>স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের সচিবদের স্ব স্ব বিষয়ে গ্রাজুয়েশন থাকা লাগবে। যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব অবশ্যই ডাক্তার হতে হবে।</p> <p>স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত ও ঔষধের স্বল্প মূল্য নির্ধারণ করতে হবে</p> <p>হিন্দু আইনে কন্যা এবং স্ত্রী যেন সম্পত্তি পায় সেই আইন করতে হবে</p> <p>“শাসন” শব্দের পরিবর্তে “দায়িত্ব” এবং “প্রশাসক” শব্দের পরিবর্তে “সেবক” শব্দ ব্যবহার করা হবে।</p> <p>ভিআইপি জন্য রাস্তা বন্ধ করা যাবে না</p>	
বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
বিবিধ	<p>কোন প্রকার বিভাজন ও বৈষম্যের ঠাই যেন না হয়।</p> <p>মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন</p> <p>নিত্যপন্য সিভিকটকারীদের ফাঁসির শাস্তির বিধান যুক্ত করতে হবে</p> <p>সরকারি আমলাদের সন্তান স্ত্রী দেশের বাইরে থাকতে পারবে না</p> <p>কোনো পরিবারতন্ত্র থাকবে না</p> <p>সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে</p>	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন
	পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা	
	কর্মপস্থা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন।	
	সরকারের সকল অঙ্গ ও সহযোগী সঙ্গঠনের স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা	
	পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ড বিলুপ্ত করে পিডিবি'র মত করে ফেলা সময়ের দাবি	
	কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে	
	সততা এবং সং মানুষ যেন সমাজের প্রথম সারিতে উঠে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করতে হবে	
	ব্যক্তিত্ব ও পরিবারতন্ত্র থেকে যেন বাংলার জনগণ বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে	
	আইন করে জনপ্রতিনিধিদের বিদেশে চিকিৎসা এবং সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে	
	যে ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে পড়াশোনা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সেই ক্ষেত্রের উপর কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে	
	গণহত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারবে না	
	বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে কর্মের নিরাপত্তা সম্বলিত আইন প্রণয়ন	
	সরকারী চাকরীতে প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থী, দালাল, ও কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে	
	ব্যবসায়িক ব্যক্তির সাংসদ হতে পারবে না	
	স্বাধীন ইন্টারনেট কমিশন গঠন	
	দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিল	
	উন্নয়নমূলক কাজে এমপিদের সম্পৃক্ততা থাকবে না, তাদের কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা	
	উন্নয়নমূলক কাজে মনিটরিং টিম গঠন	
	শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে	
	বিদ্যুৎ খাতে ভূত্বিকির ব্যবস্থা করতে হবে	
	ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ মিটারের ভাড়া ও ডিম্যান্ড চার্জ বাতিল করতে হবে	
	বিদ্যুৎ খাতে ভূত্বিকির ব্যবস্থা করতে হবে	
	বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানির দাম কমানো ও এর সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে হবে	
	ডিজিটাল কারেন্সিতে দেশের অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে	
	স্থানীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানো	
	প্রতিটি উপজেলায় আদালত স্থাপন	
	সামাজিক বিচারের নামে মাতব্বরির নিষিদ্ধ করা	
	বাংলাদেশের সকল নাগরিক কে রেশন কার্ড দেওয়া	
	শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট ফ্রি ব্যবস্থা করা	
	শিক্ষার্থীদের জন্য সারা বাংলাদেশে ট্রেন বাস লঞ্চ হাফ পাস করা	
	২০ বছরের নিচে বাইক নিষিদ্ধ করা	
	সকল বাহিনী সংবিধান রক্ষার শপথ নিবেন সরকারের পক্ষে নয়।	
	পরিবেশগত সংকট, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি মোকাবেলার জন্য সংবিধান আপডেট করা যেতে পারে	
	আদালতে উকিলদের কোন রাজনৈতিক সংগঠন থাকবে না	
	গনভোট ব্যতিত বাইরের কোন রাষ্ট্র দেশের করিডোর ব্যবহার করতে পারবে না	
	প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ন্যায্যতা ও সমতা সম্পর্ক সমন্বয় পররাষ্ট্র নীতি মেনে চলা	
	সর্বস্তরে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করা হোক	
	জরুরী সেবা দানে বিশেষ একটি বাহিনী তৈরি করা যারা অন্য সকল বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কাজ করবে	
	পুলিশ বাহিনীর মতোই আরেকটি সামাজিক শৃঙ্খলা বাহিনী গঠন করতে হবে	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস	
বিশেষ	জুলাই অভ্যুত্থানে সকল শহীদের হত্যার জন্য দায়ি সকলকে বিচারের আওতায় আনার অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। আর শেখ হাসিনা একজন গনতন্ত্র হত্যাকারি এটি উল্লেখ করতে হবে। জুলাই শহীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পঠ্যপুস্তকে সংযোজন করতে হবে।					
	সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারুর সাথে শত্রুতা নয়" এর বিদেশ নীতি তে আমাদের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।					
	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র এবং দলনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সমন্বয়ে একটি high powerful দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হবে যারা one stop action নিতে পারবে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র ক্রম (maximum 7 working days) তদন্ত সাপেক্ষে action নিতে পারবে।					
	১. প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে যুক্ত করতে হবে শুধু সংসদে কাজ করবে। স্কুল, কলেজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান, ক্লাবের কোনো কমিটিতে তারা উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকবেন না, চেয়ারম্যান বা উপদেষ্টা থাকবেন। ২. শুষ্কমুক্ত যানবাহন পার্স বাদ, তিনি স্থায়ী কমিটির সদস্য ছাড়া কোনো মন্ত্রণালয়ে প্রভাব ফেলবেন না। এটা করলে তাদের শাস্তি হবে। ৩. সংসদের নির্দেশ ছাড়া কোনো প্রকল্প পরিদর্শন করবেন না তারা। ৪. প্রাক্তন সংসদ সদস্যরা অন্য কোনো স্থানীয় সরকার আসনের জন্য যোগ্য হবেন না। ৫. কোন ভোটের বিকল্প চালু করা হবে না। ৪৫% ভোট ছাড়া কোনো প্রার্থী পাস হবে না, আবার নির্বাচন হবে।	১	মো. আহসান কবীর	৩২৪৭	ahsan5957@gmail.com	
	সরকারি চাকুরি যারা করেন তাদের বেতন বৈষম্য যদি দূর করা যায় এবং নতুন পে স্কেল যদি দেয়া হয় তাহলে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে আসবে বলে আমি মনে করি। সংবিধানে প্রতি পাঁচ বছর পর পর বাজার ন্যায্য বজায় রেখে নতুন পে স্কেল যাতে দেয়া হয় সে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করলে অনেকটাই সুফল পাওয়া যাবে	১				
	প্রত্যেক বিভাগে হোক, দপ্তরে হোক, মন্ত্রণালয় হোক সেখানে একটা কমিশন থাকবে যেন তাদের কাজ গুলো কিভাবে সহজ করা যায়। ফলে কমিশন ভেবেচিন্তে নতুন নতুন পথ বের করবে যা জনগণের জন্য ভালো দিক টা বের করে আনতে পারবে।	১				
	১। এমপি/ মন্ত্রী / চেয়ারম্যান হতে হলে তাদের জন্য লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি চালু করতে হবে। ২। দেশে নারী নির্যাতন আইন সংস্কার করতে হবে, মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলা ক্রম নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩। জমি সংক্রান্ত মামলা ১-২ বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। ৪। বিয়ে / ডিভোর্স অনলাইন পদ্ধতি চালু করতে হবে। ৫। চাকরির পরীক্ষায় একবার টিকলে পরবর্তীতে আর পরীক্ষা দিতে হবে না এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত করতে হবে।	১	শাহাদাত	৩২৮০	shahadat3786@gmail.com	
	মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত দলিল তফসিরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৩. ভাসানি, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী এদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে ৪. নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	১			৩২৯১	mdzubayer2211@gmail.com
	প্রথমত বলতে চাই যতদিন পর্যন্ত আমরা চিন্তাভাবনায় উন্নত হবো না ততদিন পিছিয়ে থাকতে হবে। যার দরুণ দরকার শুদ্ধাচার। তাই (ক) সাংবিধানিক Rule করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে মাস্টারস পর্যন্ত একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্য থাকতে হবে যেখানে থাকবে : সততা, নিয়ম, পদ্ধতি, ধৈর্য, সহনশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহজাত ক্ষমতা, স্বকীয়তা, ন্যায়পরতা পরিশ্রম, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এবং এই বিষয়ের পাশ মার্কস করতে হবে ৫০(পঞ্চাশ)। (খ) দেশে গবেষণার ব্যাপক সুযোগ করতে হবে। মেধাবী গবেষকদের বিদেশে গবেষণা শেষে সম্মানের সাথে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে (গ) ডক্টরেটদের সাথে BCS ক্যাডারদের গুডামী বন্ধ করে স্ব স্ব অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দিন মজুর পর্যন্ত মাসিক আয়ের একটি স্থির চিত্র তৈরী করে কার্যকর করতে হবে। যেখানে দিন শেষে একজন দিন মজুরও সম্ভানে সুখ খাদ্য, পড়াশুনার ব্যয়ভার ও চিকিৎসার জন্য চিন্তা করতে না হয়। যদি এটি করতে না পারি তাহলে দায়িত্বশীলগণ কোনভাবেই দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই এবং দেশও উন্নত হবার সুযোগ নেই।	১	মুঃ লুৎফর রহমান তালুকদার। সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	৩২৯৬	lutfurrahman7865@gmail.com	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	<p>১. যোগ্যতা সম্পন্ন যে কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে, সে যেই হোক; কারো দলীয় ট্যাগ থাকবে না। জনগণ যাকে ইচ্ছা ভোট দিবে, ভোট অনলাইনে করা যেতে পারে সেটা মাসব্যাপী হতে পারে। যার নির্বাচনে জয়লাভ করবে তারা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি স্পিকার নিযুক্ত করবেন, সেটাও ভোটের মাধ্যমে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন, সেখানেও সংসদ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে। সরকারি কর্মচারির দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগে পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে ১০-১৫ কর্মদিবসের মধ্যে বরখাস্তের বিধান থাকতে হবে।</p> <p>২. নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩. আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুধু মাত্র দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করবে, কোন প্রটোকলে ব্যবহার করা যাবে না।</p>	১	MD MASUDUR RAHMAN	৩৩১৭	babumasudur@gmail.com
	<p>বিপ্লব এর মাধ্যমে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে এই দেশের, তো সংস্কার টাও বিপ্লবী হওয়া উচিত। আগের সকল স্বার্থাশ্বেষী সংস্কার সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে হবে। যারা এখনো বহাল ভবিষ্যতে আছে তাদের উৎখাত করতে হবে সংবিধানের পুরনো স্বার্থের তোয়াক্কা না করে। বিপ্লবী সংবিধানের সংস্কারের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিপ্লবী মানুষদের দায়িত্ব দিতে হবে, যারা দেশের স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সদা সর্বোচ্চ সজাগ থাকবে। দ্রুততম সময়ে রাষ্ট্রপতির অপসারণ এবং সেনাবাহিনীর সুষ্ঠু সংস্কারের মাধ্যমে এই বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে উঁচু থেকে নিচু সকল পর্যায়ে দেশপ্রেমিক অফিসার নিয়োগ এবং দেশদ্রোহী চাটুকার অফিসারদের অপসারণ করে। দায়িত্ব যেনো সকল সেক্টরে ভাগ হয়ে যায় যাতে কোনো দূর্নীতি না হয়। এছাড়া চিকিৎসা বাণিজ্য খাতে অনেক বেশি উন্নতি করার সুযোগ আছে। ৩ দিকে ভারত দাঙ্গাগিরি করছে স্বাধীনতার পর থেকে। তাদের থেকে নদী রক্ষায় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে বাধ গুলো ভেঙে দেয়া যায় এবং নদীর নাব্যতা ফিরে আসে।</p>				
	<p>১। দেশের সার্থ ও সার্বভৌমত্ব:- আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে নির্দিষ্ট কোন দেশ বন্ধ বা শত্রু হয় না। যা হয় তা হলো সার্থ আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল গুলো সেটা মানে না। তারা ক্ষমতায় থাকতে ২ টাই জলাঞ্জলি দেয়। এটা যেন করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>২। দূর্নীতি: এটা মুক্তি ছাড়া কোন দেশ উন্নতি করতে পারবে না। এজন্য মেম্বার থেকে সরকার প্রধান সকল সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বনিম্ন ১কোটি সমপরিমাণ সম্পদের ব্যাবসায়ীদের প্রতি বছর সম্পদের হিসাব বাধ্যতামূলক করা।</p> <p>৩। জনগনের অধিকার: জনগনের মৌলিক অধিকার আগে নিশ্চিত করতে হবে। এটা সংবিধান দ্বারা তাগিত দিতে হবে। এটা করতে ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রী জনগন অভিশংসন করতে পারবে। এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে সংসদ কর্তৃক ভোটে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবে।</p> <p>৪। জনগনের হয়ে কাজ: সরকারকে বড় কোন চুক্তি ও প্রকল্প করতে হলে জনগনের মতামত নিতে বাধ্য থাকিবে। কেন করছে উক্ত চুক্তি ও প্রকল্প তাহার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে হবে।</p> <p>৫। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী: উনাদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। যেটা তুরক্ষে হয়ে থাকে।</p> <p>৬। এমপি মন্ত্রী নয়:- কোন এমপি মন্ত্রী হতে পারবে না। এটা করলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দুইটা কাজ একসাথে ভালো করতে পারে না। তাই ক্ষমতা ও কাজ কমিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে।</p> <p>৭। আমলাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিতে হবে। এবং সকল আমলাকে প্রতি বছর সম্পদের হিসাব দিতে হবে।</p> <p>৮। একব্যক্তি একাধিক পদে থাকতে পারবে না। এবং সর্বোদা তাহার থেকে একধাপ উপরের কর্মকর্তা ছাড়া কোন মন্ত্রী কোন আদেশ দিলে তা মানা যাবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট চ্যানেল মেনে উপর থেকে নিচ অবধি আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>				mdnazmulkhan456@gmail.com
	<p>১। নিবন্ধিত দলগুলোর গঠনতন্ত্র গণতান্ত্রিক হতে হবে। তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন পারিবারিক সীমাবদ্ধ হবে না। দলের নেতৃত্ব অবশ্যই নির্বাচিত হওয়া উচিত</p> <p>২। রাষ্ট্র সমাজ বিধ্বংসী কোন দল থাকতে পারবে না যারা অন্য দেশের অনুগত হয়ে চলে।</p> <p>৫. পররাষ্ট্র চুক্তি ওপেন রাখা গোপন কোন চুক্তি না করা</p> <p>৯. নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন। টাকা দিয়ে ভোট কেনা বন্ধ করতে হবে। কারো বিরুদ্ধে প্রমান পাওয়া গেলে আজীবন নির্বাচন হতে বাতিল হবে। কালো টাকা বন্ধ করতে হবে। এতে সং যোগ্য লোককেই মানুষ ভোট দিবে। টাকা দিয়ে ভোট কেনা বা বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে।</p>			৩৪৯৫	ibnadrakib@gmail.com

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	<p>১। রাষ্ট্রের প্রতিটি সরকারি বেসরকারি দপ্তরের বা প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজন। বিশেষ করে ভূমি মন্ত্রণালয়।</p> <p>২। পুলিশ প্রশাসন কোনো রাজনৈতিক দলের নয় শুধু দেশ এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে।</p> <p>৩। বিশেষ করে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে মনে করি। প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল সিভিকিট আর দালালে ভরপুর। সকল সিভিকিট তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এবং ঢাকা সহ প্রতিটি জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিটি হাসপাতালকে উন্নতিকরণ করতে হবে। ওটি জেলা সরকারি হাসপাতালে আইসোলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিদিন ডাক্তার বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল সহ ঢাকার অনেক সরকারি মেডিকেলের চাপ অনেক আগে সে কমে আসবে এবং বাংলাদেশের বিদ্যা সবার মন উন্নত হবে বলে বিশ্বাস করি।</p>		BAPARY RAJU	৩৫০৬	rajubapary456@gmail.com
	<p>১/ রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান গুলিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।</p> <p>২/ রাষ্ট্রীয় চাকুরীজীবী এবং আমজনতা- সবার জন্য আইন সমান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>২/ রাষ্ট্রীয় চাকুরীজীবী এবং আমজনতা- সবার জন্য আইন সমান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩/ যে কোনো অপরাধ তদন্তে অবশ্যই "নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন" গঠন করতে হবে দলনিরপেক্ষ বিচারপতির নেতৃত্বে।</p> <p>৪/ নির্বাচনউত্তর সংখ্যানুপাতিক বা ভোটপ্রাপ্তীর শতকরা হিসাবে সংসদ সদস্য বস্টন প্রক্রিয়া সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হোক।</p> <p>৫/ ন্যায়-অন্যায়ের পক্ষবলম্বন ও সাংবিধানিক ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রাপ্ত অধিকারবলে যেন দলের বিরুদ্ধেও ভোট প্রদান সাংসদরা করতে পারে তা অবশ্যই সংবিধানে থাকতে হবে।</p> <p>৫/ জনতার মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৬/ দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে বিচারবিভাগ, মানবাধিকার কমিশন ও দুদক পরিচালিত হতে হবে।</p> <p>৭/ যুষ- দুর্নীতির ব্যাপারে কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হবে। তদন্ত- নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন এর মাধ্যমে করতে হবে।</p> <p>৮/ ভোগ্যপণ্যের কেনা-বেচার ব্যাপারে যে কোনো সিভিকিট গঠনকে আইন ভৈরীর মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে হবে।</p> <p>৯/ রাষ্ট্রীয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন- হোল্ডিং ট্যাক্স, ওয়াসা, বিদ্যুত, গ্যাস, ভূমি অফিসগুলিতে সিবিএ বা সংগঠন করা যাবে না।</p> <p>১০/ পররাষ্ট্রনীতিতে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে বাধ্যতামূলক অগ্রাধিকার দিতে হবে।</p> <p>১১/ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গণভোটের মাধ্যমে হতে হবে।</p>		জাফর পাঠান	৩৫১৮	zabpathan@gmail.com
	<p>রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা, এবং এই কমিশনের কাজ হবে প্রথমত কিছু ইভিকিটের সেট করা এবং এই সকল ইভিকিটের এর ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গুলোর সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবিক্ষণ এবং অডিট করানো একই সাথে এ সকল রিপোর্ট নিয়মিত জাতীয়ভাবে জনমানুষের সামনে উপস্থাপন করা। দলগুলোর রেটিং ও রেংকিং এর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এর ফলে মানুষ রাজনৈতিক দল গুলোর নিজস্ব সংগঠনিক সক্ষমতা, চর্চ, সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হতে পারবে।</p>				
	<p>১। ভারত ও মায়ানমার শত্রু রাষ্ট্র বিবেচিত হবে।</p> <p>২। ৭২-৭৫ ও ২০০৬-২০২৪ পর্যন্ত যে সকল গুম খুন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট হয়েছে, সে সকল সম্পদ লুটেরাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজায়ান্ত করতে হবে।</p> <p>৩। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে, জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না। তথ্য গোপনকারীর সাজা মৃত্যুদণ্ড।</p> <p>৪। ননমুসলিমরা বাংলাদেশে থাকতে পারবে, তবে তাদেরকে দ্বিগুন কর দিয়ে থাকতে হবে।</p> <p>৫। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।</p> <p>৬। সরকারের আমলারা যুলুমবাজ, তাদের যুলুম বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।</p> <p>৭। ভারতে ট্রেনিং আছে বা পড়াশুনা আছে, এমন লোক প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থব্যবস্থায় চাকরি করতে পারবে না।</p> <p>৮। ভূমি দস্যুদের ব্যাপারে পরিষ্কার ও কঠোর সাজার ব্যবস্থা থাকতে হবে।</p> <p>৯। সংস্কারের আমলারা মিথ্যা বলতে পারবে না। বলজ্ঞে সাজা হবে মৃত্যু দণ্ড।</p> <p>১০। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।</p>			৩০০৮৪	arnobfaiaz@gmail.com

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	<p>২.খ) সংসদে কোনো দলের প্রার্থী দেয়ার ক্ষেত্রে, নির্বাচনে ন্যূনতম ১-৩% ভোট পাওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখতে হবে।</p> <p>৩.খ) জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%+) ভোটের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩.গ) ভোটের উপস্থিতি দুই-তৃতীয়াংশের কম হলে, পুনরায় নির্বাচন দিতে হবে।</p> <p>৪.খ) উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ উভয়েই, উভয়ের সিদ্ধান্তে ভেটো দিতে পারবে।</p> <p>৫.খ) বিভাগ গুলোর নিয়োগ এবং অপসারণ ক্ষমতা, স্ব স্ব বিভাগের হাতেই থাকবে।</p> <p>৬.ক) সংবিধানের যেকোনো অপরিবর্তনীয় বিধান পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে, গণভোটের আয়োজন করতে হবে।</p> <p>৬.খ) অপরিবর্তনশীল নয় এমন বিধানের ক্ষেত্রেও যদি তীব্র গণ-অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রেও সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে গণভোটে জনমত জরিপের নির্দেশ দিতে পারবে।</p> <p>৬.গ) গণভোটে ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের উপস্থিতি এবং প্রস্তাবের পক্ষে তিন-চতুর্থাংশ (৭৫%) ভোট পড়তে হবে, অন্যথায় পুনঃভোট আয়োজন করতে হবে।</p> <p>৬.ঘ) সর্বমোট দুই/তিনবার গণভোট আনুষ্ঠিত হওয়ার পরেও প্রস্তাবের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত জনমত না পেলে, উক্ত প্রস্তাবটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে।</p> <p>৭.গ) যেকোনো ধর্মের ধর্মীয় স্থাপনায় আঘাতের মতো অপরাধের, দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।</p>	১			
	<p>১) প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অন্তরবর্তীকালীন দল নিরপেক্ষ / কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে। ৯০ দিনের মধ্যে তাঁরা নির্বাচন শেষ করবেন। দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পাবেন না।</p> <p>২) সংরক্ষিত কোন মহিলা আসন থাকবেনা। সকলকে গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। তবে টেকনোক্রেট মন্ত্রীর বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে।</p> <p>৪) পরপর দুই বারের বেশী প্রধানমন্ত্রী হবেন না। বিরতি দিয়ে তিন বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে।</p> <p>৬) উন্নয়নের সমতা, রাজধানীতে চাপ কমানোর জন্য ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাগীয় সদরের গুরুত্ব বাড়াতে হবে।</p> <p>৭) ভোটের হবার শর্ত সংস্কার ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।</p> <p>৮) জাতীয় পরিচয় পত্র ও জন্ম সনদ আধুনিকায়ন করতে হবে।</p> <p>৯) বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করতে হবে।</p> <p>১০) কোন নেতা নেত্রীর ছবি অফিসে টাঙানো যাবেনা। দেশটা জনগণের।</p> <p>১১) সাপ্তাহিক সরকারি ছুটি একদিন হবে। শিক্ষা প্রতিস্থানে স্তরভেদে ১/২ ভাগ করা যাবে।</p> <p>১২) প্রতিবন্ধী / অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য কোটা থাকবেনা।</p> <p>১৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি সংজ্ঞায়ন আরও নিরীক্ষণ সাপেক্ষে তাঁদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে মূল জাতি স্রোতের ভিতরে নিয়ে আনতে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে যা সম্পূর্ণ সরকারি তত্ত্বাবধানে হবে, এক্ষেত্রে এনজিও কর্মকাণ্ড আরও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।</p>				
	<p>প্রথমে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে, যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, নৈতিকতা এবং দক্ষতা। প্রতিটি পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ৫ জন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, এবং জনগণের সরাসরি ভোটে সেরা প্রার্থী নির্বাচিত হবে।</p> <p>কাজ ও নিয়মাবলী: নেতাদের কাজ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তাদের পারফরম্যান্স তদারকি করতে স্বাধীন কমিটি থাকবে। কাজের মান বজায় না রাখলে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।</p>			৩০১৫৪	asifjrahman@hotmail.com
	<p>১. পরিবেশগত অধিকারকে স্বীকৃতি**: সংবিধানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন শক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।</p> <p>২. টেকসই উন্নয়নের আদেশ**: সমস্ত সরকারী নীতির জন্য টেকসই উন্নয়নকে নির্দেশক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা।</p> <p>৩. নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচার**: সরকারকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিতে প্রচার ও বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা।</p> <p>৪. প্রণোদনা**: নবায়নযোগ্য শক্তির উদ্যোগগুলির জন্য কর প্রণোদনা, সাবসিডি ও অনুদান দেওয়ার সুযোগ।</p> <p>৫. জনসাধারণের অংশগ্রহণ**: শক্তি নীতির উন্নয়নে জনসাধারণের পরামর্শ বাধ্যতামূলক।</p> <p>৬. স্থানীয় শাসন**: স্থানীয় সরকারগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রকল্প পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া।</p> <p>৭. শিক্ষা ও সচেতনতা**: নবায়নযোগ্য শক্তির উপর শিক্ষা ও জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানোর বিধান।</p> <p>৮. প্রথাগত জ্ঞানের সুরক্ষা**: টেকসই শক্তি ব্যবহারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জ্ঞানকে সুরক্ষা দেওয়া।</p> <p>৯. জাতীয় কৌশল**: জাতীয় নবায়নযোগ্য শক্তির কৌশল তৈরি ও আপডেট বাধ্যতামূলক।</p> <p>১০. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**: নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নে আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অংশগ্রহণের বিধান।</p> <p>১১. **প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ**: নবায়নযোগ্য শক্তির প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।</p>				

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	<p>12. **গ্রিডের অ্যাক্সেস**: নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদকদের জাতীয় গ্রিডে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।</p> <p>13. **সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রকল্প**: সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন নবায়নযোগ্য শক্তির উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করা।</p> <p>14. **নবায়নযোগ্য লক্ষ্য**: নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদনের জন্য বাধ্যতামূলক জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা।</p> <p>15. **পরিবেশগত মূল্যায়ন**: সকল শক্তি প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা।</p> <p>16. **জ্বালানি পরিবর্তনের পরিকল্পনা**: নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে পরিবর্তনের জন্য পরিষ্কার পরিকল্পনা তৈরি করা।</p> <p>17. **নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো**: নবায়নযোগ্য শক্তির খাতের বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা।</p> <p>18. **শক্তি দক্ষতা**: নবায়নযোগ্য শক্তির পাশাপাশি শক্তি দক্ষতা প্রচার করা।</p> <p>19. **সবুজ কর্মসংস্থান**: নবায়নযোগ্য শক্তির খাতে সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা।</p> <p>20. **মনিটরিং ব্যবস্থা**: নবায়নযোগ্য শক্তির লক্ষ্যগুলির অগ্রগতি মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা।</p>				
	<p>সংবিধান প্রথমে বাংলায় লিখুন এবং তারপর ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। বর্তমান সংবিধানে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ বাংলা ভাষার কলঙ্ক।</p> <p>2. পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাব এড়িয়ে চলুন। কমিটির প্রধান একজন মার্কিন প্রশিক্ষিত সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমাদের সমাজ, আমাদের ইতিহাস, আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের নীতিশাস্ত্র পশ্চিমা সভ্যতা এবং চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি মিল নাও থাকতে পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।</p> <p>3. সার্বভৌমত্বের ইস্যু- যেহেতু এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাই সার্বভৌমত্ব জনগণের অধিকার ঘোষণা করা কঠিন হবে। যাইহোক, "রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব" জনগণের জন্য বলা একটি ভাল বিকল্প।</p> <p>4. জনগণকে সংবিধানের প্রতি ভালোবাসা ও জীবনযাপন করুন। এটি এমন একটি দলিল হওয়া উচিত যা জনসাধারণের পক্ষে কথা বলে, অভিজাতদের নয়।</p> <p>4. লিঙ্গ, শ্রেণী, আয়, সম্পদ, ধর্ম এবং বর্ণের ভিত্তিতে সমস্ত বৈষম্য নিষিদ্ধ করুন। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের উপর কোন বোঝা চাপানো উচিত নয়। (আপনি এখন বাংলাদেশে NID পেতে পারবেন না, যদি আপনার স্থায়ী ঠিকানা না থাকে)।</p> <p>আপনার অধিকাংশই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশু, আপনি হয়ত বেশির ভাগ লোকের প্রশংসা বা সহানুভূতি নাও পেতে পারেন।</p>	১	MUHAMMED REAZUL HALIM	৩০৩১২	muhammed.halim@gmail.com
	<p>সংবিধান এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে কোন রাজনৈতিক দল যেন এককভাবে কোন আইন প্রণয়ন করতে না পারে সেজন্য সংসদে হ্যাঁ/না এর পরিবর্তে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করা হোক এবং সেক্ষেত্রে ও ৩০০ ভোটের মধ্যে কমপক্ষে ২৫০ টি ভোটের মাধ্যমে তা পাশ করতে হবে।</p> <p>কোন নির্বাচিত সরকার সংবিধান সংশোধন করতে পারবেনা। যদি একান্তই কোন সংশোধনের প্রয়োজন হয় তাহলে নির্বাচিত সরকার সংবিধান সংশোধন কমিশনে প্রস্তাব পাঠাতে হবে আর উক্ত কমিশন তা অনলাইনে/অনলাইনে গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করবে। তবে সে গণভোটে অবশ্যই সকল জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে না। কেবলমাত্র একটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধুমাত্র সচেতন নাগরিকগণ সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।</p>				
	<p>চাকুরিজীবীদের কোন "চাকুরী আইন" বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত "এমপ্লয়মেন্ট এক্ট" নেই। এই আইন অতীব জরুরী। একজন শ্রমিকের চাকুরী চলে গেলে তার নিরাপত্তায় "শ্রম আইন" কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু চাকুরিজীবির চাকুরী চলে গেলে শ্রম আইনেই তার সমাধান হয় যা একজন চাকুরিজীবির জন্য অপ্রতুল। কারণ একজন শ্রমিকের চাকুরি চলে গেলে সে সাথে সাথে অন্য কোন কাজ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু একজন চাকুরী জীবির চাকুরী হঠাত চলে গেলে মালিক পক্ষ কোনভাবেই তার লং টার্ম বেনেফিট দেয় না। বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানীর মালিক "ফোর্স রিজাইন" করায়। এটা ওপেন সিক্রেট, সবাই জানে। কিন্তু কেউ বলে না। ফোর্স রিজাইন বন্ধ করা উচিত। আর একজন মালিক যদি একজন প্রফেশনাল চাকুরিজীবির চাকুরী হঠাত খেয়ে ফেলেন তাহলে এমন আইন থাকা উচিত যাতে ঐ চাকুরিজীবির জীবন ধ্বংস করার কারণে ঐ মালিক লাইফ টাইম কম্পেনসেশন দিতে বাধ্য হয়। যদিও এটি আইনের বিষয়, তারপরেও সংবিধান সংস্কার করার সময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের চাকুরিজানিত নিরাপত্তা বিধান করার জন্য ধারা থাকা উচিত।</p>				

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	<p>1.একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং 2.গণতান্ত্রিক,3.প্রজাতন্ত্র। যা জনগণের কাছ থেকে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। সার্বভৌমত্ব জাতির উপর নির্ভর করে, যা একটি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা। প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা নীতিগুলির স্থায়িত্ব ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের পরিবর্তনের জন্য যে কোনও প্রস্তাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদের নীতিগুলিকেও আহ্বান করা হয়েছে, যা "প্রজাতন্ত্রের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।</p> <p>শতাব্দীজুড়ে, শিক্ষাব্যবস্থাগুলি তাত্ত্বিক জ্ঞানে মনোনিবেশ করেছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা লেকচার এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শেখত। তবে এই পদ্ধতি প্রায়ই বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হতো। বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারণকারী ব্যবহারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব দক্ষতা একসাথে অর্জন করতে পারে। ব্যবহারিক শিক্ষা তাত্ত্বিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করে তোলে। যেমন, একজন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী যদি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি করে, তবে সে তাত্ত্বিক শিক্ষা থেকে আরও গভীর ধারণা পায়। এমনকি মানবিক ও শিল্প ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ক্রমশ প্রয়োগ করা হচ্ছে।</p> <p>নতুন সংবিধান উল্লেখিত থাকতে হবে, ১, বাংলাদেশের ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে, ২, বাংলাদেশের স্বার্থ বাহির ও জনগণের স্বার্থ বাহিরে চুক্তি স্বাক্ষর করা যাবে না, আর তা যদি হয় তবে তাহাকে রাষ্ট্র বিরোধী আইনে আনতে হবে, নতুন সংবিধান দেশ ও জনগণের জন্য, কেউ যেন সংবিধানকে অপব্যবহার না করতে পারে, আর কেউ যদি সংবিধানকে অপব্যবহার করে, তাকে রাষ্ট্র বিরোধী আইনে আনতে হবে, পুলিশ সুশাসন সরকারি সকল কর্মকর্তা দের জন্য, জনগণ বিরোধী ও ঘৃণা বিরোধী, সংবিধানে কঠোর অবস্থা রাখতে হবে অর্থ পাচারের জন্য, সংবিধানে কঠোর অবস্থা থাকতে হবে</p> <p>১. সচিব ও অন্যান্য সরকারি চাকুরি জীবীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে, বদলি ও বাধ্যতামূলক অবসর কখনো ন্যায় বিচার হতে পারেনা এই শাস্তির সুযোগে করে দুর্নীতি উৎসাহিত হচ্ছে, তাই জেল ও জরিমানা এবং সকল অবৈধ সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।</p> <p>২. চিকিৎসা সেবার সিংগাপুরে মানের করতে হবে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার অন্য কোন হাসপাতালে চাকরি করতে পারবেননা। ডাক্তারদের কর্মঘন্টা যথাযথ তদারকি করতে হবে। জেঅবহেলার দায়িত্ব নিতে হবে ডাক্তারদের। জেল জরিমানার আওতায় আনতে হবে।</p> <p>৩. পাস কোর্স ৩ বছরের টা হলো বেকার বানানো কারখান এটা বন্ধ করা উচিত এবং বর্তমান বিশ্বের সাথে মিল রেখে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজন।</p> <p>৪. সচিবরা নিজেরা দুর্নীতি করে, সহজে যে দায়মুক্তির মিয়ম তৈরি করে রেখেছে তা ভেঙে ফেলতে হবে।</p> <p>৫. সকল শিক্ষিত বেকারত্বের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। শিক্ষা সকল স্তরে নীতি নৈতিকতা, দেশ প্রেম এবং প্রথমিক চিকিৎসা বিষয় রাখতে হবে।</p> <p>ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে, সিডিকেট ভাঙতে আরো শক্তিশালী ও কঠোর আইন দিতে হবে।</p> <p>খাদ্য ভেজাল ও মজুদের শাস্তি মৃত্যু দন্ড রাখতে হবে। কারন এরা এসব করে অনেক মা ও শিশু হত্যার জন্য দায়ীও।</p> <p>সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ সব সময় রাখতে হবে জনগণের চওয়ার উপর। সংবিধান ও এ সরকারে উপর কত% জনগণের আস্থা আছে তা যাচাই করার জন্য গণভোটের পদক্ষেপ নিতে হবে।</p> <p>সকল হাসপাতালের যেসকল সারকারি ঔষধ ইনজেকশন ও অন্যান্য সুযোগ সরকার দিয়ে থাকে তা ১০০% চুরি বন্ধে সঠিক মনিটরিং করার জন্য সপ্টওয়ার ব্যবহার করতে হবে।</p> <p>নাগরিক হিসেবে দেশের প্রধানকেও সমান ভাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়ানোর নিয়ম নীতি থাকতে হবে।</p> <p>৬. দেশের নেতা যে জনগণের সেবক এই বিষয় গুলো আলোকপাত করা উচিত।</p> <p>৭. সংবিধান শুধু নগর কেন্দ্রিক নিয়ম না হয়ে গ্রামীণ জনজীবনেও ধারণ করতে হবে।</p> <p>৮. নাগরিক এর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং নাগরিক দেশ প্রধান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে এমন নিয়ম থাকবে।</p> <p>যে রাজনৈতিক দলে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করা হয় না, সেই রাজনৈতিক দলকে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না।</p>			৩০৮৪০	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	<p>প্রতি জেলায় জেলায় নির্বান অফিসে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ বন্ধ থাকতে পারে, যেখানে নির্বাচিত সংসদ সদস্য,সিটি কর্পোরেশন মেয়র,পৌরসভার মেয়র, সিটি কর্পোরেশনের এবং পৌরসভার কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এবং এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড মেম্বারদের কাজের প্রতি অত্র এলাকার জনগণ অসন্তুষ্ট হলে সেই অভিযোগ বন্ধে তাদের অভিযোগ জানাবে, এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের পরিমাণ যদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রাপ্ত ভোটের অর্ধেক হয় তাহলে ঐ এলাকাতে পুনরায় নির্বাচন হবে।</p>				
	<p>একটি জাতীয় দুর্ভোগ কমিটি গঠন তারা দেশের যেকোনো সংকট মুহূর্তে সমাধান বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।</p>				
	<p>রাজনীতি যেনো অলাভজনক হয়, সেজন্য প্রতিটি দলের টাকার উৎস ও ব্যবহার যেনো সঠিক মনিটরিং হয়।</p>				
	<p>Section 2 of First Part and Section 12 of Second part are conflicting. Constitution should uphold the Secularism</p>				
	<p>সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে নাগরিক কমিটি থাকবে প্রশাসনের মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে। এই কমিটির সদস্যগণ এক মেয়াদে দায়িত্ব পেলে পরবর্তী পাঁচ বছরে আর দায়িত্ব নিতে পারবেনা।</p>				
	<p>আদালত হবে দ্বিত্বর বিশিষ্ট।</p>				
	<p>সকল ধরনের নির্বাচন থেকে মার্কা থেকে দূরে সরানো যায় ততই জনগণের মঙ্গল। সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক নির্বাচন বা কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা উচিত।</p>				
	<p>নাগরিক তথ্য নিরপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে।</p>				
	<p>সংবিধান নির্বাহী শাখা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রদান করে। এটি বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হেরফের করার অনুমতি দিয়েছে, গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় চেক এবং ভারসাম্য নষ্ট করেছে।</p> <p>2. দলীয় সংশোধনী: সাংবিধানিক সংশোধনীগুলো প্রায়ই জনকল্যাণের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 15 তম সংশোধনী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে, ক্ষমতাসীন দলের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন সক্ষম করে।</p> <p>3. বিরোধীদের দমন: পরবর্তী সরকারগুলো দমনমূলক আইনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক বিধানগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার ভিন্নমত ও বিরোধীদের কঠোরভাবে নীরব করার জন্য এই প্রবণতাকে দৃষ্টান্ত করে, বাকস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে।</p> <p>4. জবাবদিহিতার অভাব: ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংবিধান অপর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করে। অনাক্রম্যতা ধারা এবং দুর্বল জবাবদিহিতা ব্যবস্থা দুর্নীতি এবং অচ্যে কর্তৃত্বকে টিকে থাকার অনুমতি দিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে।</p> <p>5. গণতন্ত্রকে অবমূল্যায়ন করা: তার ইতিহাস জুড়ে, বাংলাদেশ দেখেছে সরকারগুলি বিরোধী দলকে দমন করতে এবং গণতন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য সাংবিধানিক ক্রটিগুলিকে কাজে লাগায়।</p>				
	<p>বিচার বিভাগ কমিশন, পুলিশ বিভাগ কমিশন, জনপ্রশাসন কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ কমিশন। কমিশনে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, শুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দিয়ে গঠন করতে হবে। কমপক্ষে ০৯(নয়) জন প্রতিনিধি সমন্বয় কমিশন গঠন হতে হবে। সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ কমিশন এর অধীনস্থ থাকিবেন। সরকার কমিশনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পারে সেই ভাবে সংবিধান সংস্কার করিতে হইবে। কমিশন এর পূর্নঙ্গ স্বাধীনতা থাকবে। দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির সম্মতির উপর ভিত্তি করে কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার কমিশন এবং সংসদীয় কমিশন গঠন করা অত্যাবশ্যক। স্থানীয় সরকার কমিশন ও সংসদীয় কমিশনের নিকট জনপ্রতিনিধিরা দায়বদ্ধ থাকিলে অনিয়ম দুর্নীতির সুযোগ পাবেনা।</p>				
	<p>যার মেয়ে আছে কিন্তু ছেলে নেই,সেই জমির আংশিক কেন ভাই-ভাতীজারা পাবে, যেহেতু তার সন্তান আছে মেয়ে তারা কেন সব জমি পাবে না,এই আইন সংস্কার চাই।</p>		জামাতুল	২৫১৮০	

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	২. চেয়ারম্যান / পৌর মেয়র / সিটি মেয়র / ইউপি চেয়ারম্যান / উপজেলা চেয়ারম্যান হতে হলে অবশ্যই এক মেয়াদে মেয়াদ / কমিশনার / কাউন্সিলর থাকতে হবে সাথে মিনিমাম ৮ বছরের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রমাণ লাগবে। অবশ্যই মাস্টার্স পাশ করা থাকতে হবে। ৩. এমপি হতে হলে চেয়ারম্যান / মেয়র থাকতে হবে। সাথে মিনিমাম ১২ বছরের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রমাণ লাগবে। শিক্ষাঙ্গন, মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসা কমিটিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ লাগবে।	১	MD FAZLUL HUQUE	২৫২৪৬	fazlulbce@gmail.com
	সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় নিয়ম চাইনা, আমি একজন মেয়ে আমার বাবার সম্পত্তি আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছেনা, বলে যে একটা ছেলে থাকলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি আগ্রা পেতেন। সম্পূর্ণ সম্পত্তি পেতে হলে কেনো একটা ভাই লাগবে আমাদের? কেনো আমাদের সম্পত্তি আমার চাচাদের দিব। যে চাচার কখনো খোজ খবরই নেয় নি। কোনো পরিবারে শুধুমাত্র কন্যা সন্তান থাকলে সম্পত্তি চাচার পাবে? সম্পত্তির অংশ চাচার পেলে, চাচাদের দায়িত্ব ও নিতে বলেছে ইল্লামের নিয়ম অনুযায়ী, কয়জনে দায়িত্ব নেয়?			২৫২৫৩	
	বাংলাদেশ এর নির্বাচন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মূলক ভাবে করা উচিত। এতে কোন ভোট ই নষ্ট হবে না। সরকার এর মেয়াদ ৫ বছর হলেও আমেরিকার মত ২ বছর পর একটি আলাদা সিস্টেম রাখা উচিত যাতে মানুষ পুনরায় বলতে পারে যে এই সরকার ঠিকমত কাজ করছে না। বিভাগ ভিত্তিতে আলাদা আলাদা দিনে নির্বাচন দেয়া উচিত। এতে আইন ও প্রশাসনের উপর চাপ কম পড়বে শুষ্ক নির্বাচন করানোর ক্ষেত্রে। (যেভাবে ভারত তাদের নির্বাচন পরিচালনা করে) একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে(আমেরিকা র মত)। মন্ত্রী হিসেবে এমন ব্যক্তি কে দিতে হবে যে উনার কাজ টা বুঝে যেমন স্বাস্থ্য খাতে অবশ্যই ডাক্তার, আইন বিভাগে ব্যারিস্টার অথবা এডভোকেট ইত্যাদি।		MOHAMMED ABDUL KADIR	২৫২৬১	dr.abdulkadir100110@gmail.com
	কোন দল ১৯০ এর বেশি আসন পেলেও তারা শুধু ১৯০ টি আসন ই পাবে। বাকিগুলোতে দ্বিতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে অন্যদলগুলোকে দিতে হবে। এতে একক ক্ষমতা হবে না। সংরক্ষিত আসনের ২৫% সরকার বাকি ২৫% বাকি দলগুলো নির্ধারণ করবে।	১	MD.NOHAN HOSSEN	২৫৩৬৫	
	আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কোনো জুরি সিস্টেম নাই। কিন্তু এ সিস্টেম করা উচিত। এর মাধ্যমে বিচারকদের মধ্যে ঘুষের প্রবনতা কমে যাবে।		MAHBUBUR RAHMAN	২৫৪৫৫	mahabub.sheikh2001@gmail.com
	সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সংস্কারগুলো জরুরি: ১. আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা। ২. প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সমতা বিধান করা। ৩. পুলিশকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বের করে আলাদা পুলিশ কমিশন গঠন করা।		ফাইছাল আহমেদ	২৫৭৫৭	faisalahmedtopper101@gmail.com
	৪. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে 'হিন্দু ফাউন্ডেশন'-এ উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকেও ফাউন্ডেশনে উন্নীত করতে হবে; ৫. 'দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন এবং 'অর্পিত সম্পত্তি প্রতাপণ আইন' যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে; ৬. সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ এবং প্রতিটি হোস্টেল প্রার্থনাকক্ষ বরাদ্দ করতে হবে; ৮. শারদীয় দুর্গাপূজায় পাঁচ দিন ছুটি দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে প্রয়োজনীয় ছুটি দিতে হবে।	১	সুজন তরফদার	২৫৮০৯	sujan19math@gmail.com
	MBBS এবং BDS ব্যতিত বাংলাদেশ এ কেউ যাতে নামের আগে চিকিৎসক পদবী ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে না পারে সে বিষয়ে আইন করতে হবে। চিকিৎসক দের উপর শারীরিক বা মানসিক আক্রমণ প্রতিরোধে আলাদা শাস্তির বিধান করতে হবে। সিভিল সার্জন এর আন্ডারে সব জেলা এবং উপজেলা লেভেলে স্বাস্থ্য সেবা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে, যেকোনো ঔষধের যৌক্তিক দাম নির্ধারনে আলাদা কমিশন করতে হবে এবং প্রেক্ষিপশন ব্যতিত বা নকল ঔষধ বিক্রির জন্য সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ডের বিধান আইন করতে হবে। ভুল প্রযুক্তি এর জন্য রোগীর ক্ষতি সাধন হলে বা চিকিৎসক অধিকার সংরক্ষণ এর জন্য আলাদা স্বাস্থ্য কোর্ট গঠন করতে হবে। সকল চিকিৎসক কে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বা কাঠামো তৈরি করে তার আওতায় আনতে হবে, সরকারি চিকিৎসক দের বেসরকারি প্রযুক্তি বন্ধ করতে হবে। জনস্বাস্থ্যে কোনো বুকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হলে তার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা সংস্থা কে জরিমানার আইন করতে হবে।			২৫৯৮৯	
	যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক অক্ষমতা না থাকে, সেক্ষেত্রে ১৬ বছর বয়সের পর থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের দায়িত্ব তার নিজের ওপর বর্তাবে। এক্ষেত্রে সরকার থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।		বুশরা মারদিয়া	২৬০৫৫	mardiabushra2@gmail.com

বিষয়	সুপারিশ	সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন	ব্যক্তির নামের তালিকা	সিরিয়াল নম্বর	ইমেইল অ্যাড্রেস
	যেসব দল বা ব্যক্তি সরকারে থাকা অবস্থায় স্বৈরাচার বা ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করবে দলকে এবং সংশ্লিষ্টদের সংবিধানে অন্তত ১০ বছর রাজনীতি থেকে দূরে রাখার শাস্তি বিধান করা।			২৬০৬৮	
	১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, জেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সকলের সম্পদের হিসাব দিতে হবে। ২. প্রবাসীদের ইমিগ্রেশনে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও নানা সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ থাকতে হবে ও বহিঃবিশ্বে থেকে আনা পন্যের ভ্যাট-ক্যালকুলেশন সহজীকরণ সহকারে অনলাইনে ও ফ্রি বই আকারে প্রত্যেকটি ইমিগ্রেশন অফিসে প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ থাকতে হবে। ৩. প্রবাসী ও সকল জনগণের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অবশ্যই সম্মানের সহিত কথা বলার বিশেষ আদেশ উল্লেখ থাকতে হবে। (এই আদেশ অমান্য করলে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুততার সাথে বহিষ্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।) ৪. জনগণের বাক স্বাধীনতা হরণ করা হলে যেকোনো মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। ৫. প্রতি অর্ধবছরের সকল খাতসমূহের খরচের হিসাব ও ব্যয়ের ধরন অর্ধবছরের মধ্যবর্তী ও সমাপনী আকারে জনগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত ও সহযোগীকরণভাবে প্রকাশ করতে হবে। ৬. আইন ও বিচার বিভাগ রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে। ৭. সকল ধরনের সরকারি, সাহিত্য শাসিত ও বেসরকারি অফিস রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। ৮. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে।	১	MD. RAHAT PARVEZ	২৬০৮৯	eramrahat7@gmail.com
	যে সেই বিষয় নিয়ে পড়তে চায় তাকে সেই বিষয়ে পড়ার সুযোগ করে দিন। ৯-১০ থেকেই বিষয় ভাগ করার সুযোগ করে দিন। তাহলে বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই উদ্ভাবন ও নতুন কিছু করার চেষ্টা করবে। এই বিভাগের অন্যান্য বিষয় ঐচ্ছিক করে দিন।			২৬৯০৩	
	১. বিদ্যমান সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে 'সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা'র স্থলে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা' লেখা ভালো। এর মধ্য দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। সেইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলা ও লেখার স্বাধীনতার বিষয়টিও যুক্ত করা উচিত। ২. বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। তখন যে বাস্তবতায় সংসদের আসন ছিল ৩০০, সেটি এখন নেই। এখন দেশের জনসংখ্যা সেই তুলনায় বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। অতএব সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানো উচিত এবং জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা উচিত। ৩. সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদে জমির মালিকানার সীমারেখা ঠিক করে দেওয়া দরকার। যাদের বেশি সম্পদ আছে, সেটি গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া উচিত। ৪. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহির আওতায় রাখতে সব ধরনের দায়মুক্তির বিধান ও আইন বাতিল হওয়া উচিত। ৫. ডিজিটাল কালো আইনে যে সকল অসঙ্গতি আছে, তা ঠিক করা দরকার। ৬. চলতি ভাষায় লেখা। ৭. অসাম্প্রদায়িক কথা টা উল্লেখ করা। ৮. এ মহিলা'র বদলে 'নারী' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা উচিত। ৯. বিচারকদের অপসারণের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান পুনর্বহাল করা উচিত। ১০. সরাসরি চাকরিজীবী, প্রধান বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, সব কিছুর প্রধান রা নির্দলীয় হবেন।		অনিল কুমার সুজন	২৭১৬৫	anilkumar.econ.rub@gmail.com
	সংবিধানের একটি "Sunset Clause" থাকতে হবে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর সংবিধান সয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত/রহিত হয়ে যাবে এমন অনুচ্ছেদ সংবিধানে থাকা উচিত। কেননা, ২/৩ প্রজন্ম পর পরই বা প্রতি ৫০ বছর পর পরই পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সংস্কৃতি, সভ্যতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দর্শন সবকিছুতে এক ধরনের নতুনত্ব আসে। নতুন প্রজন্মের উপর ৫০/৬০ (সময়টা কম বেশি হতে পারে) বছর পুরনো সংবিধান ঘষামাজা করে চাপিয়ে না দিয়ে নতুন করে সংবিধান তৈরি করার বাধ্যবাধকতা সংবিধানেই সন্নিবেশিত করা উচিত। যেমন: আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে আমরা ভাবতাই পারতাম না পিতা মাতার ভরণপোষণের জন্য আইন প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখুন ২০১৩ সালে পিতা মাতার ভরণপোষণ আদায়ের জন্য আমাদের আইন করতে হয়েছে। এমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এমন অনেক বিষয়ে আমাদের দর্শনে পরিবর্তন আসে সময়ের সাথে। ১৯৭২ সালে ইন্টারনেট এবং তথ্য প্রযুক্তি যে অবস্থায় ছিল তারচেয়ে কয়েকশো গুণ পরিবর্তিত অবস্থায় আছে ২০২৪ সালে। ২০৭৪ সালে কেমন থাকবে আমরা জানিনা। ধারণা করতে পারি পৃথিবী অনেক বদলে যাবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা তাই দেখি যে প্রতি ৫০/৬০ বছর অন্তরে পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সার্বিক বিবেচনায় সংবিধানকে অবিনশ্বর না করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এর আয়ুষ্কাল বেঁধে উচিত মনে করি।		ROKIBUL HASAN	২৭১৮৮	rokibulshanto4@gmail.com

অনলাইন পিডিএফ থেকে প্রাপ্ত জনগণের মতামত

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
প্রজাতন্ত্র	জাতির পিতা-এর বিধান বাতিল করুন	১১০
	জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংক্রান্ত ৪ (ক) অনুচ্ছেদটি বাতিল করতে হবে	১৭৫
	সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীর ছবি টানিয়ে রাখার বিধান বাতিল করতে হবে	১১৫
	জাতির জনক হবেন ৪ জন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউল গণি ওসমানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমেদ	৫
	জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করুন	৬০
	জাতীয় সঙ্গীত হবে 'ইঞ্জি ইঞ্জি মাটি'	১
	জাতীয় সংগীত হবে 'আবার জমবে মেলা, বটতলা হাটখোলা' (লোকমান ফকির রচিত)	১
	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম হবে 'গণতান্ত্রিক ইনসারফভিত্তিক বাংলাদেশ'	১১
	দেশের সরকারি নাম হোক বাংলাদেশ	১০
	দেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র'	২৫
	বাংলাদেশ ফেডারেশন	২
	দেশের নাম হবে 'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার'	২১
	দেশের নাম হবে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ'	৫০
	ইউনাইটেড স্টেটস অব বাংলাদেশ	১
	গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দের পরিবর্তে লোকতন্ত্র হবে	১০
	প্রজাতন্ত্র শব্দ বাদ দিতে হবে	৩৬
	জনগণতন্ত্র করতে হবে	৯
	মুক্তিযুদ্ধ হবে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি	৩৬
	রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও আরবি করা হোক	৯
	কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি	৩
জাতীয় কবি হবেন 'জসীম উদ্দীন'	১	
জাতীয় পতাকায় মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হোক	২	
জাতীয় শ্লোগান- ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ	২	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	ইসলামিক প্রজাতন্ত্র/কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে/শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে	১৮০
	আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতা-তৎসহ এই নীতি-আদর্শের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৫৫
	আল্লাহর প্রতি আস্থা, ইনসারফ, সম্মতি ও কল্যাণকামিতা	৪৩
	৪ মূলনীতি বাতিল হোক	৯২
	৪ মূলনীতি রাখা হোক	১১
	চার মূলনীতি নতুন করে লিখুন: আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস+ন্যায়বিচার+সাম্য+গণতন্ত্র	২৬
	মূলনীতি হবে দুটি: গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ	১৮
	মূলনীতির লঙ্ঘন হলে সেটি আদালতের মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে	১১
	সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে সাম্য ও মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত করা হোক	৪৬
	সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে	৮০
	ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা শব্দটি যোগ করতে হবে	৬
	ইসলামী ধর্মতন্ত্র/মদীনা সনদ	৫৫
	মূলনীতি হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন সমাজ ও ন্যায়বিচার/ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার	৩২
	কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকে মূলনীতি হিসেবে যুক্ত	২৩
	জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মানবতাবাদকে মূলনীতি করতে হবে	৯
	বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ লিখতে হবে	৫২
	প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে	৩০

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	শুধুমাত্র গণতন্ত্র থাকবে মূলনীতি	১০
	মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা	১৩৬
	অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা মৌলিক মানবাধিকার	১১
	মানসম্পন্ন খাদ্য, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় বাসস্থান, বাকস্বাধীনতা	৭৬
	জাতি হিসেবে শুধু 'বাঙালি' নয় বরং নিজ নিজ জাতিসত্তার পরিচয় দেয়ার সুযোগ রাখতে হবে	৩২
	গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে	৬৭
	আইনের শাসন, জবাবদিহিতা, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা	১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
ধর্ম	রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রাখা হোক/ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দেয়া হোক	২২৩
	রাষ্ট্র ধর্ম বাদ দেয়া হোক/ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোক/ধর্মীয় স্বাধীনতা	৭০
	ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বাদ দিয়ে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে	১৪
	সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত না করা।	৬০
	রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতিকে কুরআন ও সুন্নাহর পারদর্শী হতে হবে	১০
	ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে কোনো আইন প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করা যাবে না	৩০
	ধর্মীয় সহানুভূতি, মূল্যবোধ ও অধিকার, স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে নাগরিকদের জ্ঞান অর্জন	১৯০
	সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।/ধর্মীয় মূল্যবোধের সুরক্ষা	২১
	কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না।	৭
	ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে সমান অধিকার	২১
	সকল ধরনের ধর্মীয় সমালোচনার সুযোগ রাখতে হবে।	৮
	অন্যের ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত হয় এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না	২০
	আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সাহাবীদেরকে ব্যঙ্গ/ঠাট্টা-বিদ্রূপ/কটুক্তি করলে সর্বোচ্চ শাস্তি/ধর্ম নিয়ে কটুক্তির কঠোর শাস্তি	৭০
	ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম কঠোর হস্তে দমন	৬

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছর করা হোক	৮০
	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৫ বছর করা হোক	২০
	রাষ্ট্রপতি পদে এক ব্যক্তি ২ বারের অধিক হতে পারবেন না	১৬০
	রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে	৯০
	রাষ্ট্রপতি ৫০% বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হবেন। এর কম হলে পুনঃভোট হবে শীর্ষ দুই প্রার্থীর মধ্যে	১৫
	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো হোক	৩৫
	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে	৯
	উপ-রাষ্ট্রপতি পদ তৈরি করতে হবে	১৬
	রাষ্ট্রপতির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএ পাস বা পিএইচডি হতে হবে	১৮
	রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলের হতে পারবেন না	১৫
	রাষ্ট্রপতির জবাবদিহিতা থাকতে হবে	৪৫
	রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন	২
	উচ্চ কক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে	৫
	প্রেসিডেন্ট/রাষ্ট্রপতি শব্দের পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপ্রধান' করা হোক	১২
	রাষ্ট্রপতির একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে	৬

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	রাষ্ট্রপতি এবং সরকার তার কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন	২২
	রাষ্ট্রপতি সংসদের মাধ্যমে জন-প্রতিনিধি বরখাস্ত করতে পারবেন	৩
	রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন, উচ্চ কক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে	৬
	রাষ্ট্রপতি ইসলামবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন বা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবেন না	৮
	রাষ্ট্রপতি দেশের উচ্চ পদস্থ সকলকে নিয়োগ প্রদান করবেন এবং অপসারণের ক্ষমতা রাখবেন	৫
	রাষ্ট্রপতি আন্তরিকতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও আল্লাহতীতির মাধ্যমে সৃষ্টভাবে দেশ পরিচালনা করবেন	১০
	রাষ্ট্রপতির সকল প্রকার দায়মুক্তি নিষিদ্ধ করতে হবে	২১
	রাষ্ট্রপতির অভিসংশন প্রক্রিয়া সংস্কার করতে হবে। স্থানীয় সরকার ও সংসদ উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে ক্ষমতা থাকবে	৩
	রাষ্ট্রপতির অভিসংশন গণভোটের মাধ্যমে হবে	৫
	রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষমা করতে পারবেন না, সংসদের অনুমোদনের দ্বারা হবে	৫৫
	শিক্ষক বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা বিচারপতির মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে হবে	১০
	রাষ্ট্রপতির অধীনে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, বিচার ও আইনমন্ত্রণালয় থাকতে হবে,	২০
	স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র বিষয়ক ত্রাস্তিকালীন এবং অন্যান্য জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করবেন	৫
	রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে তার কর্তব্য পালন করবেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে না	১৮
	রাষ্ট্রপতি কোনো বিল ফেরত পাঠালে সংসদ বিবেচনা করতে বাধ্য থাকবে	৫
	প্রেসিডেন্ট-এর নিকট পরামর্শ দিবে মন্ত্রীपरिषद, প্রধানমন্ত্রী নয়	৩
	জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্বশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করবেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নয়।	১
	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সপ্তাহে একদিন জনগণের সাথে আলোচনা করবেন, সমস্যা শুনবেন	৪
	খলিফা হবেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী	১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ৪ বছর	৯০
	প্রধানমন্ত্রী ২ বারের বেশি নয়	২১০
	প্রধানমন্ত্রী জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন	৩০
	প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো হোক	৩৯
	প্রধানমন্ত্রী নিজের কাছে কোনো মন্ত্রণালয় রাখতে পারবেন না	১
	দলের প্রধান, প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান হবেন না	৭০
	কেউ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন না/ এক ব্যক্তি দুই পদ নয়	৩০
	প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপিসহ সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত কেউ দ্বৈত নাগরিক হতে পারবেন না	৫০
	প্রধানমন্ত্রীকে নিজ দলের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে	১
	প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রীদের পরিচালক ও সমন্বয়ক হবেন	১
	প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কেউ সরকারি কোনো দায়িত্ব নিতে পারবেন না	১২
	প্রধানমন্ত্রীর অভিসংশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে	২১
	প্রতি মাসে জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হবে	২৩
	নিম্নকক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন	২
	প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এমপি, সরকারি কর্মকর্তা সবার সম্পদ ও আয় ব্যয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে	৭০
	প্রধানমন্ত্রী, এমপি, মন্ত্রী, স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি পদ পুরুষের জন্য নির্ধারিত রাখতে হবে। এসব পদে মহিলা থাকবে না।	৩
প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এমপি, প্রধান বিচারপতিসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	৬১	
নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগের নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে	৪০	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
ভারসাম্য	প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য	১২০
	প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকবেন	৩

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করতে হবে সরাসরি নিবাচনের মাধ্যমে	২৫
	ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে দ্বৈত নির্বাহী পদ্ধতি চালু করতে হবে	৭
	ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ	৫৫
	প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিমুক্তকরণ	৩১
	নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে	৩০

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সংসদ/আইনসভা	সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে	১৫০
	সংসদ ত্রিকক্ষীয় হবে।	১
	সংখ্যানুপাতিক হারে উচ্চকক্ষ গঠন	১০
	নিম্ন কক্ষের সদস্যরা দলীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে	৬
	নিম্ন কক্ষের সদস্যরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।	৯
	সংসদের উচ্চ কক্ষের বিশেষ প্রতিনিধিগণ সংসদের উভয় কক্ষের ২/৩ অংশ এর সম্মতিতে নির্বাচিত হবেন। তাদের মধ্য থেকেই পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি শপথ নিবেন। তারা পরবর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত বহাল থাকবেন।	৯
	উচ্চ কক্ষ হবে রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও সমাজের বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ	২৫
	হাউজ অব কমনস ও হাউজ অব সিনেট	১
	নিজ দলের উত্থাপিত বিলের বিপক্ষে ভোট দিলেও যাতে সংসদ সদস্যের আসন শূন্য না হয় এমন বিধান করতে হবে	১৫
	উচ্চ কক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো বিল পাস করা যাবে না	৩৮
	সংসদে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার অনুযায়ী সংসদে আসন লাভের ব্যবস্থা করতে হবে/সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা	১৮০
	ভোটের শতাংশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় বন্টন	১
	সংখ্যানুপাতিক নয়	২০
	সিনেটের সদস্যরা রাজনৈতিক দলের হতে পারবে না	১
	তিন স্তরভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ গঠন	৫
	গণসভা, রাষ্ট্রসভা ও কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করতে হবে	৩
	জনতার কক্ষ (Public House) নামে একটি পৃথক কক্ষ সৃষ্টি করতে হবে	২
	সরকারের মেয়াদ ৪ বছর করা হোক	৬০
	৪ বারের বেশি এমপি নয়	১
	৩ বারের বেশি কেউ এমপি হতে পারবে না	১৭
	২ বারের বেশি এমপি হতে পারবে না	৯৮
	একাধিক আসন থেকে নির্বাচন করতে পারবে না	১৫
	৬০/৬৫ বছরের ওপরের কেউ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য হতে পারবে না	২০
	সংসদ সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হবে, উর্ধ্ব ৭০ বছর	৫৯
	দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিল করতে হবে/ দ্বৈত নাগরিক কেউ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, মেম্বর হতে পারবে না	৯৯
	সংসদ সদস্যদের দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখা যেতে পারে	১
	সংসদ সদস্যদের স্নাতক বা মাস্টার্স পাস হতে হবে	৭০
	কোনো ব্যক্তি সারাজীবনে দুইবারের বেশি রাষ্ট্রীয় কোনো পদে আসীন হতে পারবে না	২৫
	৪০ বছর ব্যাপী সাময়িক গণতান্ত্রিক সংবিধান হোক, পরের ধাপে নতুন জেনারেশন আবার সংশোধন করবে	৪
	ডেপুটি স্পিকার হবেন বিরোধী দল থেকে	২৫
সংসদে বিরোধী দলের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে	১৪	
রাষ্ট্রপ্রধান ও সংসদ সদস্যদের দেশে চিকিৎসা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে	১০	
সংসদে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ভোট প্রদানের স্বাধীনতা থাকতে হবে	৬	
সরকার প্রধান হবেন ধর্মভীরু এবং পুরুষ	৪	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পেলে নতুন নির্বাচন	৫০
	সংসদের আসন সংখ্যা বাড়তে হবে	৮
	“সংসদের আসন ৫০০ করতে হবে: ২০০ লাল চেয়ার সংখ্যানুপাতিক, যার ওপর ৭০ ধারা কার্যকর হবে ৩০০ সবুজ চেয়ার সরাসরি ভোটে আসবে, ৭০ ধারার আওতামুক্ত হবে “	১
	রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে যে পরিমাণ আসন পাবে সেই অনুপাতে মন্ত্রণালয় বন্টন করা হোক	১৫
	প্রাদেশিক সরকার হবে; উপজেলা চেয়ারম্যানরা প্রাদেশিক এমপি হবেন	৩৭
	গণ পরিষদ গঠন করতে হবে	১
	ফেডারেল নয়, এককেন্দ্রীক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে	২
	সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতির যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ও ক্ষমতা সংসদের উভয় কক্ষের থাকবে।	৫
	সংসদে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন করা হোক	৫
	সংসদ সদস্যদের বিল পাসের ভোট গোপনীয়ভাবে হবে, যাতে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়া যায়	৫০
	সংসদ নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন বা সরকারের মেয়াদ ৩ বছর করা হোক	১৫
	জনগণ চাইলে এমপির বিরুদ্ধে পুনর্নির্বাচন চাইতে পারবে	১
	দল থেকে বহিস্কার হলেও এমপির পদ বহাল থাকতে হবে	১৭
	সংসদে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হোক	১১
	ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিরোধ	২৩
	টেকনোক্রেট কোটায় মন্ত্রীর বিধান/সীমা তুলে দিতে হবে	২
	নারী সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত করতে হবে	৪৩
	নারী সংরক্ষিত আসন কমানো হোক	১৬
	মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন, প্রতি জেলায় ১ জন	৪
	১০ শতাংশ আসনে বাধ্যতামূলকভাবে নারীদের নির্বাচিত করার বিধান	১০
	“শুধুমাত্র নারীদের জন্য আলাদা আসন না রেখে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক বিধান যোগ্য, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকদের মনোনয়নের বিধান রাখতে হবে	৬
	রোটেশনের ভিত্তিতে নারী সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হবে	১
	নাগরিক সমাজের মধ্য থেকে অরাজনৈতিক এমপি থাকতে হবে, যারা সরাসরি নির্বাচিত হবে	১
	উপজেলাভিত্তিক সংসদ সদস্যদের আসন চালু	১
	বিচার বিভাগ, বিধান সভা, কার্যনির্বাহী বিভাগ,	৪
	এমপি, মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও সুযোগ সীমিতকরণ	২৫
	কোনো সংসদ সদস্য মন্ত্রী হতে পারবে না	৪
	সংসদে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা বা (গোপন ব্যালটের ব্যবহার)	১৩
	শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকা দরকার	২
	সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, মেম্বারদের কেপিআই নির্ধারণ	৫
	জনগনের মতামত, প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ জানিয়ে সংসদে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, সংসদে সেগুলো পড়ে শোনানো হবে	৩
	সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে হবে	৬
	সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নিশ্চিত করতে হবে	২
	দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা, নীতি পরায়ণতা এবং জবাবদিহিতা থাকতে হবে	৫
	প্রতিটি ক্ষেত্রে এনজিও ও নাগরিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত করতে হবে	১
	নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে	১
	রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পদ ও আয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ এবং তা যাচাই	৩

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
আইন	শরিয়াহ বিরোধী আইন প্রতিরোধ/শরিয়া আইন অনুযায়ী পারিচালিত হবে	৬৭
	আলেমদের সমন্বয়ে শরিয়াহ কাউন্সিল গঠন	৩৪

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	গনপ্রতিনিধিত্বের আদেশ বাতিল করে সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে যে কোন ব্যক্তির সমাবেশ এবং সংগঠন করার অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।	৫
	ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ	৭০
	রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধে একটি আরবিট্রেশন কমিশন গঠন করা হোক: বিচারক, শিক্ষক, নারী, আইনজীবী ও আলেমের সমন্বয়ে	১
	মানি লন্ডারিং/বিদেশে অর্থ পাচার রোধে কঠোর আইন করতে হবে	৮২
	ইসলামী নীতির আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ	২
	আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে	২৫
	উপনিবেশিক আইন সংস্কার	৪
	বেহায়াপনা রোধে বিবাহ করাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে	৩
	মানবাধিকার সম্মত আইন প্রণয়ন	৯
	যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কোনো নাগরিককে আটক করা যাবে না	৭
	ইসলামী শুরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে	৮
	দমনমূলক আইন ও ধারা বাতিল করতে হবে	৪০
	সাইবার অপরাধ ও আধুনিক অপরাধের জন্য আইন	৫৫
	সামগ্রিক আইন সংস্কার	৭০
	প্রবাসীদের অতিরিক্ত কিছু বিশেষ সুবিধা যুক্ত করা হোক	২৩
	ধনীদের ওপর আরও কর আরোপ করতে হবে	২
	টাকা পাচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড	৩
	রাজনীতিবিদদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষাবেষ্টনী তৈরি করতে হবে	১
	সমকামিতা বিরোধী আইন/এলজিবিটি বাতিল ও কঠোর ব্যবস্থা	২০
	ট্রানজেন্ডার/রূপান্তরিতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন	৫০
	অপরাধের শাস্তি হবে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী শাস্তি দিন	৩১
	কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন	৭০
	কাদিয়ানীদের কাফের/অমুসলিম ঘোষণা	৬
	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষা	৫
	নারী ও শিশু ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে হবে এবং ১ সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করতে হবে	১
	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংস্কার করতে হবে	৬৭
	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল	৩৬
	মাদক নিষিদ্ধ করতে হবে	৫৫
বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি করতে হবে	১
	খাদ্যে ভেজাল ও সিল্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সর্বনিম্ন শাস্তি ১০ বছর জেল ও ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে হবে	৪
	সড়কে জরুরী লেন রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে	১
	কোনো রাজনৈতিক দল ১০০ জনের উপরে দলীয়ভাবে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকলে সেই দলকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে চিরতরে নিষিদ্ধ করতে হবে	২২
	মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকতে হবে	৯
	অযথা মামলা করলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে	৫
	হিব্বুত তাওহীদ/তাহরির নামের সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে	২
	রাষ্ট্রের সকল স্থান থেকে ভাস্কর্য/মূর্তি অপসারণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে	৬
	সরকারি অর্থায়নে একক কোনো প্রতিকৃতি নির্মাণ করা যাবে না	২
	হরতাল নিষিদ্ধ করতে হবে	১০
	সড়কে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ (মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, ওয়াজ-মাহফিল) নিষিদ্ধ করতে হবে	৭
	বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে	৫

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	পুরুষ নির্যাতন প্রতিরোধ আইন	৩
	ঘৃষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির নীতি প্রণয়ন করতে হবে	৫
	ছাত্র রাজনীতি আইন ২০২৪ প্রণয়ন	৫
	মৃত্যুদণ্ড বাতিল করুন	১
	মিথ্যা মামলাকারী সমান দণ্ডে দণ্ডিত হবে	৫
	অফিসে ব্যক্তির ছবি না দিয়ে মানচিত্র ও শহীদ মিনারের ছবি দিন	১
	বৈষম্য বিলোপ আইন চাই	৫
	জুড়িবোর্ড গঠন করতে হবে	১
	ব্লাসফেমি আইন চাই	৩

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদ- ৪ (ক) বাদ দিতে হবে	৫৯
	অনুচ্ছেদ ৫ বাতিল করা হোক (রাজধানী সরকার নির্ধারণ করতে পারবে)	১
	অনুচ্ছেদ-৬ (২) এর প্রথম অংশ 'জাতি হিসেবে বাঙালি' শব্দগুলো বাদ দিতে হবে	২
	৭ (ক) সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, পুনর্লিখন: প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা দানকারী হলো জনগণ	২
	অনুচ্ছেদ- ৭ (ক) বাদ দিতে হবে	৭৮
	অনুচ্ছেদ- ৭ (খ) বাদ দিতে হবে	৭৪
	অনুচ্ছেদ-৮ বাদ দিতে হবে	২০
	অনুচ্ছেদ-৮ বাদ দেয়া যাবে না	৪
	অনুচ্ছেদ-৯: বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাদ দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ করতে হবে	৫০
	অনুচ্ছেদ-১০ বাদ দিতে হবে	১৭
	অনুচ্ছেদ-১২ বাদ দিতে হবে	১৯
	অনুচ্ছেদ-১২ ও ১৫ বাস্তবায়ন করতে হবে	১
	অনুচ্ছেদ ১৫ ও ২০ সংশোধন (শ্রম অধিকার)	৪
	অনুচ্ছেদ-১৭ সংশোধন করে আলীয়া ও কওমী শিক্ষাকে প্রাথমিকের স্বীকৃতি দিতে হবে	২
	১৯ (৩) অনুচ্ছেদ মহিলার বদলে নারী লিখতে হবে	১
	অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী) বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করিবেন)	৫০
	অনুচ্ছেদ-২৩ (ক) তে 'উপজাতি' ও 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' শব্দ দুটি বাদ দিয়ে আদিবাসী শব্দ প্রতিস্থাপন	১২
	অনুচ্ছেদ-২৫ এর ১ (ক) সংস্কার করতে হবে	২
	অনুচ্ছেদ-২৮ সংস্কার করতে হবে	৯
	অনুচ্ছেদ-৩০ বাতিল করতে হবে	
	অনুচ্ছেদ-৩৩ (ক): ঐশ্বরের পূর্বে ওয়ারেন্ট থাকতে হবে	৭
	অনুচ্ছেদ-৩৩ (৩-৬) সংশোধন করতে হবে। কোনো সভ্য দেশে নিবর্তনমূলক আইন থাকতে পারে না	৫
	অনুচ্ছেদ-৩৩, ৩৭, ৪৪, ৯৭-এর প্রয়োগ নিশ্চিত করুন	১
	অনুচ্ছেদ ৩৯ বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব বিষয়ক সংশোধন	২
	অনুচ্ছেদ-৪৬ এর দায়মুক্তির বিধান বাতিল করতে হবে	৫
	৪৭ সংস্কার করতে হবে	১০
	অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি হবেন জাতির ঐক্যের প্রতীক)	১
	৪৮ (৩) ও ৫৫ (২) এ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে না দিয়ে মন্ত্রীপরিষদকে দেওয়া	১
	অনুচ্ছেদ-৫৫-৫৮ ও ৬৫-৯৩ সংশোধন করতে হবে	১
	অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ (স্থানীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় প্রশাসন থাকবে)	৪
	অনুচ্ছেদ-৬৬ এর (১) এ শিক্ষাগত যোগ্যতা সংযোজন করতে হবে	৪
	অনুচ্ছেদ ৬৭ (বিদেশে অর্থ পাচার ও দ্বৈত নাগরিক প্রমাণিত হলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল)	৩৫
অনুচ্ছেদ-৭০ বাতিল করা হোক বা সংস্কার করা হোক	১৯০	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	৭০ অনুচ্ছেদ বলবত রাখার প্রয়োজন আছে	৫
	অর্থবিল, অনাস্থা প্রস্তাব ও সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে ৭০ অনুচ্ছেদ থাকতে পারে	৬
	অনুচ্ছেদ-৭১ সংশোধন করে একজন ব্যক্তির একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিধান বাতিল	২০
	অনুচ্ছেদ-৭৩ (৩০) বাতিল করতে হবে	১
	৭৭ অনুচ্ছেদ কার্যকর ও প্রভাবমুক্তকরণ/ ন্যায়পাল বাস্তবায়ন	৫৫
	অনুচ্ছেদ-৭৮ বাতিল করতে হবে	১
	অনুচ্ছেদ ৮০ (৩) বিলোপ করা হোক	২
	৮৫ (১) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ব্যক্তির নামে নয়	১
	অনুচ্ছেদ ৯৫ (১) বিলোপ করা হোক	৩
	অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধস্তন আদালতের হাকিমদের বদলি, পদোন্নতির, শৃংখলামূলক কার্যক্রমের ভার সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা)	২
	অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬ সংশোধন	১
	অনুচ্ছেদ ১২৬ (নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের সহযোগিতার পাশাপাশি কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না)	১
	অনুচ্ছেদ-১৩৭ ধারা সংশোধন: ৪টি কমিশনে ভাগ করার প্রস্তাব	২
	অনুচ্ছেদ ১৩৮ (গণ কর্ম কমিশন), সরকারি লোগো ব্যবহার করা যাবে না	১
	অনুচ্ছেদ-১৩৮ (১) নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা জরুরি	৩
	অনুচ্ছেদ-১৪১ সংশোধন করতে হবে	২
	অনুচ্ছেদ-১৪৪ সংশোধন করতে হবে	২
	অনুচ্ছেদ-১৪২ সংশোধন করতে হবে (এক তৃতীয়াংশ ভোটের আবশ্যিকতা সংযোজন করা)	১
	অনুচ্ছেদ-১৪৭-এর মধ্যে যুক্ত করুন: এমপি, এটর্নী জেনারেল	২
	অনুচ্ছেদ ১৫২ (পুলিশ সার্ভিস সংযোজন করা)	৪
	৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল বাতিল করতে হবে	৩
	৪র্থ তফসিল সংশোধন করে বিপ্লবী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুমোদন বা বৈধতা রাখতে হবে	১
	১৬তম সংশোধনী বাতিল করুন	১
	১৫তম সংশোধনী বাতিল করুন	২০

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
বিচার বিভাগ	বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে	১৪০
	বিচার বিভাগের নিজস্ব/স্বতন্ত্র/আলাদা সচিবালয় দরকার	১০
	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন	৫
	বিচার বিভাগের সংস্কার	১৫
	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন/ বিচারপতির নিয়োগ ও অপসারণ ধারা ৯৬(২) সংশোধন	২৫
	বিচার বিভাগ রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকবে	২
	ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন হবে না/ কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না	৯৫
	ইসলামী বিচার ও অর্থ ব্যবস্থা চাই	৫
	অযোগ্য বিচারপতির অপসারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে	২
	বিচারক নিয়োগের যোগ্যতার নীতিমালা থাকতে হবে	৪০
	ইসলামিক/ শরিয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠা	৩৫
	দ্বৈত বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন। শরিয়া ও সাধারণ	৫
	আদালতের কর্মকাণ্ড সরাসরি সম্প্রচার করার নিয়ম করতে হবে	৪৫
	শাস্তি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ	৩
	স্বাধীন তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা	৩৭
	নিম্ন আদালত উচ্চ আদালতের অধীনে থাকবে	২০
অধিন্যস্ত আদালতের শৃংখলা রক্ষায় দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে দেয়ার বিধান বাতিল করতে হবে	২	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	অধস্তন আদালতের বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের পদায়ন, পদোন্নতি ও ছুটিসহ অন্যান্য বিষয়াদি সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে	২
	ইউনিয়ন পর্যায়ে বিচারক নিয়োগ দেয়া হোক, ওয়ার্ডভিত্তিক ইমামদের সমন্বয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি করতে হবে যারা বিচারকদের কাজে সহযোগিতা করবেন	১
	প্রতিটি বিভাগে/জেলায় হাইকোর্ট চালু	১০
	আদালতে মামলা হলে দ্রুত/সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে	১০
	জোরপূর্বক জবানবন্দি গ্রহণকারীদের শাস্তির বিধান চালু করতে হবে	৫
	অপরাধ যত ছোটই হোক, তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে	৭
	আদালতে কোনো দলীয় আইনজীবী সংস্থা থাকতে পারবে না	৯
	আদালতের এক মাস ছুটি প্রয়োজন নেই, মামলা জট কমাতে সব সময় আদালত খোলা রাখা দরকার	১
	সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন সিস্টেম বাতিল করতে হবে	১
	সাংবিধানিক আদালত গঠন	১
	দায়মুক্তির সকল বিধান বাতিল	৫

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
নির্বাচন	স্থায়ী নির্বাচন কমিশন	৭২
	নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করতে হবে	৩৭
	নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি গঠন এবং তাতে বিরোধী দলের প্রতিনিধি রাখা	৩
	নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ	১০
	নির্বাচনের ৩ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিবেন, বিচারপতি হবেন রাষ্ট্রপতি এবং তার অধীন নির্বাচন কমিশনসহ সকল বিভাগ কাজ করবে, সৃষ্টি নির্বাচন আয়োজন করবে	১
	নির্বাচন কমিশন গঠনে বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্তি থাকবে	২
	৫ বছর মেয়াদী সরকারের জন্য ১৮ মাস পর পর আস্থা/অনাস্থা ভোট চালু করতে হবে	১
	নির্বাচন ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা সংস্কার আনতে হবে	২০
	আগাম ও অনলাইনে ভোটের সুযোগ রাখতে হবে	৬
	জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করতে হবে	৭
	ভোটদানের বয়স ১৬ বছর করা	৪
	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গণভোট চালু করতে হবে/ সংবিধান সংশোধনে গণভোট হতে হবে	৮০
	দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না	১৩
	না ভোট চালু করা	৩৫
	নির্বাচনে ভোট না দিলে জরিমানার বিধান করতে হবে	১
	নির্বাচনে পরিবারপ্রথা বিলোপে উদ্যোগ নিতে হবে	১৪
	ব্যালটবিহীন/অনলাইন নির্বাচন চালু করতে হবে	৮
	নির্বাচনী প্রচারণার জন্য পোস্টার, লিফলেট ব্যানারের ব্যবহার সীমিত করতে হবে	৪
	ভোটারের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন এসএসসি পাস	১
প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে	২০	
ভোটারের বয়স কমপক্ষে ২০ বছর	১	
বিসিএসের মতো করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন	৩	
মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় কোনো দলের অর্থবাণিজ্য প্রমাণিত হলে ওই দলের কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট আসনে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না	৪	
দল নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু	৩	
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ নির্বাচিত হতে পারবে না	৩	
২০২৪, ২০১৮ ও ২০২৪ এর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করতে হবে	৪	
ইন্স্ট্রাল কলেজ গঠন	১	
প্রার্থীকে প্রলোভন দেখালে প্রার্থীতা বাতিল	১	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	ভোটারদের বয়স ১৬ বছর করত হবে।	
	নির্বাচন অংশগহণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, চারিত্রিক স্বচ্ছতা, ধার্মিকতা, মামলামুক্ত, উন্নত মানসিকতা থাকতে হবে	২
	নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে নির্বাচন কমিশন আইন সংস্কার/বাতিল করতে হবে	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
স্থানীয় সরকার	প্রদেশভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু	২৫
	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী/স্বায়ত্তশাসিত করতে হবে	৬৫
	স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করা এবং নির্ধারিত সেবা ও দায়িত্ব এবং কর্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে।	২০
	স্থানীয় সরকার শুধুমাত্র সংসদের কাছে দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হবে	১
	স্থানীয় সরকার সাংসদ দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে	১
	স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত থাকবে	৮
	সকল স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচন রাজনৈতিক দলের পরিচিতি মুক্ত হবে	৩
	স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ৪ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবে	২
	স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ	২০
	চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচনে অবশ্যই প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে	১৫
	মেম্বার বা কাউন্সিলর নির্বাচনে ন্যূনতম উচ্চ-মাধ্যমিক পাস হতে হবে	৩
	উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ কার্যকর করতে হবে	২
	উপজেলা পরিষদ বাতিল করতে হবে	১
	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেকোনো দুর্যোগের মোকাবিলায় দুর্যোগ কবলিত স্থানে যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া ফ্রি করতে হবে	১
	সকল স্থানীয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে অভিশংসন পদ্ধতি থাকতে হবে	২
স্থানীয় সরকারের মেয়াদ হবে ৩/৪ বছর	১৭	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
অধিকার	বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা	৭০
	স্বাধীন মত প্রকাশে কোনোরকমে বাধা প্রদান করা যাবে না	৩৪
	স্বাধীনতা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে	৪৫
	সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে	১০৯
	সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ন্যায্যতা বজায় রাখা হোক	২৫
	বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন	৩০
	সুনাগরিক হওয়ার জন্য যেসব সুবিধা দরকার সবকিছুই মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে	৫
	শিক্ষা ও আইনি সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে	২২
	সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিকের জন্য নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা	১৮
	ইকুয়ালিটির চেয়ে ইকুইটিকে প্রাধান্য দিতে হবে	১
	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা মৌলিক অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে	৫
	সুশাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে	২০
	তথ্য প্রাপ্তির অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে	১
	ভোট প্রদানের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে	৫
	মৌলিক চাহিদা পূরণে কোনো সরকার ব্যর্থ হলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে	৬
	আইনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে	১০
	মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে	৫
	সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রের (বেতন-মজুরী প্রাপ্তিতে সামাজিক সুরক্ষা বিমা চালু করা হবে)	৫
	দ্বৈত নাগরিকরা দেশের রাজনীতি ও সরকারি চাকুরি করতে পারবে না	৫

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	প্রবাসীদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দিতে হবে	২
	সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী কোনো ধর্মালম্বী, সম্প্রদায় ও গোত্রের আনুপাতিক হারের চেয়ে অধিক সুবিধা দেওয়া যাইবে না এবং কোনো ধর্মালম্বী, সম্প্রদায় ও গোত্রের আনুপাতিক হারের থেকে বঞ্চিত করা যাইবে না	১
	মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল	
	মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য করা	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী	নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা	৯
	সংখ্যালঘু শব্দের বিলোপ	১
	সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন/ সংখ্যালঘু কমিশন	১০
	সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা আইন প্রণয়ন	১৫
	আদিবাসীদের যথাযথ স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিতে হবে/ আইন প্রণয়ন করতে হবে	২০
	আদিবাসী লেখা যাবে না	১
	দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন/ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন	১
	সংবিধানের পরিশিষ্টে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তালিকা দিতে হবে	৩
	উপজাতীদের জন্য বিশেষ মর্যাদার প্রদেশ (ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ প্রদেশের মতো) রাখা যেতে পারে	১
	ভূমিহীন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে	৩
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য/ সংখ্যালঘুর জন্য বিশেষ প্রতিনিধি রাখতে হবে	১	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
জনপ্রশাসন/মন্ত্রণালয়	প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ	৪৬
	আমলাদের ক্ষমতা কমাতে হবে	৫৬
	সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয় এর নীতিনির্ধারণী কাজের ভার বহন করবেন, আর মন্ত্রণালয় সরকারের নীতি কার্যকর করবেন। সচিবগণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১
	দেশের সকল শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে	৪
	প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সাধারণ জনগণকে বা সেবাগ্রহীতাকে স্যার/ম্যাডাম বলে সম্বোধন করা বাধ্যতামূলক করতে হবে	১
	সকল সরকারি কর্মচারী জনগণের প্রজা হিসেবে পরিচিত হবেন	১৫
	সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশে চিকিৎসা করার বাধ্যবাধকতা করা	২১
	সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও শাস্তি সহজ করতে হবে	১০
	শান্তি মন্ত্রণালয় গঠন করুন	৪
	সরকারি কর্মচারীরা রাজনৈতিক দলের অনুগত হলে চাকুরিচ্যুত	১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
পুলিশ	পুলিশ একটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত কমিশনের অধীনে কাজ করবেন	২০
	জনবান্ধব পুলিশ চাই/ সংস্কার চাই	৬৬
	পুলিশ-নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী	১
	পুলিশের অতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ	৩৮
	পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	২২
	পুলিশ বাহিনী দুই শ্রেণীর হবে। ১. কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ (স্বাধীন কমিশন দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন), ২. স্থানীয় সরকারের পুলিশ (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পিএসসির মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার উপযুক্ত জনসাধারণ হতে নিয়োগ দিবেন)।	১
	বিচার বর্হিভূত হত্যা ও গুমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা	৩৫
	সিভিল ড্রেসে/সাদা পোশাকে/আনঅফিশিয়াল ড্রেসে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না	৩২
	পুলিশসহ সকল গোয়েন্দা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর শরীরে বাধ্যতামূলক বডি ক্যামেরা যুক্ত করতে হবে	১১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	অনলাইনে মামলা দায়ের করা যাবে	২১
	পুলিশকে প্রতিবছর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক	৩
	পুলিশ বাহিনীকে সাধারণ মানুষের সেবায় ১০০% নিয়োজিত হতে হবে	৫

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সরকারী চাকরি বিধি/ নিয়োগ	চাকরির অবস্থায় দৈনন্দিন নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ হোক	৪০
	পিএসসির সুপারিশ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই নিয়োগ দেয়া যাবে না	৮
	কর্মকালীন যে কোনো দুর্ঘটনার (পেশাগত আঘাত বা ব্যথির ক্ষেত্রে) বেলায় উপার্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে	১
	সরকারি/স্বয়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পূর্বে সততার বিষয়ে গোয়েন্দা রিপোর্টের বাধ্যবাধকতা করা	১৪
	সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা হবে	১
	সামরিক ও বেসামরিক কোটো কর্মচারি খুন, গুম বা ফৌজদারি অপরাধ করলে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন হতে হবে	১
	সরকারি কর্মকর্তাদের পৃথক পে স্কেল	১
	সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আলাদা সুযোগ সুবিধা দেয়া যাবে না	১
	দুর্নীতি করলে চাকরিচ্যুত করতে হবে	২৯
	ঘুষ দিয়ে বা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছে এমন লোকদের বরখাস্ত করতে হবে	১
	ঘুষ প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	১
	চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ করতে হবে	১
	প্রতিটি পরিবারে ১ জন করে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি নিশ্চিত করতে হবে	১
	সরকারি চাকরিতে সকল কোটা বাতিল করতে হবে	১৯
উপজাতি ও তৃতীয় লিঙ্গ ব্যতীত কোনো কোটা থাকবে না	১০	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান	নির্বাচন কমিশন, দুদক, বিচার বিভাগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহা-হিসাব রক্ষকের দপ্তর, পুলিশ বিভাগকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা সহ সাংবিধানিক সকল প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে হবে।	২০
	স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় বাহিনী পরিচালনা কমিশন গঠন করতে হবে	২
	মানবাধিকার সুরক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা	৩
	গণমাধ্যমকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করতে হবে	২
	স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন	৩০
	সাংবিধান সংস্কার ও শিক্ষাব্যবস্থার সংহতকরণের জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন	১
	দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন কমিশন থাকতে হবে	২
	জনগণের অভিযোগ শোনা ও তা সমাধানের জন্য কমিশন গঠন করতে হবে	২
	মিনিস্ট্রি অব এথিকস গঠন করতে হবে	১
	নিরীক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে	১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
পররাষ্ট্রনীতি	বৈদেশিক চুক্তির বিষয়ে জনগণকে জানাতে ও মতামত নিতে হবে/ সংসদে আলোচনা করতে হবে	১২
	সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা	৩৪
	পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে বিরোধীদলসহ ঐক্যমত হতে হবে	৮
	“বিশ্বে নির্ধারিত মজলুম জাতিকে সহযোগিতার অধিকার সংবিধানে প্রয়োজ্য রাখতে হবে।”	৬
	আন্তর্জাতিক চুক্তি/সম্পর্ক হবে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে	৩৫
	আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ জনসম্মুখে প্রচার হতে হবে	৩৩
	নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বাদ দিয়ে দেশের স্বার্থের পররাষ্ট্রনীতি লিখতে হবে	২৫
	ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে	১০
	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে উভয় কক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিদেশী চুক্তি বাস্তবায়ন করা যাবে না	২

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	প্রতিরক্ষা ও কূটনীতির জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন করবেন	১২
	পররাষ্ট্র নীতির প্রথম স্তর হবে, নিকটতম ভৌগোলিক প্রতিবেশির সাথে সম্পর্ক, দ্বিতীয় স্তর- ব্যবসা-বাণিজ্য, জনশক্তি রফতানি ও কর্মসংস্থান, তৃতীয় স্তর হবে- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক	১
	রাষ্ট্র কোনো নতজানু পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারবে না	১৬

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সংবিধান সংশোধন	সংবিধান সহজ ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে	১৫২
	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংবিধান	৮৮
	ইসলামিক সংবিধান/ ইসলামিক রাষ্ট্র/ ইসলামি মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে	৯২
	মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন	২০
	সংবিধান সংস্কার করা হোক	৭০
	সংবিধান সংস্কার করা যাবে না	১৯
	নতুন সংবিধান প্রণয়ন	৫২
	সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়ায় জন্য গণভোট করতে হবে	৭২
	রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিমালা সমূহ লঙ্ঘন করে প্রণীত আইনসমূহ সব বাতিল করতে হবে	৩০
	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত উন্নতিকে বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে	৬
	সংবিধান সংশোধনের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি ও ৫০০ এর বেশি ভোটপ্রাপ্তরা ৮০% ক্ষমতা এবং বাকি ২০% ক্ষমতা থাকবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর।	৯
	সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু অংশ (প্রস্তাবনা, অধ্যায়-১, ২,৩ এবং ৯ক) অপরিবর্তনীয় করার বিধান করা হোক	২০
	সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হবে	২০
	জন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করে বিপ্লবী সরকারের প্রভিশন রাখতে হবে।	৫
ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে	১৬	
বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করতে হবে	১২	
৭২ এর সংবিধান বাতিল করতে হবে	৩৯	
৭২ সংবিধান রাখতে হবে	৫	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সরকারি কার্যক্রম	সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হোক	৭
	সরকারি সকল অফিস ২৪/৭ অডিও-ভিজুয়াল মনিটরিংয়ে রাখতে হবে	৫

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
অর্থনীতি	ইসলামী অর্থনীতি চাই	২০
	বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	৫
	সুদমুক্ত অর্থনীতি চাই	৩০
	যাকাত বাধ্যতামূলক করা	৩০
	জাতীয় রিজার্ভকে প্রভাবিত করে এমন কোনো ব্যয় রাষ্ট্রপতি এবং উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত খরচ করা যাবে না	২
	বাজেট অধিবেশনের আগে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং মতামতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে	২
	সিন্ডিকেট রোধ/চাঁদাবাজি বন্ধ করুন	৩০
সর্বজনীন কর ব্যবস্থা চালু	১	

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
পরিবেশ	পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গুরুত্ব প্রদান	৩৯
	ইকুয়েডরের মতো বিশেষ বিধান রাখা উচিত	১
	প্রতি সপ্তাহে/মাসে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পরিচালনা	২

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সামরিক	সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা	৬০
	সকল নাগরিক 'বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা' প্রদান করবে	৭

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	সামরিক নিরাপত্তার পরিধি বাড়াতে হবে	১
	সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রচলিত আইনে বিচার করতে হবে	১
	সাধারণের তুলনায় সেনাবাহিনীর অধিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার সীমিত করতে হবে	১
	দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিককে কমপক্ষে ২-৩ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চুক্তিভিত্তিক সার্ভিস দিতে হবে	১
	প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে	৯
	শক্তিশালী জাতীয় নিরাপত্তা কমিশন গঠন	১৭
	বেকারত্ব কমাতে সেনাপ্রধানের হাতে যুবকদের কমান্ডো ট্রেনিংয়ের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সেনাপ্রধান কারো নিকট জবাবদিহিতায় বাধ্য থাকবেন না।	১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে হবে	১২০
	ইসলাম শিক্ষা/ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে	১০০
	শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয়/আল কোরআনের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	৩০
	ইসলাম বিরোধী বিষয়/লেখা পাঠাবইয়ে না রাখা/ শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ করতে হবে	৮
	মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে অমুসলিম নিয়োগ দেয়া যাবে না	১
	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত সম্পূর্ণ সরকারিকরণ করতে হবে	১
	শিক্ষার সকল স্তরে সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো বাধ্যতামূলক করতে হবে	১
	সহশিক্ষা/ নারী-পুরুষ একসঙ্গে শিক্ষা বাতিল করতে হবে	২
	প্রত্যেক নাগরিককে বহুভাষিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে	৯
	শিক্ষানীতি বারবার পরিবর্তন করা যাবে না	১
	সকল শিক্ষাধারা (বাংলা মাধ্যম, ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন, কারিগরি, মাদ্রাসা-আলিয়া ও কওমি) একীভূত করে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা	৩
	সকল ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা	৩০
	শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সম্মানের স্বীকৃতি দিতে হবে	৩
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটির সভাপতি ও সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকতে পারবে না	১
	বাংলা ভাষাকে জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে শেখানো বাধ্যতামূলক থাকবে	১
	ইংরেজি ভাষাকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য অপরিহার্য ভাষা হিসেবে শেখানো বাধ্যতামূলক করতে হবে	১
	প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ধর্মীয় গ্রন্থের ভাষা শেখার সুযোগ দিতে হবে	১
কূটনৈতিক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে বিশেষায়িত কূটনীতি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে	১	
প্রতিটি বিভাগে বহুভাষা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে	১	
চীন, জাপান এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মতো একটি মিশ্র শিক্ষা মডেল তৈরি করা, যা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ	১	
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার স্থাপন করা	১	
এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা	১	
শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে চীনের মডেল অনুসরণ করা হোক	২	

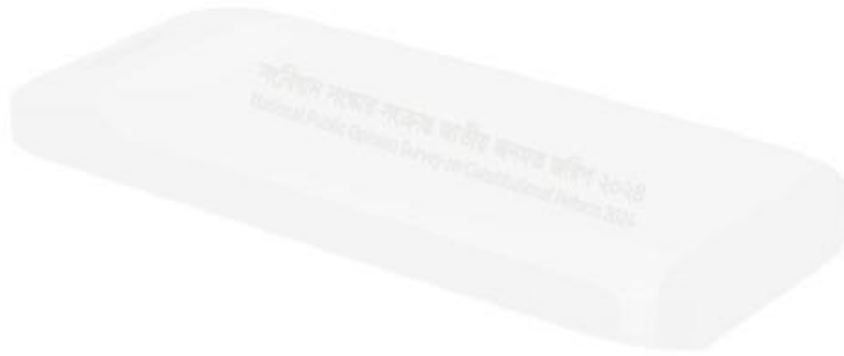
বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
উপদেষ্টা পরিষদ	উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে	৬
	সব সময়ের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি ও ১০/১২ জনের একটি স্থায়ী উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে	৪
	রাষ্ট্রপতি কিংবা সংসদীয় যে সরকারই থাকুক না কেন উভয় ক্ষেত্রে ৫১-১০১ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ স্থায়ীভাবে থাকবে	১
	সংসদের/সরকারের মেয়াদান্তে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন	৪
	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যেক জেলা কোটা ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন	১

বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
	উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্য জীবনব্যাপ্ত সম্পূর্ণ দলীয় প্রভাবমুক্ত ও আর্থিক দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে	১
	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের কোনো পূর্ব রেকর্ড থাকতে পারবে না	১
	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা সর্বোচ্চ দক্ষ ও মেধা সম্পন্ন হতে হবে	১
	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে	১
	উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো পদ শূন্য হলে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলাভিষিক্ত হবেন	২
	রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গঠনমূলক কমিটি থাকতে হবে	২
বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে	১৫০
	সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানই হবেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি	৫
	তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য অনুচ্ছেদ-১২৩ (নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়) এর যথাযথ সংশোধন করতে হবে	৩
	উপ সরকার প্রধান নির্বাচনকালীন সরকার চালাবেন	১
বিষয়	সুপারিশ	সুপারিশকারীর সংখ্যা
সংস্কৃতি	ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-এর সুরক্ষা	১
	ইসলামী গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠন	২
	নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী মূল্যবোধ সংযুক্ত করা	৩
	গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার নিশ্চিত করা	৩

জরিপের ফলাফল

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভিযানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের নির্দেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ০৫-১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে ‘সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ (National Public Opinion Survey on Constitutional Reform) পরিচালনা করে। দেশের ৬৪ টি জেলা হতে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ১৮-৭৫ বছর বয়সের ৪৬৮০০ জন লক্ষ্যমাত্রার নাগরিকের মধ্যে ৪৫,৯২৫ জন নাগরিকের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪
National Public Opinion Survey on Constitutional Reform 2024



বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪
জরিপের মূল ফলাফল

জাতীয় জনমত (%)	
মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিষয়ক জনমত	
খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর	
সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান	98.4
সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না	0.7
জানিনা	0.7
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	0.3
নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার কোনো ধরনের	
বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত	43.2
বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয়	53.4
জানিনা	2.9
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	0.5
সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা	
সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	61.4
সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	29.3
জানিনা	7.9
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.4
শাসন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা ও নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ক জনমত	
প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য	
প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	45.2
রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	36.7
জানিনা	14.5
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	3.6
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমাবদ্ধতা	
সর্বোচ্চ দুই বার	63.8
শুধুমাত্র পরপর দুই বার	10.2
নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	15.9
জানিনা	8.1
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	2.0
একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া	
একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	37.2
একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	49.0
জানিনা	11.8
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	2.0

একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন	
সর্বোচ্চ দুই বার	69.7
সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	17.6
জানিনা	10.6
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	2.1
জাতীয় সংসদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত	
৫ বছর	78.0
৪ বছর	16.3
জানিনা	4.5
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.3
কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া উচিত	
নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	85.6
ক্ষমতাসীন সরকার	6.3
জানিনা	6.4
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.7
আইনসভার কাঠামো এবং নির্বাচন পদ্ধতি	
সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি	
প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	77.5
রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	8.7
উভয়ের মিশ্রণ	3.6
জানিনা	8.7
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.5
জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন	
জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	34.8
জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	39.0
জানিনা	23.4
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	2.7
উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি	
সব আসনে সরাসরি ভোট	55.8
সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	9.8
কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	3.2
জানিনা	26.8
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	4.4
সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার	
দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত	83.3
দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়	6.9
জানিনা	8.3
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.4
সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান	
গণভোটের বিধান থাকা উচিত	81.6

গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	9.3
জানিনা	7.9
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.3
বিচার বিভাগ বিষয়ক জনমত	
নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	
নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	88.5
নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	7.5
জানিনা	3.3
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	0.8
উপজেলা স্তরে আদালত	
উপজেলা স্তরে আদালত চান	82.5
উপজেলা স্তরে আদালত চান না	13.4
জানিনা	3.3
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	0.8
অন্যান্য	
সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন	
সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	74.9
সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	18.8
জানিনা	5.2
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.1
নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্বাচন পদ্ধতি	
নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	82.6
ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	17.4
শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে এমন নীতি	
সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	90.6
সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	4.4
জানিনা	4.1
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	0.9
ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য	
সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	90.1
সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	4.7
জানিনা	4.2
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	1.0
সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে	
সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	94.0
সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	1.9
জানিনা	3.3
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	0.8

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪

অধ্যায়-৪: মৌলিক অধিকার বিষয়ক

সারণী ৪.১.১: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৯৮.৮	০.৬	০.৫	০.২	১০০.০
মহিলা	৯৮.১	০.৭	০.৯	০.৮	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৯৮.৮	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.১.২: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৯৮.৭	০.৭	০.৫	০.২	১০০.০
২৫-৩৪	৯৮.৮	০.৭	০.৬	০.৩	১০০.০
৩৫-৪৪	৯৮.৫	০.৭	০.৬	০.৩	১০০.০
৪৫-৫৪	৯৮.২	০.৭	০.৭	০.৮	১০০.০
৫৫-৬৪	৯৮.১	০.৭	১.০	০.১	১০০.০
৬৫-৭৫	৯৭.৯	০.৬	১.৩	০.৩	১০০.০
মোট	৯৮.৮	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.১.৩: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস (%)					
	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৯৭.৬	০.৬	১.৪	০.৮	১০০.০
প্রাথমিক	৯৮.৮	০.৬	০.৭	০.৩	১০০.০
মাধ্যমিক	৯৮.৫	০.৮	০.৮	০.৩	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৯৯.২	০.৫	০.২	০.২	১০০.০
ডিপ্লোমা	৯৯.৬	০.৮			১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	১০০.০				১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৯৮.৯	০.৫	০.৮	০.২	১০০.০
ডাক্তার	৯৫.৮			৪.২	১০০.০
প্রকৌশল	১০০.০				১০০.০
মোট	৯৮.৮	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.১.৪: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস (%)					
সেক্টর	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান (%)	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
কৃষি	৯৮.৯	০.৫	০.৪	০.২	১০০.০
শিল্প	৯৯.০	০.৪	০.৪	০.১	১০০.০
সেবা	৯৮.৭	০.৭	০.৪	০.২	১০০.০
মোট	৯৮.৮	০.৬	০.৪	০.২	১০০.০

সারণী ৪.১.৫: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
পেশা/কাজের মর্যাদা	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান (%)	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
কৃষিকাজ	৯৮.৯	০.৬	০.৪	০.২	১০০.০
ব্যবসা	৯৮.৮	০.৫	০.৫	০.২	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৯৭.৪	২.৬			১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৯৮.৮	০.৭	০.৩	০.২	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৯৮.৭	১.৩			১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৯৯.২	০.৮			১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৯৭.৯	১.৬	০.৩	০.২	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৯৯.৬		০.৪		১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৯৮.৯	০.৪	০.৬	০.১	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৯৯.৪	০.১	০.৩	০.২	১০০.০
রিট্রা/অ্যান চালক	৯৮.৩	০.৩	০.৭	০.৭	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৯৮.৭	০.৯		০.৪	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৯৮.৫	০.৯	০.৬	০.১	১০০.০
গৃহকর্মী	৯৭.৪	১.৩	১.১	০.২	১০০.০
ছাত্র	৯৯.২	০.৩	০.৩	০.১	১০০.০
বেকার	৯৮.৬	০.৭	০.৬	০.১	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক/অক্ষম	৯৭.৫	১.০	১.২	০.২	১০০.০
গৃহিণী	৯৮.০	০.৭	০.৯	০.৪	১০০.০
অন্যান্য	৯৯.৬	০.২	০.২		১০০.০
মোট	৯৮.৪	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.১.৬: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
ধর্ম	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান (%)	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
মুসলমান	৯৮.৩	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০
হিন্দু	৯৮.৯	০.৪	০.৬	০.১	১০০.০
খ্রিষ্টান	৯৯.১	০.৩		০.৬	১০০.০
বৌদ্ধ	৯৮.৩	০.১	০.১	১.৫	১০০.০
অন্যান্য	১০০.০				১০০.০
মোট	৯৮.৪	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.১.৭: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৯৯.০	০.২	০.৭	০.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৭.৯	০.৮	০.৬	০.৮	১০০.০
ঢাকা	৯৮.৫	০.৯	০.৬	০.১	১০০.০
খুলনা	৯৮.৩	০.৬	০.৯	০.২	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৮.৭	০.৪	০.৮	০.০	১০০.০
রাজশাহী	৯৮.৪	০.৬	০.৭	০.৪	১০০.০
রংপুর	৯৯.৫	০.৩	০.২	০.০	১০০.০
সিলেট	৯৬.১	১.৩	২.৪	০.৩	১০০.০
মোট	৯৮.৪	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.১.৮: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান	সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৯৯.১	০.২	০.৬	০.১	১০০.০
বান্দরবান	৯৯.৩	০.৪	০.৩		১০০.০
বরগুনা	৯৯.৬	০.১	০.১	০.১	১০০.০
বরিশাল	৯৮.২	০.৩	১.৩	০.৩	১০০.০
ভোলা	৯৯.০	০.৫	০.৬		১০০.০
বগুড়া	৯৯.০	০.৬	০.৪		১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৫.৯	১.১	২.৮	০.৩	১০০.০
চাঁদপুর	৯৭.৩	১.৫	১.০	০.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৯.৫	০.১	০.২	০.২	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৯.৩	০.৩		০.৪	১০০.০
কুমিল্লা	৯৬.৭	০.৪		২.৮	১০০.০
কক্সবাজার	৯৯.৭	০.১		০.২	১০০.০
ঢাকা	৯৯.১	০.৭	০.২		১০০.০
দিনাজপুর	৯৯.৭		০.৩		১০০.০
ফরিদপুর	৯৮.৩	১.০	০.৪	০.২	১০০.০
ফেনী	৯৮.০	০.৪	১.২	০.৪	১০০.০
গাইবান্ধা	৯৯.৭	০.২		০.১	১০০.০
গাজীপুর	৯৮.৬	০.৩	০.৯	০.৩	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৯.৯	০.১			১০০.০
হবিগঞ্জ	৮৯.২	৪.৫	৫.৬	০.৭	১০০.০
জয়পুরহাট	৯৯.১	০.৪	০.৪	০.২	১০০.০
জামালপুর	৯৮.৭	১.০	০.৩		১০০.০
যশোর	৯৮.০	০.৬	১.৩	০.১	১০০.০
ঝালকাঠি	৯৭.৯		১.৯	০.৩	১০০.০
বিনাইদহ	৯৯.০	০.২	০.৪	০.৫	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৯৯.৬		০.১	০.৪	১০০.০
খুলনা	৯৭.৫	০.৯	১.৪	০.২	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৯৯.৪	০.২	০.২	০.২	১০০.০

কুড়িগ্রাম	৯৯.৪	০.১	০.৫		১০০.০
কুষ্টিয়া	৯৮.১	১.২	০.৮		১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৯২.২	৬.৪	১.৩	০.১	১০০.০
লালমনিরহাট	৯৯.৫	০.০	০.৩	০.১	১০০.০
মাদারীপুর	৯৮.৫	১.৩		০.২	১০০.০
মাগুরা	৯৭.২	০.৫	১.৭	০.৬	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৯৭.৭	০.৮	১.৪	০.২	১০০.০
মেহেরপুর	৯৮.৯	০.৩	০.৭		১০০.০
মৌলভীবাজার	৯৮.৯	০.৫	০.৬		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৯৬.৫	৩.১	০.৪	০.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৮.২	০.২	১.৬	০.১	১০০.০
নওগাঁ	৯৭.৪	১.৪	১.২		১০০.০
নড়াইল	৯৫.৩	০.৫	৩.৫	০.৭	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৯৯.৫	০.৫			১০০.০
নরসিংদী	৯২.২	৪.১	৩.৭		১০০.০
নাটোর	৯৮.৯	০.৪	০.৬	০.১	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৯.৫		০.৪	০.১	১০০.০
নেত্রকোনা	৯৯.৮	০.২			১০০.০
নীলফামারী	৯৯.৭	০.৩			১০০.০
নোয়াখালী	৯৯.৩		০.৩	০.৪	১০০.০
পাবনা	৯৭.১	১.০	০.৩	১.৭	১০০.০
পঞ্চগড়	৯৯.৩	০.২	০.৫		১০০.০
পটুয়াখালী	৯৯.৫		০.৫		১০০.০
পিরোজপুর	৯৯.৯	০.১			১০০.০
রাজশাহী	৯৯.৪	০.২	০.৩	০.১	১০০.০
রাজবাড়ী	৯৯.৩	০.৩	০.৪		১০০.০
রাঙ্গামাটি	৯৯.৬	০.৩	০.২		১০০.০
রংপুর	৯৯.৪	০.৫	০.১		১০০.০
শরীয়তপুর	৯৮.৯	১.০	০.১		১০০.০
সাতক্ষীরা	৯৯.৪	০.৬			১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৯৭.৫	০.২	১.৪	০.৯	১০০.০
শেরপুর	৯৯.৫	০.৫			১০০.০
সুনামগঞ্জ	৯৮.৩	০.২	১.৫		১০০.০
সিলেট	৯৭.৪	০.৫	১.৮	০.৩	১০০.০
টাঙ্গাইল	৯৮.৭	০.৮	০.৬		১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৯৯.০	১.০			১০০.০
মোট	৯৮.৪	০.৭	০.৭	০.৩	১০০.০

সারণী ৪.২.১: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৪৪.০	৫৩.৫	২.১	০.৪	১০০.০
মহিলা	৪১.২	৫৩.২	৪.৬	১.০	১০০.০
মোট	৪৩.১	৫৩.৪	২.৯	০.৬	১০০.০

সারণী ৪.২.২: নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৪৪.৩	৫২.১	৩.১	০.৬	১০০.০
শহর	৪০.৮	৫৬.৬	২.৪	০.৩	১০০.০
মোট	৪৩.২	৫৩.৪	২.৯	০.৫	১০০.০

সারণী ৪.২.৩: নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৪৩.১	৫৪.৫	২.০	০.৩	১০০.০
২৫-৩৪	৪৩.২	৫৪.১	২.২	০.৬	১০০.০
৩৫-৪৪	৪২.৩	৫৪.৫	২.৬	০.৬	১০০.০
৪৫-৫৪	৪৩.৯	৫২.৪	৩.১	০.৫	১০০.০
৫৫-৬৪	৪৪.১	৫১.৯	৩.৬	০.৪	১০০.০
৬৫-৭৫	৪৩.৬	৫০.২	৫.৭	০.৪	১০০.০
মোট	৪৩.২	৫৩.৪	২.৯	০.৫	১০০.০

সারণী ৪.২.৪: নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৪৫.৮	৪৮.০	৫.৪	০.৭	১০০.০
প্রাথমিক	৪৫.৭	৫০.৬	৩.২	০.৫	১০০.০
মাধ্যমিক	৪১.৫	৫৬.৩	১.৮	০.৫	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৪২.৫	৫৬.২	০.৯	০.৩	১০০.০
ডিপ্লোমা	৩৪.৫	৬৪.২	১.৩		১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৩৫.৩	৬৪.৭			১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৩৪.৩	৬৪.১	১.২	০.৪	১০০.০
ডাক্তার	৪৬.০	৫৪.০			১০০.০
প্রকৌশল	২৭.১	৭২.৯			১০০.০
মোট	৪৩.২	৫৩.৪	২.৯	০.৫	১০০.০

সারণী ৪.২.৫: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৪৮.০	৪৮.৬	২.৯	০.৪	১০০.০
ব্যবসা	৪১.১	৫৬.৫	১.৯	০.৫	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৩৪.১	৬৫.৬	০.২		১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৩৭.২	৬১.২	১.৪	০.২	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৩৬.৪	৬২.৮	০.৮		১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৩৫.৯	৬১.৬	১.৮	০.৬	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৩৫.৮	৬৩.১	০.৮	০.৩	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৩৪.২	৬৪.৭	১.১		১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৪৫.৪	৫০.৯	৩.২	০.৪	১০০.০

গার্মেন্টস কর্মী	৪৮.১	৪৯.৫	২.০	০.৪	১০০.০
রিফ্রা/ভ্যান চালক	৪৪.৯	৫১.৭	২.৪	১.০	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৪২.৭	৫৪.৯	১.৬	০.৮	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৪৬.৫	৫১.৮	১.৬	০.১	১০০.০
গৃহকর্মী	৪৬.৮	৪৮.৯	৩.৯	০.৪	১০০.০
ছাত্র	৪০.৬	৫৭.৬	১.৫	০.৩	১০০.০
বেকার	৪২.৩	৫৪.১	৩.০	০.৬	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৪৩.০	৫১.৬	৪.৭	০.৭	১০০.০
গৃহিণী	৪২.৩	৫৩.৮	৩.২	০.৬	১০০.০
অন্যান্য	৫১.৬	৪৬.৩	১.৯	০.২	১০০.০
মোট	৪৩.২	৫৩.৪	২.৯	০.৫	১০০.০

সারণী ৪.২.৬: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
বিভাগ	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত (%)	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
বরিশাল	৪৯.০	৪৭.৩	৩.৫	০.৩	১০০.০
চট্টগ্রাম	৩৯.০	৫৭.৪	২.৫	১.১	১০০.০
ঢাকা	৪০.২	৫৭.০	২.৫	০.৪	১০০.০
খুলনা	৪২.৮	৫৩.৬	৩.২	০.৪	১০০.০
ময়মনসিংহ	৪০.৩	৫৬.৭	২.৮	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৪৩.৫	৫২.৭	৩.৩	০.৬	১০০.০
রংপুর	৫৩.৬	৪৩.২	২.৮	০.৪	১০০.০
সিলেট	৫০.২	৪৫.০	৪.৩	০.৫	১০০.০
মোট	৪৩.২	৫৩.৪	২.৯	০.৫	১০০.০

সারণী ৪.৫.৭: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
জেলা	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত (%)	বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
বাগেরহাট	৩৭.৮	৫৭.১	৪.৮	০.৩	১০০.০
বান্দরবান	৩৮.১	৫৫.১	৬.২	০.৬	১০০.০
বরগুনা	৩৯.৪	৫৫.১	৪.৮	০.৭	১০০.০
বরিশাল	৬০.৫	৩৩.০	৫.৯	০.৬	১০০.০
ভোলা	৩৬.৩	৬০.৪	৩.৩		১০০.০
বগুড়া	৪০.২	৫৭.৪	২.৪		১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩.৮	৫২.৩	৩.৩	০.৫	১০০.০
চাঁদপুর	৩২.৭	৬২.৫	৪.৩	০.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৩৭.৬	৫৯.৩	৩.০	০.১	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৫০.৪	৪৭.৪	২.১	০.১	১০০.০
কুমিল্লা	৪০.৬	৫৫.০	১.০	৩.৪	১০০.০
কক্সবাজার	৪৮.১	৫১.৪	০.৩	০.২	১০০.০
ঢাকা	৩৯.৯	৫৮.২	১.৬	০.৩	১০০.০
দিনাজপুর	৫৪.৮	৪০.৪	৪.৬	০.২	১০০.০
ফরিদপুর	৪৭.৩	৫০.৬	২.১	০.১	১০০.০
ফেনী	৪৪.০	৫৩.৬	১.৫	০.৯	১০০.০
গাইবান্ধা	৪০.৩	৫৯.০	০.৬	০.১	১০০.০

গাজীপুর	৪২.৮	৫৪.০	২.৪	০.৭	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৪০.০	৫৯.৭	০.৩	০.১	১০০.০
হবিগঞ্জ	৩৮.০	৫৩.৭	৭.২	১.১	১০০.০
জয়পুরহাট	৪১.৫	৫৭.৫	০.৯	০.২	১০০.০
জামালপুর	২৯.৫	৬৭.৭	২.৮	০.০	১০০.০
যশোর	৩৭.৯	৫৭.৩	৪.৪	০.৪	১০০.০
ঝালকাঠি	৪৫.০	৫৩.৪	১.৫	০.১	১০০.০
ঝিনাইদহ	৫৩.৩	৪৫.৩	১.১	০.৩	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৩৭.৩	৬০.৪	২.২	০.২	১০০.০
খুলনা	৪৮.০	৪৭.০	৪.২	০.৮	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	১৪.৫	৮৫.০	০.২	০.৩	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৫৬.৬	৩৬.৩	৫.০	২.১	১০০.০
কুষ্টিয়া	৩৮.৯	৫৯.০	২.০	০.১	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৪০.২	৫২.০	৬.৯	১.০	১০০.০
লালমনিরহাট	৪০.১	৫৬.৪	২.৯	০.৬	১০০.০
মাদারীপুর	৫৫.৩	৪৪.৩	০.৪		১০০.০
মাগুরা	৬০.০	৩১.৮	৭.২	১.০	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৩৭.৯	৫৭.৪	৩.৬	১.১	১০০.০
মেহেরপুর	৩২.০	৬৫.৪	১.৪	১.৩	১০০.০
মৌলভীবাজার	৫০.৫	৪৮.৭	০.৭	০.১	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৪৮.৬	৪৬.০	৪.৩	১.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৪০.১	৫৭.০	২.৭	০.২	১০০.০
নওগাঁ	৬০.০	৩০.৮	৮.৮	০.৪	১০০.০
নড়াইল	৩৭.৯	৫৩.৯	৭.১	১.১	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৫৬.৬	৪১.৮	১.৩	০.৩	১০০.০
নরসিংদী	২৩.২	৬৯.৬	৭.০	০.২	১০০.০
নাটোর	৩৭.৩	৬০.৪	২.২	০.১	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৬.৩	৫০.৮	২.৭	০.৩	১০০.০
নেত্রকোনা	৩৮.৯	৬০.২	০.৯		১০০.০
নীলফামারী	৬৪.০	৩১.৭	৪.৩		১০০.০
নোয়াখালী	২৯.১	৬৯.৬	০.৪	০.৮	১০০.০
পাবনা	২৬.১	৭১.৭	০.৭	১.৫	১০০.০
পঞ্চগড়	৫৪.১	৪৩.১	২.৮		১০০.০
পটুয়াখালী	৫৬.৮	৪১.০	২.২		১০০.০
পিরোজপুর	৪৫.১	৫৪.৩	০.৬		১০০.০
রাজশাহী	৪০.৭	৫৭.৭	১.৪	০.২	১০০.০
রাজবাড়ী	২৭.৩	৭১.১	১.৬		১০০.০
রাঙ্গামাটি	৫২.২	৪৪.২	২.৬	১.১	১০০.০
রংপুর	৬৯.৩	২৯.৪	১.৩		১০০.০
শরীয়তপুর	৫০.৩	৪৪.৬	৪.৯	০.১	১০০.০
সাতক্ষীরা	৩৫.৯	৬৪.০	০.১		১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৫৪.৬	৩৮.৬	৫.৩	১.৫	১০০.০
শেরপুর	৫৯.৭	৩৪.৩	৫.৬	০.৪	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৫১.৪	৪০.৭	৭.৫	০.৩	১০০.০
সিলেট	৫৭.৮	৩৯.৬	২.৩	০.৩	১০০.০
টাঙ্গাইল	৪০.৫	৫৪.৪	৫.১		১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৩২.৮	৬৬.৭	০.৫		১০০.০
মোট	৪৩.২	৫৩.৪	২.৯	০.৫	১০০.০

সারণী ৪.৩.১: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৬১.৬	২৮.৭	৮.৩	১.৪	১০০.০
শহর	৬০.৯	৩০.৮	৬.৯	১.৩	১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

সারণী ৪.৩.২: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৬২.৬	৩০.২	৫.৯	১.২	১০০.০
মহিলা	৬০.৫	২৮.৬	৯.৪	১.৫	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

৪.৩.৩: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৬২.৬	২৯.২	৬.৭	১.৫	১০০.০
২৫-৩৪	৬০.৮	৩০.০	৭.৭	১.৫	১০০.০
৩৫-৪৪	৬১.৮	২৯.৭	৭.২	১.৩	১০০.০
৪৫-৫৪	৬২.১	২৯.২	৭.৫	১.২	১০০.০
৫৫-৬৪	৬০.৫	২৮.৭	৯.৩	১.৫	১০০.০
৬৫-৭৫	৬০.১	২৭.২	১১.৩	১.৪	১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

৪.৩.৪: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৫৯.১	২৭.৭	১১.৬	১.৬	১০০.০
প্রাথমিক	৬১.৮	২৮.৪	৮.৩	১.৫	১০০.০
মাধ্যমিক	৬২.৪	২৯.৮	৬.৫	১.৩	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৩.৮	৩০.২	৫.০	১.০	১০০.০
ডিপ্লোমা	৬০.০	৩৪.৩	৩.৯	১.৮	১০০.০
সেবিকা/খাত্তাবিদ্যা	৬৮.১	৯.২	২২.৭		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৫৯.৬	৩৪.৬	৪.৬	১.২	১০০.০
ডাক্তার	৪৭.২	৪৮.৯	৩.৯		১০০.০
প্রকৌশল	৬৫.২	৩২.৭		২.০	১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

সারণী ৪.৩.৫: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৬৩.৮	২৮.৪	৬.৭	১.১	১০০.০
শিল্প	৬৪.৮	২৭.০	৬.১	২.১	১০০.০
সেবা	৬০.৪	৩১.৮	৬.৫	১.২	১০০.০
মোট	৬২.১	৩০.১	৬.৬	১.৩	১০০.০

সারণী ৪.৩.৬: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৬৪.১	২৮.২	৬.৫	১.১	১০০.০
ব্যবসা	৬১.৭	৩২.১	৫.২	১.০	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৫২.৮	৪২.৩	৩.০	২.০	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৬৩.৭	২৯.৫	৫.৯	০.৯	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৪৭.৮	৪০.৮	৯.৪	১.৯	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৪৯.৪	৪৫.২	৪.০	১.৪	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৫৯.২	৩৬.৯	২.৯	১.০	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৬১.৯	৩০.৬	৭.৫		১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৬১.১	৩০.২	৭.৭	০.৯	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৬৬.১	২৪.৭	৬.২	৩.০	১০০.০
রিফ্রা/ভ্যান চালক	৬৩.৯	২৮.৩	৬.৫	১.৩	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক (ড্রাইভার, হেঞ্জার, সুপারভাইজার)	৫৫.৮	৩৩.১	৮.১	৩.০	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৫৯.৩	৩২.৫	৭.০	১.২	১০০.০
গৃহকর্মী	৫৪.৮	২৮.৪	১৫.৫	১.৩	১০০.০
ছাত্র	৬৪.৬	৩০.১	৪.১	১.২	১০০.০
বেকার	৬৩.৩	২৭.৬	৮.৪	০.৭	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৫৯.৭	২৮.৫	১০.৪	১.৫	১০০.০
গৃহিণী	৬০.৬	২৮.৭	৯.১	১.৫	১০০.০
অন্যান্য	৫৮.৯	২৯.৯	৯.০	২.২	১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

সারণী ৪.৩.৬: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৬১.৫	২৯.৩	৭.৮	১.৪	১০০.০
হিন্দু	৬০.৪	২৯.৮	৮.৬	১.২	১০০.০
খ্রিষ্টান	৫২.৫	৩৭.০	৭.৩	৩.২	১০০.০
বৌদ্ধ	৫৩.৯	২৬.৮	১৭.৭	১.৬	১০০.০
অন্যান্য	৭৮.০	০.৯	২১.০		১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

সারণী ৪.৩.৭: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৬১.৬	৩০.৩	৬.৯	১.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৬৩.৯	২৭.৪	৬.৬	২.১	১০০.০
ঢাকা	৫৭.৩	৩২.৯	৮.৫	১.৩	১০০.০
খুলনা	৬২.৬	২৬.৯	৮.৯	১.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৬৮.৩	২৩.৮	৬.৯	১.০	১০০.০
রাজশাহী	৫৪.৬	৩৫.৪	৮.৮	১.২	১০০.০
রংপুর	৬৯.০	২৩.০	৭.১	০.৯	১০০.০
সিলেট	৬৩.৫	২৬.৬	৮.৯	১.০	১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

সারণী ৪.৩.৮: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস

জেলা	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত (%)	সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
বাগেরহাট	৬১.০	২৬.১	১১.৫	১.৪	১০০.০
বান্দরবান	৫৫.১	৩৩.২	১০.৭	১.০	১০০.০
বরগুনা	৫৪.৯	৩৫.১	৮.১	১.৯	১০০.০
বরিশাল	৬১.২	২৫.৬	১১.০	২.৩	১০০.০
ভোলা	৫০.০	৪৪.৬	৫.১	০.৩	১০০.০
বগুড়া	৬৪.৫	২৬.০	৯.১	০.৩	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৭.৭	২৬.৫	১৩.৭	২.১	১০০.০
চাঁদপুর	৫২.৮	৩৮.৮	৫.৭	২.৭	১০০.০
চট্টগ্রাম	৬৭.১	২৬.১	৬.৩	০.৫	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৬৬.৩	২৭.২	৬.০	০.৬	১০০.০
কুমিল্লা	৬৭.০	২৫.১	৩.১	৪.৯	১০০.০
কক্সবাজার	৫৮.৫	৩৮.৬	২.২	০.৭	১০০.০
ঢাকা	৬৬.৮	২৬.৩	৬.০	০.৯	১০০.০
দিনাজপুর	৬৪.৭	২৩.৭	১১.৩	০.৩	১০০.০
ফরিদপুর	৫৭.০	৩৬.৬	৫.৫	০.৯	১০০.০
ফেনী	৬৬.৫	২১.৪	৯.৯	২.১	১০০.০
গাইবান্ধা	৭৫.৬	১৮.৯	৪.৪	১.১	১০০.০
গাজীপুর	৬০.৪	২৭.১	১০.৩	২.২	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৬৮.০	৩১.৬	০.৪		১০০.০
হবিগঞ্জ	৬৮.৩	১৪.২	১৫.৪	২.০	১০০.০
জয়পুরহাট	৬২.৬	৩৩.৮	৩.৩	০.৩	১০০.০
জামালপুর	৭৬.০	১৯.৭	৪.৩	০.০	১০০.০
যশোর	৬১.৩	২৯.২	৮.৫	১.০	১০০.০
ঝালকাঠি	৭৯.৯	১৪.১	৫.৭	০.২	১০০.০
ঝিনাইদহ	৭৭.৫	১৬.৭	৪.৮	১.১	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৫৫.২	৩৫.৩	৯.৩	০.২	১০০.০
খুলনা	৫৮.৪	২৮.৮	১১.১	১.৭	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	১৬.৭	৭৫.৬	৬.৪	১.৩	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৬৬.৪	২০.৫	১০.১	৩.১	১০০.০
কুষ্টিয়া	৬১.০	২৩.৯	১২.০	৩.১	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৫৯.৩	২৩.৫	১৪.৬	২.৬	১০০.০
লালমনিরহাট	৭১.৫	১৯.৩	৭.৫	১.৬	১০০.০
মাদারীপুর	৭৪.৬	২২.৩	২.৬	০.৫	১০০.০
মাগুরা	৫৯.৯	২০.৬	১৭.৫	২.০	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৪৪.৭	৪৩.৪	৯.৬	২.৩	১০০.০
মেহেরপুর	৫৬.৩	২৮.৪	১০.৯	৪.৩	১০০.০
মৌলভীবাজার	৬৩.৩	৩৩.১	৩.৫	০.২	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৪৮.৪	৩৩.৪	১৬.৫	১.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৬৮.৪	২১.৫	৮.৪	১.৭	১০০.০
নওগাঁ	৫১.৩	৩২.৫	১৫.২	১.০	১০০.০

নড়াইল	৫৭.৯	২৪.৬	১৫.২	২.৩	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৫২.৮	৩৪.৩	১০.৭	২.২	১০০.০
নরসিংদী	৩৮.৪	৪১.৭	১৮.৭	১.২	১০০.০
নাটোর	৫৪.১	৩৭.২	৭.৩	১.৪	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৫.৭	৩৭.১	৬.৭	০.৪	১০০.০
নেত্রকোনা	৬৪.৮	৩১.৫	৩.৬	০.২	১০০.০
নীলফামারী	৬৬.৪	২৪.৭	৮.২	০.৭	১০০.০
নোয়াখালী	৭১.৯	২২.৯	৪.২	১.০	১০০.০
পাবনা	৩৫.৫	৫৭.৮	৪.৪	২.৩	১০০.০
পঞ্চগড়	৬০.৫	৩৪.৯	৪.৬		১০০.০
পটুয়াখালী	৬৯.৬	২৩.৩	৬.০	১.১	১০০.০
পিরোজপুর	৬৬.৬	৩১.১	২.২		১০০.০
রাজশাহী	৪৬.৭	৪৮.৯	৩.৭	০.৭	১০০.০
রাজবাড়ী	৫৪.১	৩৪.২	১১.৪	০.৪	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৬৫.৭	২০.০	৯.৮	৪.৫	১০০.০
রংপুর	৭৫.২	২০.২	৪.৫	০.১	১০০.০
শরীয়তপুর	৫৫.৫	২৩.৫	১৬.৫	৪.৫	১০০.০
সাতক্ষীরা	৬২.৪	৩৬.৯	০.৪	০.৩	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৬৬.৫	১৫.৭	১৫.২	২.৭	১০০.০
শেরপুর	৬০.৪	২৯.১	৯.৫	১.০	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৭০.৫	২০.৭	৮.১	০.৭	১০০.০
সিলেট	৫৫.৩	৩৫.৪	৮.৪	০.৯	১০০.০
টাঙ্গাইল	৬৩.২	৩০.৭	৫.৯	০.২	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৬২.০	৩৪.০	৩.৬	০.৩	১০০.০
মোট	৬১.৪	২৯.৩	৭.৯	১.৪	১০০.০

অধ্যায়-৫: শাসনব্যবস্থা, জবাবদিহিতা ও নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ক

সারণী ৫.১.১: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৪৬.২	৩৫.৩	১৪.৯	৩.৫	১০০.০
শহর	৪২.৮	৩৯.৯	১৩.৩	৩.৯	১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.২: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৪৬.৫	৩৭.৬	১২.২	৩.৭	১০০.০
মহিলা	৪৪.২	৩৬.১	১৬.২	৩.৬	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৩৬.৩	৬৩.৭			১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.৩: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৪৫.৭	৩৬.৭	১৩.৫	৪.১	১০০.০
২৫-৩৪	৪৪.৯	৩৭.১	১৪.৫	৩.৬	১০০.০
৩৫-৪৪	৪৫.৮	৩৭.৮	১৩.২	৩.২	১০০.০
৪৫-৫৪	৪৪.৫	৩৬.৮	১৪.৬	৪.১	১০০.০
৫৫-৬৪	৪৪.৩	৩৫.৫	১৬.৬	৩.৬	১০০.০
৬৫-৭৫	৪৫.৯	৩৩.৭	১৭.২	৩.২	১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.৪: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৪৫.২	৩১.৩	২০.০	৩.৬	১০০.০
প্রাথমিক	৪৭.৫	৩৪.৭	১৪.৭	৩.১	১০০.০
মাধ্যমিক	৪৪.৯	৩৮.৪	১৩.১	৩.৬	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৪১.২	৪৪.৪	৯.৮	৪.৬	১০০.০
ডিপ্লোমা	৪০.৫	৪৩.৩	৮.৪	৭.৮	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	২৭.৬	৪৩.০	১৮.৭	১০.৭	১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৪২.৯	৪৪.৪	৮.২	৪.৫	১০০.০
ডাক্তার	১৭.১	৬৯.১	৮.৫	৫.৩	১০০.০
প্রকৌশল	৪৬.৭	৪৭.৫	২.৭	৩.১	১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.৫: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৪৯.১	৩৩.৫	১৪.৩	৩.০	১০০.০
শিল্প	৪৫.৮	৩৫.৩	১৩.৯	৪.৯	১০০.০
সেবা	৪৪.৩	৩৯.৭	১২.৩	৩.৭	১০০.০
মোট	৪৬.১	৩৭.১	১৩.২	৩.৭	১০০.০

সারণী ৫.১.৬: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৪৯.২	৩৩.১	১৪.৪	৩.২	১০০.০
ব্যবসা	৪৫.৮	৩৯.৯	১০.৪	৩.৯	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৪৪.৩	৪৪.৩	৫.৭	৫.৭	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৩৮.২	৪৮.০	৮.৯	৪.৯	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৪৯.১	৩৭.৮	৮.১	৫.০	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৩৭.৩	৪৯.০	৬.৩	৭.৫	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৪৩.৫	৪৩.৫	৭.৮	৫.২	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৪৭.২	৪৩.১	৫.৭	৪.১	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৪৬.৩	৩৫.৭	১৫.১	২.৯	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৪৭.৯	৩২.৭	১৫.২	৪.২	১০০.০
রিটায়ার/ভ্যান চালক	৪৭.৮	৩৫.৬	১৪.১	২.৫	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৪৫.৯	৩৫.৪	১৩.৪	৫.৩	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৪১.৪	৪০.৭	১৬.০	১.৯	১০০.০
গৃহকর্মী	৪১.৫	২৯.৫	২৬.৮	২.২	১০০.০
ছাত্র	৪৫.১	৪১.০	৯.৭	৪.২	১০০.০
বেকার	৪৬.৬	৩৮.২	১২.২	৩.০	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৪২.৩	৩৬.৭	১৬.২	৪.৮	১০০.০
গৃহিণী	৪৪.৫	৩৬.১	১৫.৯	৩.৫	১০০.০
অন্যান্য	৪৪.৯	৩৫.৯	১২.৫	৬.৭	১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.৭: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৪৫.১	৩৭.০	১৪.৩	৩.৬	১০০.০
হিন্দু	৪৬.০	৩৩.৯	১৬.১	৪.০	১০০.০
খ্রিস্টান	৪৫.৬	২৩.৫	২৬.৪	৪.৫	১০০.০
বৌদ্ধ	৪৫.৯	২৭.৪	২৩.০	৩.৭	১০০.০
অন্যান্য	২৫.০	৩১.৭	৪৩.২		১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.৮: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৪৪.৫	৪১.০	১২.০	২.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৩৬.৪	৫০.১	১০.১	৩.৪	১০০.০
ঢাকা	৪৫.৭	৩৫.৬	১৪.৬	৪.০	১০০.০
খুলনা	৫২.০	২৭.৪	১৬.১	৪.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৫৪.৭	২৮.১	১২.৫	৪.৬	১০০.০
রাজশাহী	৪৪.৬	৩৪.৭	১৭.১	৩.৬	১০০.০
রংপুর	৪৪.৬	৩৫.৬	১৭.২	২.৬	১০০.০
সিলেট	৫০.৭	২৮.১	১৮.৮	২.৪	১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.১.৯: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে	রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৩৯.২	৩৮.৭	১৮.১	৪.১	১০০.০
বান্দরবান	৩৩.৭	৪৮.১	১৬.৪	১.৮	১০০.০
বরগুনা	৪১.১	৪২.০	১৪.৭	২.২	১০০.০
বরিশাল	৫১.৭	২৬.১	১৭.৫	৪.৬	১০০.০
ভোলা	৩৩.৯	৫৮.৮	৬.৭	০.৭	১০০.০
বগুড়া	৫৫.৯	২২.০	১৯.৪	২.৬	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৫.৪	৩৪.৪	২৩.৯	৬.৩	১০০.০
চাঁদপুর	৪৫.১	৪৯.৮	২.৬	২.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	২৩.২	৬৮.৩	৭.৮	০.৭	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৭২.১	১৬.২	৯.৯	১.৯	১০০.০
কুমিল্লা	৪২.৩	৪৩.৭	৭.৭	৬.২	১০০.০
কক্সবাজার	৬৩.৮	২৯.২	৪.২	২.৭	১০০.০
ঢাকা	৪৩.০	৪৩.৯	১১.৪	১.৮	১০০.০
দিনাজপুর	৪৩.৪	২০.০	৩২.৩	৪.২	১০০.০
ফরিদপুর	৪০.৩	৩৯.৯	১৪.১	৫.৬	১০০.০
ফেনী	৩১.৬	৫০.৬	১৩.২	৪.৬	১০০.০
গাইবান্ধা	৩৮.৯	৪৮.৭	৯.৯	২.৫	১০০.০
গাজীপুর	৪৭.১	১৯.৯	২২.৭	১০.৩	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৮০.১	১৮.৫	০.৭	০.৮	১০০.০
হবিগঞ্জ	৩৬.৯	১৩.১	৪৩.৪	৬.৬	১০০.০
জয়পুরহাট	৬১.৬	৩২.০	৫.৭	০.৭	১০০.০
জামালপুর	৪২.৮	৪১.১	১০.৩	৫.৮	১০০.০
যশোর	৫৬.৭	২৩.৩	১৪.৮	৫.২	১০০.০
ঝালকাঠি	২৭.৮	৫৬.৬	১৩.৪	২.১	১০০.০
ঝিনাইদহ	৬৬.৫	২৩.৭	৬.৩	৩.৪	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৪৬.০	৩২.২	২০.০	১.৮	১০০.০
খুলনা	৪৪.১	২৪.১	২৫.১	৬.৭	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৪৮.০	৩৫.৫	১২.২	৪.৩	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৪৬.৮	২৩.৮	২৪.৫	৪.৯	১০০.০
কুষ্টিয়া	৩৭.১	৩৭.৪	১৯.৮	৫.৬	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৪১.৩	৩১.৯	২০.৮	৬.০	১০০.০
লালমনিরহাট	৩৫.৯	৪১.২	১৮.৩	৪.৭	১০০.০
মাদারীপুর	৫৪.১	৩৪.৮	৯.৭	১.৩	১০০.০
মাগুরা	৪৯.৩	২৫.২	২০.৩	৫.২	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৪১.৯	৩৩.০	২০.২	৪.৮	১০০.০
মেহেরপুর	৪১.৮	৩০.৬	১৯.৬	৮.০	১০০.০
মৌলভীবাজার	৪২.০	৫১.৬	৫.৫	০.৮	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	২৮.৯	৪৪.৯	২০.৯	৫.২	১০০.০
ময়মনসিংহ	৫৫.২	২১.৯	১৭.৩	৫.৫	১০০.০
নওগাঁ	৪২.৩	২৬.৫	২৫.৫	৫.৬	১০০.০
নড়াইল	৪৮.৩	১৮.৫	২৮.৬	৪.৭	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৪৭.০	৩৩.৩	১৪.৬	৫.২	১০০.০
নরসিংদী	২৩.৮	৪৮.৫	২৩.২	৪.৬	১০০.০
নাটোর	৪২.৭	৩৯.৭	১৩.৮	৩.৮	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৬.২	৩৫.৬	১৬.১	২.১	১০০.০

নেত্রকোনা	৬২.৪	৩০.৯	৫.৭	১.০	১০০.০
নীলফামারী	৫৬.১	২৬.৫	১৬.১	১.৩	১০০.০
নোয়াখালী	৩০.৫	৫৯.২	৮.৩	২.০	১০০.০
পাবনা	৩৭.৯	৪৩.৭	১৪.০	৪.৩	১০০.০
পঞ্চগড়	৫৬.৭	৩১.৩	১০.৮	১.৩	১০০.০
পটুয়াখালী	৪৫.২	৩৫.৫	১৫.৬	৩.৭	১০০.০
পিরোজপুর	৫৬.৬	৪১.৫	১.৭	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৩০.৫	৫৯.২	৮.৯	১.৪	১০০.০
রাজবাড়ী	৪৯.৯	৩৩.৬	১৪.৬	২.০	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৪৩.২	৪২.৯	৮.৯	৫.০	১০০.০
রংপুর	৩৯.৫	৫২.১	৭.৭	০.৭	১০০.০
শরীয়তপুর	৬৬.০	২০.৪	১০.৩	৩.৪	১০০.০
সাতক্ষীরা	৫৮.৭	৩২.১	৭.৫	১.৭	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৪৫.৯	২৪.০	২৩.৯	৬.১	১০০.০
শেরপুর	৬৩.০	২৫.৫	৭.৯	৩.৭	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৫৬.২	২৭.৮	১৫.৮	০.২	১০০.০
সিলেট	৬২.২	২৩.৬	১২.৩	১.৯	১০০.০
টাঙ্গাইল	৫৫.৩	৩১.১	১২.৩	১.৩	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৫১.০	৩৫.৬	১২.৭	০.৭	১০০.০
মোট	৪৫.২	৩৬.৭	১৪.৫	৩.৬	১০০.০

সারণী ৫.২.১: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

এলাকা	সর্বোচ্চ দুই বার (%)	শুধুমাত্র পরপর দুই বার (%)	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
গ্রাম	৬১.৮	১০.৫	১৬.৮	৮.৭	২.১	১০০.০
শহর	৬৮.১	৯.৭	১৩.৮	৬.৭	১.৭	১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.২.২: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

লিঙ্গ	সর্বোচ্চ দুই বার (%)	শুধুমাত্র পরপর দুই বার (%)	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
পুরুষ	৬৬.১	১০.৭	১৪.৯	৬.৫	১.৭	১০০.০
মহিলা	৬২.০	৯.৯	১৬.৬	৯.৩	২.২	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৩৬.৩	৬৩.৭				১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.২.৩: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

বয়স	সর্বোচ্চ দুই বার (%)	শুধুমাত্র পরপর দুই বার (%)	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
১৮-২৪	৬৪.৭	৯.৬	১৫.৮	৭.৬	২.২	১০০.০
২৫-৩৪	৬৩.৩	১১.০	১৬.৩	৭.৪	২.০	১০০.০
৩৫-৪৪	৬৪.৭	১০.৪	১৫.৯	৭.২	১.৮	১০০.০
৪৫-৫৪	৬৪.৩	১০.৪	১৫.২	৭.৯	২.১	১০০.০
৫৫-৬৪	৬২.৬	৯.৩	১৫.৪	১০.৭	২.০	১০০.০
৬৫-৭৫	৬০.৮	৯.৪	১৬.৮	১০.৯	২.১	১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী-৫.২.৪: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সর্বোচ্চ দুই বার	শুধুমাত্র পরপর দুই বার	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৫৯.৬	৯.৪	১৬.২	১২.৫	২.২	১০০.০
প্রাথমিক	৬৩.৭	১০.০	১৬.১	৮.৬	১.৭	১০০.০
মাধ্যমিক	৬৪.৩	১০.৮	১৬.১	৬.৭	২.১	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৭.৭	১০.৭	১৪.৮	৪.৬	২.২	১০০.০
ডিপ্লোমা	৭০.৮	৯.৩	১৪.৯	৩.৪	১.৭	১০০.০
সেবিকা/খাত্তাবিদ্যা	৬৪.২	৭.৬	১৬.৫	১১.৬		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৬৯.৭	১০.৯	১৪.৭	৩.২	১.৫	১০০.০
ডাক্তার	৭০.৩	১২.২	৯.৯	৫.৩	২.৪	১০০.০
প্রকৌশল	৯৬.৩	০.৭	২.৬		০.৫	১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.২.৫: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের সেक्टर ভিত্তিক বিন্যাস						
	সর্বোচ্চ দুই বার	শুধুমাত্র পরপর দুই বার	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৬৩.৪	১০.৮	১৬.৪	৭.৭	১.৮	১০০.০
শিল্প	৬৩.৮	১১.৬	১৩.৭	৮.৪	২.৫	১০০.০
সেবা	৬৭.১	১০.৩	১৪.৩	৬.৪	১.৮	১০০.০
মোট	৬৫.৪	১০.৭	১৪.৯	৭.১	১.৯	১০০.০

সারণী ৫.২.৬: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সর্বোচ্চ দুই বার	শুধুমাত্র পরপর দুই বার	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৬৩.১	১০.৭	১৬.৯	৭.৫	১.৮	১০০.০
ব্যবসা	৬৭.৯	১১.৬	১২.৯	৫.৮	১.৯	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৭০.৩	১৪.১	৯.৩	৫.২	১.১	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৭০.১	১০.২	১৩.০	৪.৩	২.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৬২.৯	১৪.০	১৩.৯	৫.৮	৩.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৭২.১	৭.২	১৬.৮	২.২	১.৬	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৬৬.৩	১৪.২	১৩.৫	৪.৪	১.৬	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৬৬.২	১৫.৯	১৩.১	৩.৫	১.৪	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৬২.৩	১০.৩	১৬.৯	৮.৮	১.৭	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৬৬.৩	৯.৮	১৪.৪	৭.৬	১.৯	১০০.০
রিম্পা/ড্যান চালক	৬৮.৩	৭.৬	১৪.৭	৭.৭	১.৭	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৬৬.২	১১.২	১২.৭	৮.৩	১.৬	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৬৪.৯	৯.০	১৬.৯	৮.৭	০.৫	১০০.০
গৃহকর্মী	৬৪.৬	৯.৩	১০.৩	১২.৬	৩.২	১০০.০
ছাত্র	৬৭.৪	১২.১	১৩.৫	৫.০	২.০	১০০.০
বেকার	৬৯.৮	৯.৭	১৩.৫	৬.০	১.০	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৬১.৫	৯.৮	১৬.০	১০.৪	২.২	১০০.০
গৃহিণী	৬১.৯	৯.৮	১৭.০	৯.১	২.২	১০০.০
অন্যান্য	৬১.০	১৪.২	১৪.১	৮.৬	২.১	১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.২.৭: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস						
	সর্বোচ্চ দুই বার	শুধুমাত্র পরপর দুই বার	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৬৩.৭	১০.৩	১৬.১	৭.৯	২.০	১০০.০
হিন্দু	৬৪.৩	৯.২	১৩.৬	১০.৭	২.৩	১০০.০
খ্রিষ্টান	৫৭.২	৪.৯	১৯.০	১৪.৫	৪.৫	১০০.০
বৌদ্ধ	৬৬.৫	১০.৬	৯.২	১২.৮	১.০	১০০.০
অন্যান্য	৩৩.৩	২.১	৩৬.৪	২৮.২		১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.২.৮: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস						
	সর্বোচ্চ দুই বার	শুধুমাত্র পরপর দুই বার	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৬৩.৯	১০.২	১৪.৫	৯.৯	১.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৬৩.৮	১২.৫	১৫.৬	৫.৫	২.৫	১০০.০
ঢাকা	৬৬.৫	৮.৬	১৬.৫	৬.৬	১.৮	১০০.০
খুলনা	৬০.০	৯.২	১৮.৫	৯.৬	২.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৬২.৪	১৫.২	১২.৪	৮.৫	১.৫	১০০.০
রাজশাহী	৬২.০	৭.১	১৮.৯	১০.০	২.১	১০০.০
রংপুর	৬২.৯	১১.৬	১৪.২	৯.৪	১.৯	১০০.০
সিলেট	৬৪.৭	১১.৪	১০.০	১২.৫	১.৪	১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.২.৯: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সর্বোচ্চ দুই বার	শুধুমাত্র পরপর দুই বার	নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৫৪.২	৬.০	২৪.৭	১১.৮	৩.৩	১০০.০
বান্দরবান	৫৯.৫	১১.১	১৪.০	১৩.৮	১.৬	১০০.০
বরগুনা	৭৬.৬	৪.৯	১০.৬	৬.৯	১.১	১০০.০
বরিশাল	৫৭.২	৪.৬	১৮.৭	১৬.৬	৩.০	১০০.০
ভোলা	৬৬.৫	১৪.১	১২.৩	৬.৬	০.৫	১০০.০
বগুড়া	৬৫.৪	৭.৪	১৪.৪	১১.৩	১.৫	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৪.২	১৩.৪	১৩.২	১৩.৭	৫.৫	১০০.০
চাঁদপুর	৭৩.০	১৩.৪	৮.১	৩.৮	১.৭	১০০.০
চট্টগ্রাম	৬৭.৬	১৭.১	১১.৬	২.৪	১.২	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৮৪.৭	৩.৮	৮.৪	২.৪	০.৬	১০০.০
কুমিল্লা	৪৮.৯	১১.৭	৩০.১	৪.৭	৪.৬	১০০.০
কক্সবাজার	৮৫.৩	৫.৭	৬.৬	১.৬	০.৮	১০০.০
ঢাকা	৭৯.৭	৪.৩	১২.৯	২.৮	০.৩	১০০.০
দিনাজপুর	৫৩.৭	৮.৪	১২.৫	২১.৩	৪.১	১০০.০
ফরিদপুর	৬৩.৬	১২.৫	২১.০	২.০	০.৯	১০০.০
ফেনী	৬৮.৩	৯.২	৮.৭	১১.৪	২.৩	১০০.০
গাইবান্ধা	৫৮.৮	১৮.৫	১৭.৫	৩.৭	১.৫	১০০.০
গাজীপুর	৫৫.৭	৭.৬	১৮.০	১৪.১	৪.৫	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৬৬.১	৯.০	২২.৮	০.৯	১.১	১০০.০
হবিগঞ্জ	৪১.৭	৪.৪	১৬.৮	৩৩.০	৪.১	১০০.০

জয়পুরহাট	৭৯.৫	৮.১	৭.৮	৪.১	০.৫	১০০.০
জামালপুর	৫৬.৪	১৪.৫	১৮.৬	৮.৪	২.০	১০০.০
যশোর	৪৭.৬	৭.৭	৩০.৭	১০.৩	৩.৭	১০০.০
ঝালকাঠি	৫৭.৭	২১.৬	৯.২	১০.৯	০.৬	১০০.০
বিনাইদহ	৬৯.৪	১০.৮	১৩.২	৪.২	২.৪	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৬৬.৪	৮.৫	১২.২	১১.৬	১.৩	১০০.০
খুলনা	৫৪.৮	৪.৮	১৮.২	১৮.৭	৩.৪	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৬৭.২	৫.০	২১.০	৫.০	১.৮	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৬০.৩	১০.১	১৪.৭	১০.৯	৪.০	১০০.০
কুষ্টিয়া	৬৩.২	১৬.২	১৩.৬	৫.৭	১.৩	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৫৯.৯	১২.১	১৪.৫	১০.৪	৩.১	১০০.০
লালমনিরহাট	৬৮.৬	৯.০	১০.৪	৯.৫	২.৬	১০০.০
মাদারীপুর	৬০.১	১১.৮	২৩.৭	৩.৮	০.৭	১০০.০
মাগুরা	৬১.৬	৩.৯	১৭.৫	১৩.২	৩.৮	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৬২.১	১১.৬	১৬.৪	৭.৮	২.০	১০০.০
মেহেরপুর	৬১.০	৭.৮	১৯.১	৭.৫	৪.৬	১০০.০
মৌলভীবাজার	৮৫.৪	৭.৫	৪.৮	২.২	০.১	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৬৪.৯	১১.০	৭.৫	১২.৩	৪.৩	১০০.০
ময়মনসিংহ	৫৫.৯	২০.৭	১০.৭	১১.৩	১.৪	১০০.০
নওগাঁ	৬৪.৬	২.৬	১৮.৬	১৩.০	১.২	১০০.০
নড়াইল	৪১.৪	৩.৬	২৫.২	২৫.৪	৪.৫	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৬২.৮	১৩.৫	১০.৩	৯.৪	৪.১	১০০.০
নরসিংদী	৬০.৮	৭.৭	১৬.০	১৩.৯	১.৬	১০০.০
নাটোর	৫২.১	৭.৪	২৯.৩	৭.৯	৩.৩	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৭.১	৯.১	২৬.২	৬.৯	০.৬	১০০.০
নেত্রকোনা	৭২.৮	৫.৭	১৬.৭	৩.২	১.৫	১০০.০
নীলফামারী	৬৪.৯	১০.২	১৫.৩	৮.৭	১.০	১০০.০
নোয়াখালী	৭০.৪	৭.৫	১৬.৬	৪.৩	১.৩	১০০.০
পাবনা	৫৫.৭	৮.২	২৭.৯	৫.৭	২.৫	১০০.০
পঞ্চগড়	৭৮.৯	৮.১	৫.৬	৬.৮	০.৬	১০০.০
পটুয়াখালী	৬১.৪	৯.১	১৬.৪	১১.৫	১.৬	১০০.০
পিরোজপুর	৬৯.৯	১৫.৬	১২.৯	১.১	০.৫	১০০.০
রাজশাহী	৭৯.৪	৪.৫	১১.৫	৩.৮	০.৭	১০০.০
রাজবাড়ী	৬২.১	৯.৮	২২.১	৫.০	১.০	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৭৩.৩	৯.১	১০.১	৬.৪	১.২	১০০.০
রংপুর	৬৮.৭	১৩.২	১৪.১	৩.৯		১০০.০
শরীয়তপুর	৫৩.৪	৭.৪	২৬.১	৯.৮	৩.২	১০০.০
সাতক্ষীরা	৬৭.৫	১৮.৬	১০.১	৩.৫	০.৪	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৪৬.৭	১০.৩	১৭.২	২০.৮	৫.০	১০০.০
শেরপুর	৮১.৫	৮.৭	৩.৭	৫.৫	০.৬	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৬২.৭	২১.৫	১৩.৩	২.৫	০.০	১০০.০
সিলেট	৬৮.৭	১১.৭	৬.৪	১১.৯	১.৩	১০০.০
টাঙ্গাইল	৫৪.৫	১৯.২	২২.১	৩.৯	০.৩	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৬৩.০	১০.৩	১৯.৪	৬.৯	০.৪	১০০.০
মোট	৬৩.৮	১০.২	১৫.৯	৮.১	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.১: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৩৭.৮	৪৭.৯	১২.৩	২.০	১০০.০
শহর	৩৫.৯	৫১.৪	১০.৮	১.৯	১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.২: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৩৮.২	৫০.১	৯.৭	২.০	১০০.০
মহিলা	৩৬.৪	৪৮.২	১৩.৫	১.৯	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৬৩.৭	৩৬.৩			১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৩: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৩৬.৬	৫০.৬	১১.১	১.৭	১০০.০
২৫-৩৪	৩৭.৪	৪৯.২	১১.৩	২.১	১০০.০
৩৫-৪৪	৩৭.২	৫০.৬	১০.৫	১.৭	১০০.০
৪৫-৫৪	৩৬.৯	৪৮.৮	১২.৪	২.০	১০০.০
৫৫-৬৪	৩৭.৫	৪৬.০	১৪.০	২.৪	১০০.০
৬৫-৭৫	৩৭.৮	৪৪.৮	১৫.০	২.৪	১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৪: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৩৭.৫	৪২.৭	১৭.২	২.৬	১০০.০
প্রাথমিক	৪০.৪	৪৫.২	১২.৮	১.৭	১০০.০
মাধ্যমিক	৩৫.৮	৫২.৭	৯.৮	১.৭	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৫.৩	৫৪.২	৮.২	২.২	১০০.০
ডিপ্লোমা	৩৮.১	৫৫.৫	৩.৮	২.৬	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	২৬.৬	৬৭.৮	৫.৬		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৩৩.৪	৫৯.০	৫.১	২.৬	১০০.০
ডাক্তার	৩৬.৬	৫৪.৮	৩.৯	৪.৭	১০০.০
প্রকৌশল	৪৬.২	৫১.৬	১.৭	০.৫	১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৫: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেक्टर ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৪০.৫	৪৬.৫	১১.৩	১.৭	১০০.০
শিল্প	৩৫.৪	৪৯.৮	১২.৪	২.৪	১০০.০
সেবা	৩৬.৮	৫১.৭	৯.৩	২.১	১০০.০
মোট	৩৭.৮	৪৯.৭	১০.৪	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৬: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৪০.৩	৪৬.৫	১১.৩	১.৯	১০০.০
ব্যবসা	৩৭.৬	৫১.৮	৮.৪	২.২	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৩৬.৭	৫৫.২	৬.০	২.০	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৩২.৮	৫৭.৭	৭.৩	২.২	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৩৩.১	৫৭.০	৭.২	২.৭	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৩৪.৫	৫৫.১	৩.৮	৬.৫	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৩১.১	৬১.৭	৬.০	১.২	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৪০.৩	৫১.৭	৩.৩	৪.৮	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৩৮.৬	৪৭.৫	১২.৬	১.৩	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৩৭.৬	৪৯.১	১০.৮	২.৫	১০০.০
রিজার্ভা/ভ্যান চালক	৩৮.৮	৪৮.৪	১০.৬	২.১	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৩৪.৩	৫২.১	১০.১	৩.৫	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৩৪.১	৫২.৮	১১.৫	১.৬	১০০.০
গৃহকর্মী	৩৫.২	৪১.৭	২১.০	২.১	১০০.০
ছাত্র	৩৯.৩	৫১.৪	৭.০	২.৩	১০০.০
বেকার	৩৯.২	৪৯.৭	৯.১	২.০	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৩৮.২	৪৫.১	১৪.৪	২.৩	১০০.০
গৃহিণী	৩৬.৩	৪৮.৫	১৩.৩	১.৯	১০০.০
অন্যান্য	৩৯.৯	৪৬.২	১২.০	১.৮	১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৭: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৩৭.০	৪৯.৪	১১.৬	১.৯	১০০.০
হিন্দু	৩৯.৫	৪৪.১	১৩.৭	২.৭	১০০.০
খ্রিস্টান	৩৬.৮	৫০.৫	৯.২	৩.৫	১০০.০
বৌদ্ধ	৩৬.৬	৪৭.৯	১৩.০	২.৫	১০০.০
অন্যান্য	৩৪.৭	৩৭.১	২৮.২		১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৮: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৪৫.০	৪০.৩	১৩.২	১.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৩৫.৯	৫৩.৯	৮.১	২.১	১০০.০
ঢাকা	৩৫.৫	৫০.৬	১১.৮	২.২	১০০.০
খুলনা	৩৯.৭	৪৫.৮	১২.০	২.৫	১০০.০
ময়মনসিংহ	৪২.১	৪৬.০	১০.৫	১.৫	১০০.০
রাজশাহী	৩৩.৯	৫১.৪	১২.৮	১.৯	১০০.০
রংপুর	৩৩.৯	৪৯.৪	১৫.১	১.৬	১০০.০
সিলেট	৪৭.৫	৩৪.৬	১৬.১	১.৮	১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৩.৯: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত	একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	২৯.৪	৫৭.৬	১১.৩	১.৭	১০০.০
বান্দরবান	৩২.২	৫৭.০	৯.১	১.৮	১০০.০
বরগুনা	৪৩.৭	৪৪.৩	৯.৯	২.০	১০০.০
বরিশাল	৪০.৯	৩১.৮	২৪.১	৩.২	১০০.০
ভোলা	৪৩.৭	৪৭.৯	৭.৬	০.৮	১০০.০
বগুড়া	৩৭.৪	৫২.০	৯.২	১.৪	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৮.৩	৪৩.৬	২৫.০	৩.০	১০০.০
চাঁদপুর	৩৯.৪	৫৪.৬	৪.৬	১.৪	১০০.০
চট্টগ্রাম	২৯.৮	৬৪.৬	৪.৯	০.৭	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৭৭.৩	১২.৪	৯.২	১.১	১০০.০
কুমিল্লা	৪৩.৮	৪৬.৫	৫.২	৪.৫	১০০.০
কক্সবাজার	৪৫.৭	৫০.০	৩.৯	০.৪	১০০.০
ঢাকা	২৬.৮	৬২.৯	৯.০	১.৪	১০০.০
দিনাজপুর	২৭.৩	৪৩.৭	২৬.৫	২.৫	১০০.০
ফরিদপুর	৫২.৪	৩৩.০	১২.৪	২.২	১০০.০
ফেনী	৩৩.১	৫৪.২	১০.২	২.৬	১০০.০
গাইবান্ধা	২৫.৩	৬২.৭	১০.১	১.৯	১০০.০
গাজীপুর	৪২.২	৩৮.৯	১৫.৩	৩.৬	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৫৭.৯	৪০.৯	০.৮	০.৪	১০০.০
হবিগঞ্জ	২৭.৫	২৮.৯	৩৮.১	৫.৫	১০০.০
জয়পুরহাট	৪২.৫	৫৪.৬	২.৩	০.৬	১০০.০
জামালপুর	৩৪.০	৫৬.২	৮.২	১.৬	১০০.০
যশোর	৩৭.৯	৪৭.৮	১২.০	২.৪	১০০.০
ঝালকাঠি	৪০.৪	৪৪.২	১৪.৫	০.৯	১০০.০
বিনাইদহ	৪৬.৫	৪৩.১	৭.৫	৩.০	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৩২.৫	৪৯.০	১৭.৫	১.০	১০০.০
খুলনা	৩২.৬	৪২.০	২১.৭	৩.৬	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৩৫.৬	৪৩.১	১৮.৫	২.৮	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৩৭.৫	৩৭.২	২২.৪	৩.০	১০০.০
কুষ্টিয়া	৩০.৪	৬১.০	৬.৮	১.৮	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৪৪.০	৩৯.৯	১৩.২	৩.০	১০০.০
লালমনিরহাট	৪৭.০	৩৪.৫	১৫.৫	২.৯	১০০.০
মাদারীপুর	৪২.২	৫১.১	৬.০	০.৭	১০০.০
মাগুরা	৪২.৯	৩৪.২	১৮.৭	৪.৩	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৩০.১	৫৪.২	১২.৫	৩.৩	১০০.০
মেহেরপুর	২৯.৪	৫০.৯	১৬.০	৩.৮	১০০.০
মৌলভীবাজার	৩৭.১	৫৯.৬	৩.৩		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	২৫.৯	৫১.৩	১৮.৩	৪.৫	১০০.০
ময়মনসিংহ	৩৬.৪	৪৮.৪	১৩.৫	১.৬	১০০.০
নওগাঁ	২১.৪	৫৭.৬	১৮.৯	২.১	১০০.০

নড়াইল	৩৪.৭	৩৬.৬	২৪.১	৪.৬	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৫২.১	৩১.০	১৩.০	৩.৯	১০০.০
নরসিংদী	১৮.৭	৬০.৬	১৯.১	১.৫	১০০.০
নাটোর	৩৯.২	৪৬.৭	১১.৬	২.৫	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৩.৫	৩৬.৬	৯.৪	০.৫	১০০.০
নেত্রকোনা	৫৭.৮	৩৯.৮	২.১	০.৪	১০০.০
নীলফামারী	৩৮.১	৪৭.০	১৪.৩	০.৫	১০০.০
নোয়াখালী	২৯.৪	৬২.৪	৭.১	১.১	১০০.০
পাবনা	২৭.২	৫৭.৭	১১.৯	৩.২	১০০.০
পঞ্চগড়	৫৩.৬	৩৫.৪	৯.৬	১.৪	১০০.০
পটুয়াখালী	৪০.৫	৪৬.৫	১২.১	০.৯	১০০.০
পিরোজপুর	৬৪.৫	৩২.৭	২.৬	০.২	১০০.০
রাজশাহী	২৮.৮	৬৪.৬	৬.০	০.৫	১০০.০
রাজবাড়ী	৩২.৭	৫৬.৫	৯.৬	১.৩	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৪৪.৩	৪৪.৩	৭.২	৪.২	১০০.০
রংপুর	৩২.৫	৬০.৫	৭.০		১০০.০
শরীয়তপুর	২৭.৭	৫৮.৩	১০.৩	৩.৮	১০০.০
সাতক্ষীরা	৪১.৯	৫২.৯	৪.৩	০.৯	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৩৪.৫	৩৬.৬	২৫.৬	৩.২	১০০.০
শেরপুর	৫৫.৮	২৮.৭	১৩.৪	২.১	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৫৬.৩	৩৫.৮	৭.৯		১০০.০
সিলেট	৬২.৩	২১.৪	১৪.৭	১.৬	১০০.০
টাঙ্গাইল	৪৩.৫	৪৭.০	৮.৫	০.৯	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৩০.৫	৫৮.৮	১০.৩	০.৪	১০০.০
মোট	৩৭.২	৪৯.০	১১.৮	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৪.১: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৬৮.৪	১৮.২	১১.২	২.২	১০০.০
শহর	৭২.৭	১৬.৩	৯.২	১.৯	১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.২: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৭২.৭	১৬.৭	৮.৬	১.৯	১০০.০
মহিলা	৬৭.৫	১৮.৩	১২.১	২.২	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.৩: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স					
১৮-২৪	৭০.৯	১৮.০	৯.৩	১.৮	১০০.০
২৫-৩৪	৭০.৭	১৬.৯	১০.২	২.২	১০০.০
৩৫-৪৪	৭০.০	১৮.৬	৯.৫	১.৯	১০০.০
৪৫-৫৪	৭০.২	১৭.০	১০.৫	২.২	১০০.০
৫৫-৬৪	৬৭.৪	১৭.৭	১২.৮	২.১	১০০.০
৬৫-৭৫	৬৬.০	১৭.৩	১৪.৪	২.৩	১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.৪ : একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৬৪.৯	১৭.৪	১৫.২	২.৪	১০০.০
প্রাথমিক	৬৯.৫	১৭.৭	১০.৯	১.৮	১০০.০
মাধ্যমিক	৭০.৮	১৮.০	৯.৩	২.০	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৭৪.২	১৬.২	৭.৩	২.৩	১০০.০
ডিপ্লোমা	৭০.৪	২১.৩	৬.৪	১.৯	১০০.০
সেবিকা/খাত্রীবিদ্যা	৭১.৯	৮.৪	১৯.১	০.৭	১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৭৬.০	১৭.৪	৪.৪	২.২	১০০.০
ডাক্তার	৭৬.৪	১৫.৪	৫.৮	২.৪	১০০.০
প্রকৌশল	৮৩.৩	১৬.৭			১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.৫: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৭০.৫	১৭.৪	১০.৪	১.৭	১০০.০
শিল্প	৭০.৯	১৬.২	১০.৩	২.৭	১০০.০
সেবা	৭৩.১	১৬.৭	৮.১	২.১	১০০.০
মোট	৭১.৯	১৬.৯	৯.২	২.০	১০০.০

সারণী ৫.৪.৬: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৭০.৪	১৭.৭	১০.১	১.৮	১০০.০
ব্যবসা	৭৫.৪	১৫.৮	৬.৯	১.৯	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৭৮.৫	১৫.০	৫.৪	১.১	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৭৬.৩	১৩.১	৭.২	৩.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৭২.৭	১৮.৩	৫.৭	৩.৩	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৭৩.৪	১৯.১	৫.৩	২.২	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৭৬.০	১৫.৩	৬.৪	২.৩	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৭৩.২	২৪.২	১.৯	০.৮	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৬৭.৬	১৮.৭	১১.৭	২.০	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৭১.৬	১৬.৬	৯.৭	২.০	১০০.০
রিট্রা/ভ্যান চালক	৭১.৭	১৭.০	৮.৫	২.৭	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৭৫.০	১৪.২	৮.৯	১.৯	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৭১.৯	১৮.৩	৮.৭	১.০	১০০.০
গৃহকর্মী	৬৮.০	১৬.২	১৪.৯	০.৯	১০০.০
ছাত্র	৭৫.২	১৬.৩	৬.৬	১.৯	১০০.০
বেকার	৭০.৭	১৭.৭	৯.৮	১.৭	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৬৮.৩	১৭.১	১১.৯	২.৬	১০০.০
গৃহিণী	৬৭.৫	১৮.৪	১২.০	২.১	১০০.০
অন্যান্য	৬৭.৩	১৫.৮	১৩.৩	৩.৬	১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.৭: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৬৯.৮	১৭.৮	১০.৩	২.০	১০০.০
হিন্দু	৬৮.৮	১৫.৫	১৩.১	২.৬	১০০.০
খ্রিষ্টান	৬৬.৭	১২.১	১৪.৭	৬.৫	১০০.০
বৌদ্ধ	৭২.৭	১০.৬	১৪.২	২.৫	১০০.০
অন্যান্য	৪০.৫	১৩.২	৪৬.৩		১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.৮: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৬৬.২	১৯.২	১২.৮	১.৮	১০০.০
চট্টগ্রাম	৭০.৯	১৯.৪	৭.৪	২.৪	১০০.০
ঢাকা	৭০.২	১৮.৩	৯.৪	২.১	১০০.০
খুলনা	৬৬.৬	১৮.৬	১২.৪	২.৫	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৪.২	১৪.২	১০.৪	১.২	১০০.০
রাজশাহী	৬৮.৪	১৬.৭	১২.৯	২.০	১০০.০
রংপুর	৬৯.৫	১৬.৪	১১.৯	২.২	১০০.০
সিলেট	৭১.২	১৩.১	১৪.২	১.৫	১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৪.৯: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্বোচ্চ দুই বার	সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৫৮.৮	২৫.৮	১৪.১	১.৪	১০০.০
বান্দরবান	৬৬.৭	১৭.৭	১৪.৭	০.৯	১০০.০
বরগুনা	৮০.০	৯.৪	৮.৯	১.৬	১০০.০
বরিশাল	৫১.৬	২১.৯	২২.৬	৩.৮	১০০.০
ভোলা	৭৩.৫	১৮.৩	৮.০	০.১	১০০.০
বগুড়া	৬৭.৩	১৭.৫	১৩.৯	১.৩	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৬.৪	১৬.৩	২২.৫	৪.৭	১০০.০
চাঁদপুর	৭৫.৭	১৫.১	৬.৩	২.৮	১০০.০
চট্টগ্রাম	৭৫.১	২১.৬	২.৩	১.০	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৮৩.৩	৮.৯	৬.৬	১.২	১০০.০
কুমিল্লা	৫৯.৫	২৯.৪	৬.৮	৪.৩	১০০.০
কক্সবাজার	৯০.৩	৬.০	৩.১	০.৫	১০০.০
ঢাকা	৭৭.৮	১৬.৭	৪.৩	১.২	১০০.০
দিনাজপুর	৬২.৪	১৪.২	১৯.৮	৩.৬	১০০.০
ফরিদপুর	৭১.২	২৩.৮	৩.৯	১.২	১০০.০
ফেনী	৭০.৩	১৩.৩	১৪.১	২.২	১০০.০
গাইবান্ধা	৭০.২	২১.৩	৭.২	১.৩	১০০.০
গাজীপুর	৬০.৬	১৬.২	১৮.৪	৪.৮	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৭৫.৯	২৩.৫	০.৪	০.২	১০০.০
হবিগঞ্জ	৪৪.৪	১৭.২	৩৪.৬	৩.৮	১০০.০

জয়পুরহাট	৮৫.০	৯.৩	৫.১	০.৬	১০০.০
জামালপুর	৬৪.৬	২৩.৪	৯.৬	২.৪	১০০.০
যশোর	৫৬.৯	২৭.৭	১৩.০	২.৫	১০০.০
ঝালকাঠি	৬৫.১	২১.১	১২.৮	১.০	১০০.০
বিনাইদহ	৭১.৬	২০.৫	৬.২	১.৭	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৭২.৫	১১.৮	১৪.৬	১.১	১০০.০
খুলনা	৫৭.২	১৭.৫	২১.০	৪.৩	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮৫.৫	৯.৮	৩.৫	১.১	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৬৬.১	১৫.৭	১৪.৪	৩.৮	১০০.০
কুষ্টিয়া	৭৩.১	১৩.৯	১১.২	১.৮	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৬১.৬	২৩.৩	১২.৭	২.৪	১০০.০
লালমনিরহাট	৭০.৫	১০.১	১৫.৭	৩.৮	১০০.০
মাদারীপুর	৬৬.৮	২৭.০	৪.৮	১.৪	১০০.০
মাগুরা	৬২.৩	১৮.৪	১৪.৭	৪.৬	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৭১.৭	১৩.২	১১.৭	৩.৩	১০০.০
মেহেরপুর	৬৪.১	১৮.৭	১২.৪	৪.৮	১০০.০
মৌলভীবাজার	৮৫.৪	১১.৩	৩.৩	০.১	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৬২.৬	১২.১	২১.১	৪.২	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৩.২	১১.৭	১৪.১	১.০	১০০.০
নওগাঁ	৬৬.৫	১৩.৩	১৯.৩	০.৯	১০০.০
নড়াইল	৪৫.০	১৯.২	৩১.০	৪.৮	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৭৩.৫	১০.৬	১২.৯	৩.০	১০০.০
নরসিংদী	৬১.০	১৮.৬	১৯.১	১.৩	১০০.০
নাটোর	৫৯.৬	২৬.৯	১০.৩	৩.২	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৫.৫	২৪.৬	৯.১	০.৮	১০০.০
নেত্রকোনা	৮১.২	১৩.৫	৪.৪	০.৯	১০০.০
নীলফামারী	৬৬.৬	১৯.৪	১২.২	১.৮	১০০.০
নোয়াখালী	৮৪.১	১১.৫	৩.৩	১.০	১০০.০
পাবনা	৬৬.৬	২২.৮	৭.৭	২.৮	১০০.০
পঞ্চগড়	৮২.৬	৭.৯	৬.৬	২.৯	১০০.০
পটুয়াখালী	৬৬.২	১৭.৮	১৪.১	১.৯	১০০.০
পিরোজপুর	৭৩.৯	২৩.৮	১.৯	০.৫	১০০.০
রাজশাহী	৮১.৬	৯.৭	৮.৩	০.৩	১০০.০
রাজবাড়ী	৬৭.৪	২৩.৭	৭.৯	১.০	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮০.২	১১.৫	৫.০	৩.৪	১০০.০
রংপুর	৭৩.৮	১৭.৩	৮.৩	০.৬	১০০.০
শরীয়তপুর	৫১.২	৩৩.৪	১২.৩	৩.০	১০০.০
সাতক্ষীরা	৮৬.১	১০.১	৩.৩	০.৬	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৬১.২	১২.২	২১.২	৫.৩	১০০.০
শেরপুর	৮৪.১	৮.৯	৬.৩	০.৭	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৭৩.১	২০.৬	৬.৩		১০০.০
সিলেট	৭৯.৬	৬.২	১২.৫	১.৭	১০০.০
টাঙ্গাইল	৫৯.৭	৩০.৬	৮.৪	১.২	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৭৩.১	১৯.৫	৭.২	০.৩	১০০.০
মোট	৬৯.৭	১৭.৬	১০.৬	২.১	১০০.০

সারণী ৫.৫.১: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৭৮.১	১৫.৭	৪.৯	১.৩	১০০.০
শহর	৭৭.৭	১৭.৬	৩.৫	১.৩	১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.২: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৭৮.২	১৭.০	৩.৬	১.২	১০০.০
মহিলা	৭৭.৮	১৫.৭	৫.১	১.৪	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.৩: জাতীয় সংসদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৭৮.৬	১৬.৫	৩.৭	১.৩	১০০.০
২৫-৩৪	৭৮.৪	১৬.০	৪.১	১.৫	১০০.০
৩৫-৪৪	৭৮.০	১৬.৫	৪.৩	১.২	১০০.০
৪৫-৫৪	৭৮.১	১৬.০	৪.৭	১.২	১০০.০
৫৫-৬৪	৭৬.৯	১৬.৩	৫.৪	১.৪	১০০.০
৬৫-৭৫	৭৬.৫	১৬.৪	৬.০	১.১	১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.৪: জাতীয় সংসদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৭৭.২	১৪.৬	৬.৭	১.৪	১০০.০
প্রাথমিক	৭৮.৬	১৫.৯	৪.৩	১.২	১০০.০
মাধ্যমিক	৭৮.০	১৬.৭	৩.৯	১.৩	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৭৭.৫	১৭.৯	৩.০	১.৬	১০০.০
ডিপ্লোমা	৭৭.৩	২০.৪	১.২	১.১	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৭০.১	১০.১	১৯.১	০.৭	১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৭৭.৯	১৮.৮	২.২	১.২	১০০.০
ডাক্তার	৯২.২	৪.৬		৩.২	১০০.০
প্রকৌশল	৬৯.১	২৯.১		১.৮	১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.৫: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৭৮.৫	১৬.২	৪.৩	১.০	১০০.০
শিল্প	৭৫.৮	১৭.৭	৫.০	১.৫	১০০.০
সেবা	৭৭.৯	১৭.৫	৩.৪	১.২	১০০.০
মোট	৭৭.৮	১৭.১	৩.৯	১.২	১০০.০

সারণী ৫.৫.৬: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৭৮.৬	১৬.০	৪.৩	১.১	১০০.০
ব্যবসা	৭৬.৬	১৮.২	৪.১	১.২	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৭১.২	২৫.৬	২.২	১.০	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৮০.৮	১৫.৯	২.১	১.২	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৭৯.০	১৮.২	১.৭	১.০	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৭৯.০	১৯.১	১.২	০.৭	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৭৮.৮	১৭.৫	২.৮	১.০	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৭৭.৬	১৯.৩	৩.১		১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৮০.১	১৪.২	৪.৬	১.২	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৭৪.৩	২০.৫	৩.৮	১.৪	১০০.০
রিক্সা/ভ্যান চালক	৮৩.০	১৪.০	১.৭	১.৩	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক (ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৭৬.৪	১৯.৮	১.৭	২.১	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৭৬.৫	১৬.১	৬.৪	১.০	১০০.০
গৃহকর্মী	৬৯.০	২৩.০	৬.৯	১.০	১০০.০
ছাত্র	৭৮.২	১৭.৭	২.৯	১.৩	১০০.০
বেকার	৭৭.৭	১৭.১	৩.৭	১.৫	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক/অক্ষম	৭৫.৬	১৭.৪	৫.৪	১.৬	১০০.০
গৃহিণী	৭৮.২	১৫.৩	৫.০	১.৪	১০০.০
অন্যান্য	৭০.৮	২৪.৯	৩.২	১.০	১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.৭: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৭৭.৯	১৬.৫	৪.২	১.৩	১০০.০
হিন্দু	৭৯.৩	১২.৬	৬.৮	১.৩	১০০.০
খ্রিস্টান	৭৫.২	৭.৮	১৫.৩	১.৮	১০০.০
বৌদ্ধ	৬৩.৯	২৫.৭	৮.৫	১.৯	১০০.০
অন্যান্য	৫০.৯	২৮.৯	২০.২		১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.৮: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৭৮.৬	১৫.৭	৪.৪	১.৩	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮১.৭	১৩.৮	২.৯	১.৭	১০০.০
ঢাকা	৭৬.৭	১৭.৯	৪.১	১.৩	১০০.০
খুলনা	৭৯.৮	১৩.৮	৪.৯	১.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৭.৭	১৬.৩	৫.১	০.৮	১০০.০
রাজশাহী	৭৬.৫	১৬.৮	৫.৬	১.১	১০০.০
রংপুর	৭৭.২	১৬.৫	৫.০	১.২	১০০.০
সিলেট	৭১.৬	২১.০	৬.২	১.১	১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৫.৯: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	৫ বছর	৪ বছর	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৮৭.১	৮.৫	৩.৬	০.৯	১০০.০
বান্দরবান	৭৬.৯	১৫.৩	৭.৮		১০০.০
বরগুনা	৭৯.১	১৭.০	৩.৪	০.৬	১০০.০
বরিশাল	৮৪.১	৭.০	৬.৪	২.৫	১০০.০
ভোলা	৭১.৮	২৬.২	১.১	০.৯	১০০.০
বগুড়া	৭৫.৬	১৫.৫	৭.৭	১.৩	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৮.৪	১১.৯	৭.৬	২.০	১০০.০
চাঁদপুর	৭৪.০	২৪.৬	১.৩	০.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯০.৯	৭.১	১.৩	০.৭	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৮৩.৭	১৪.৫	১.৩	০.৫	১০০.০
কুমিল্লা	৮৬.২	৮.১	২.০	৩.৮	১০০.০
কক্সবাজার	৮৬.০	১৩.২	০.১	০.৬	১০০.০
ঢাকা	৮০.৩	১৭.০	১.৯	০.৮	১০০.০
দিনাজপুর	৭৫.৯	১৫.১	৭.৯	১.১	১০০.০
ফরিদপুর	৮২.৬	১৫.৬	১.৬	০.১	১০০.০
ফেনী	৬৩.৯	২৫.৪	৮.০	২.৭	১০০.০
গাইবান্ধা	৭৯.২	১৭.৯	২.১	০.৯	১০০.০
গাজীপুর	৭১.০	২১.১	৫.২	২.৬	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৮৫.১	১৩.৮	০.৬	০.৫	১০০.০
হবিগঞ্জ	৬৬.৬	১২.৪	১৮.৪	২.৬	১০০.০
জয়পুরহাট	৭৯.৫	১৬.২	৪.০	০.২	১০০.০
জামালপুর	৭১.৮	২৪.০	২.৮	১.৫	১০০.০
যশোর	৮১.৮	১০.২	৬.৫	১.৪	১০০.০
ঝালকাঠি	৬১.৭	২৭.৮	১০.০	০.৫	১০০.০
ঝিনাইদহ	৮৬.০	৯.৯	২.৪	১.৬	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৬৮.৯	২৫.৮	৫.১	০.২	১০০.০
খুলনা	৭২.৭	১৩.৬	৯.৫	৪.২	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮২.৯	১৪.১	১.৭	১.২	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৭৯.৩	৫.৬	১১.৭	৩.৩	১০০.০
কুষ্টিয়া	৭৩.৭	২২.৫	৩.০	০.৮	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৬৭.৭	২১.৬	৮.০	২.৭	১০০.০
লালমনিরহাট	৮২.৫	১৪.১	২.৭	০.৮	১০০.০
মাদারীপুর	৮০.৪	১৫.৬	৩.৭	০.৩	১০০.০
মাগুরা	৭৯.৫	১০.৪	৭.৭	২.৪	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৭৯.৮	১৩.৯	৪.৭	১.৫	১০০.০
মেহেরপুর	৮৪.৯	১১.৭	৩.১	০.৩	১০০.০
মৌলভীবাজার	৭৯.৯	১৯.৩	০.৮	০.১	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৭০.০	১৯.২	৯.২	১.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৪.২	১৬.২	৮.৮	০.৯	১০০.০
নওগাঁ	৮২.৮	৮.২	৮.৭	০.৩	১০০.০
নড়াইল	৬৮.৭	১১.৬	১৫.৯	৩.৯	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৬৯.১	২০.৫	৭.৭	২.৮	১০০.০

নরসিংদী	৭২.০	১১.৮	১৪.১	২.০	১০০.০
নাটোর	৭৮.১	১৪.২	৬.৬	১.১	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৯.১	৮.৭	১.৯	০.৩	১০০.০
নেত্রকোনা	৯০.৯	৮.৯	০.২		১০০.০
নীলফামারী	৭৩.৩	১৯.০	৬.১	১.৭	১০০.০
নোয়াখালী	৭৫.৫	২২.০	১.৩	১.১	১০০.০
পাবনা	৭৫.৯	২০.৯	১.১	২.১	১০০.০
পঞ্চগড়	৭৬.৩	২০.৮	১.৪	১.৬	১০০.০
পটুয়াখালী	৭৬.৬	১৫.৫	৬.৫	১.৪	১০০.০
পিরোজপুর	৮৮.৯	১০.১	০.৯		১০০.০
রাজশাহী	৬৬.৬	৩০.২	২.৯	০.৩	১০০.০
রাজবাড়ী	৭৯.৮	১৬.৪	৩.৭	০.২	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৬৯.৪	২৪.৩	৩.৮	২.৬	১০০.০
রংপুর	৭৩.৬	২৪.৬	১.৭	০.১	১০০.০
শরীয়তপুর	৮৫.৫	৯.৭	৩.৮	১.১	১০০.০
সাতক্ষীরা	৭৯.৬	১৯.৯	০.৪	০.১	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৭৩.৪	১৫.৬	৯.০	২.১	১০০.০
শেরপুর	৮৩.৯	১৩.২	২.৩	০.৬	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৬৮.১	৩০.১	১.৮		১০০.০
সিলেট	৭২.২	২১.৯	৪.৪	১.৬	১০০.০
টাঙ্গাইল	৬৯.৯	২৭.৪	২.৫	০.২	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৮২.৩	১৩.৫	৩.৯	০.৩	১০০.০
মোট	৭৮.০	১৬.৩	৪.৫	১.৩	১০০.০

সারণী ৫.৬.১: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৮৪.৪	৬.৯	৭.০	১.৭	১০০.০
শহর	৮৮.২	৫.০	৫.২	১.৬	১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৪	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.২: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৮৭.৬	৫.৭	৫.১	১.৬	১০০.০
মহিলা	৮৪.০	৬.৮	৭.৫	১.৭	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৪	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.৩: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৮৫.৮	৬.৪	৬.০	১.৮	১০০.০
২৫-৩৪	৮৫.৭	৬.৭	৫.৮	১.৮	১০০.০
৩৫-৪৪	৮৬.৯	৫.৯	৫.৭	১.৫	১০০.০
৪৫-৫৪	৮৫.৬	৫.৯	৬.৮	১.৬	১০০.০
৫৫-৬৪	৮৪.০	৬.৮	৭.৭	১.৫	১০০.০
৬৫-৭৫	৮২.৮	৬.৩	৯.২	১.৭	১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৪	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.৪: কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮১.৭	৬.৮	৯.৯	১.৭	১০০.০
প্রাথমিক	৮৪.৬	৭.২	৬.৬	১.৬	১০০.০
মাধ্যমিক	৮৭.১	৬.১	৫.২	১.৫	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৮৯.৬	৪.৬	৪.০	১.৮	১০০.০
ডিপ্লোমা	৮৮.৫	২.৭	৫.৫	৩.৩	১০০.০
সেবিকা/খাত্রীবিদ্যা	৯২.৯		৭.১		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৮৯.৬	৪.৫	৩.৮	২.১	১০০.০
ডাক্তার	৯১.৩	৪.০	৩.৪	১.৩	১০০.০
প্রকৌশল	৯৭.৯	০.৪		১.৮	১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৪	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.৫: কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেक्टर ভিত্তিক বিন্যাস					
	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৮৬.২	৬.৫	৫.৯	১.৪	১০০.০
শিল্প	৮৭.১	৪.৫	৬.৫	২.০	১০০.০
সেবা	৮৮.২	৫.৭	৪.৬	১.৪	১০০.০
মোট	৮৭.৪	৫.৮	৫.৩	১.৫	১০০.০

সারণী ৫.৬.৬: কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৮৬.৩	৬.৪	৫.৯	১.৫	১০০.০
ব্যবসা	৮৮.৮	৫.৩	৪.৫	১.৪	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৯১.৮	৪.৯	১.৭	১.৬	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৯১.৪	৪.২	৩.০	১.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৯৩.৮	৩.২	১.৮	১.৩	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৮৭.৭	৩.৯	৭.১	১.৩	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৯০.৭	৩.৯	৩.৫	১.৯	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৮৯.১	৬.১	২.১	২.৭	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৮৩.৭	৭.৬	৭.২	১.৫	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৯০.১	৩.০	৫.০	১.৮	১০০.০
রিজার্ভ/অ্যান চালক	৮৪.৪	৮.০	৫.৯	১.৬	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৯১.৪	৪.২	৩.৬	০.৮	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮৫.৬	৮.৩	৫.২	০.৯	১০০.০
গৃহকর্মী	৮৬.০	৫.০	৭.০	২.১	১০০.০
ছাত্র	৮৮.৫	৪.৬	৪.৯	২.০	১০০.০
বেকার	৮৮.১	৪.২	৬.১	১.৬	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮৩.৬	৫.৬	৮.২	২.৬	১০০.০
গৃহিণী	৮৩.৮	৭.০	৭.৫	১.৭	১০০.০
অন্যান্য	৮৯.০	৪.৩	৫.২	১.৬	১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৪	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.৭: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮৫.৯	৬.৩	৬.২	১.৬	১০০.০
হিন্দু	৮২.২	৬.৫	৯.১	২.১	১০০.০
খ্রিস্টান	৯৩.৮	৩.৭	০.৮	১.৭	১০০.০
বৌদ্ধ	৭৮.৭	৭.৭	১২.২	১.৩	১০০.০
অন্যান্য	৪৫.৯	১৫.৮	৩৮.৩		১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৮	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.৮: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৮৬.৭	৬.২	৫.৬	১.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৮.১	৬.১	৪.২	১.৬	১০০.০
ঢাকা	৮৭.৬	৫.১	৫.৬	১.৭	১০০.০
খুলনা	৮২.৪	৭.৪	৭.৭	২.৪	১০০.০
ময়মনসিংহ	৮২.৪	৭.৬	৮.২	১.৯	১০০.০
রাজশাহী	৮৫.৫	৬.০	৭.০	১.৫	১০০.০
রংপুর	৮২.৪	৮.৩	৮.১	১.২	১০০.০
সিলেট	৮২.৫	৫.৮	১০.১	১.৫	১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৮	১.৭	১০০.০

সারণী ৫.৬.৯: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার	ক্ষমতাসীন সরকার	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৮৯.০	৫.৩	৪.৩	১.৪	১০০.০
বান্দরবান	৮৪.০	৪.১	১১.২	০.৭	১০০.০
বরগুনা	৯১.২	২.৮	৫.০	১.০	১০০.০
বরিশাল	৭৯.৮	৬.১	১০.২	৩.৮	১০০.০
ভোলা	৯৪.২	৩.৬	২.১	০.২	১০০.০
বগুড়া	৮২.২	৮.০	৮.৬	১.১	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৬.৫	১১.০	১০.৯	১.৫	১০০.০
চাঁদপুর	৯৩.৮	২.৯	৩.২	০.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৫.০	২.০	২.৭	০.৩	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৪.১	১.৪	৪.১	০.৫	১০০.০
কুমিল্লা	৮২.৩	১০.৪	২.৮	৪.৪	১০০.০
কক্সবাজার	৯০.২	৬.৭	২.৬	০.৬	১০০.০
ঢাকা	৯৪.৭	১.৪	২.৬	১.৩	১০০.০
দিনাজপুর	৭৩.৩	৮.০	১৬.৮	১.৯	১০০.০
ফরিদপুর	৮৯.৭	৬.১	৩.১	১.১	১০০.০
ফেনী	৮৩.৫	৫.২	৮.৯	২.৩	১০০.০
গাইবান্ধা	৯২.২	৪.৪	২.১	১.৩	১০০.০
গাজীপুর	৮০.১	৭.৮	৯.৩	২.৮	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৪.১	৫.১	০.৪	০.৩	১০০.০
হবিগঞ্জ	৬৫.৮	৬.৪	২৪.৬	৩.২	১০০.০
জয়পুরহাট	৮৪.৬	১১.৩	৩.৯	০.২	১০০.০
জামালপুর	৮৪.৫	৮.৪	৪.৮	২.২	১০০.০

যশোর	৭৮.২	৯.৯	৯.৫	২.৩	১০০.০
ঝালকাঠি	৮২.১	৮.৮	৭.৯	১.২	১০০.০
ঝিনাইদহ	৮৬.৫	৮.৪	২.৫	২.৬	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৮১.০	১০.৪	৭.৫	১.০	১০০.০
খুলনা	৭২.৯	৬.১	১৬.২	৪.৮	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৯১.৩	৪.৩	৩.০	১.৪	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৬৯.২	১১.৮	১৭.৫	১.৫	১০০.০
কুষ্টিয়া	৮২.৫	৭.৭	৬.২	৩.৬	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮৪.৪	৭.৯	৬.৪	১.৩	১০০.০
লালমনিরহাট	৯৩.৩	২.৪	৩.৪	১.০	১০০.০
মাদারীপুর	৯০.৬	৭.১	১.৬	০.৭	১০০.০
মাগুরা	৬৯.৯	১৫.০	১১.০	৪.১	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৮১.৪	৪.৮	১০.৬	৩.২	১০০.০
মেহেরপুর	৮৯.৩	৬.৩	৪.০	০.৩	১০০.০
মৌলভীবাজার	৯৫.২	৩.৩	১.৩	০.১	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৮২.২	৫.৩	১০.৩	২.২	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৬.৮	৭.৯	১৩.০	২.৩	১০০.০
নওগাঁ	৮৬.৯	৩.৭	৮.৭	০.৬	১০০.০
নড়াইল	৭২.৫	৪.৬	১৯.৩	৩.৬	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৮৮.১	১.৯	৮.৭	১.৩	১০০.০
নরসিংদী	৭৪.৮	৮.৯	১৪.১	২.২	১০০.০
নাটোর	৮৪.২	৩.০	৯.১	৩.৭	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯০.৯	৪.৯	৩.৭	০.৫	১০০.০
নেত্রকোনা	৯১.৬	৬.২	১.৬	০.৬	১০০.০
নীলফামারী	৭৮.৪	১২.০	৮.২	১.৪	১০০.০
নোয়াখালী	৯৩.৬	৪.৪	১.২	০.৮	১০০.০
পাবনা	৮৩.৮	১০.৬	২.৯	২.৮	১০০.০
পঞ্চগড়	৮৩.৪	৯.৫	৫.৫	১.৬	১০০.০
পটুয়াখালী	৮৫.১	৮.৩	৫.৬	১.০	১০০.০
পিরোজপুর	৮৯.৪	৯.৬	০.৮	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৯৩.৯	২.৯	২.৮	০.৪	১০০.০
রাজবাড়ী	৯৪.১	২.৭	২.৫	০.৭	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮৫.১	৮.৮	৪.২	১.৯	১০০.০
রংপুর	৯২.০	৬.২	১.৪	০.৪	১০০.০
শরীয়তপুর	৮১.১	৬.৫	৮.৬	৩.৭	১০০.০
সাতক্ষীরা	৯০.৭	৬.৯	২.২	০.২	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৮০.০	৪.৭	১৩.০	২.২	১০০.০
শেরপুর	৮৬.৮	৬.৯	৪.৮	১.৫	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮০.৬	১০.০	৯.১	০.৩	১০০.০
সিলেট	৮৭.৫	৪.১	৬.৫	২.০	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮০.৪	১৪.২	৪.৩	১.০	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৭৮.০	১৫.০	৬.২	০.৮	১০০.০
মোট	৮৫.৬	৬.৩	৬.৪	১.৭	১০০.০

অধ্যায়-৬: আইনসভার কাঠামো এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ক

সারণী ৬.১.১: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৭৭.২	৮.২	৩.৫	৯.৫	১.৬	১০০.০
শহর	৭৮.৪	৯.৭	৩.৬	৭.০	১.৩	১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.২: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৭৮.৯	৯.১	৩.৬	৭.১	১.৩	১০০.০
মহিলা	৭৬.৫	৮.৩	৩.৫	১০.০	১.৬	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০					১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.৩: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৭৭.৯	৮.৭	৩.৬	৮.৩	১.৫	১০০.০
২৫-৩৪	৭৭.৬	৯.১	৩.৮	৭.৯	১.৬	১০০.০
৩৫-৪৪	৭৮.৫	৮.৫	৩.৭	৮.০	১.৩	১০০.০
৪৫-৫৪	৭৬.৯	৯.৪	৩.৫	৮.৭	১.৫	১০০.০
৫৫-৬৪	৭৬.৭	৭.৬	৩.৩	১০.৯	১.৫	১০০.০
৬৫-৭৫	৭৬.২	৭.৮	৩.০	১১.৫	১.৫	১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.৪: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৭৪.৫	৭.৭	২.৯	১৩.১	১.৭	১০০.০
প্রাথমিক	৭৭.৩	৮.৪	৩.২	৯.৭	১.৪	১০০.০
মাধ্যমিক	৭৮.৫	৮.৯	৩.৯	৭.১	১.৫	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৭৯.৬	৯.৬	৪.০	৫.৪	১.৩	১০০.০
ডিপ্লোমা	৮৬.৩	৮.১	১.৮	১.৮	১.৯	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৮০.৭	৯.৮	৩.১	৬.৪		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৮০.৫	১০.৭	৪.৭	২.৭	১.৪	১০০.০
ডাক্তার	৭১.৪	২০.১	৩.৯	০.৮	৩.৭	১০০.০
প্রকৌশল	৮৯.৯	৭.১	৩.০			১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.৫: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৭৮.১	৮.৪	৩.৫	৮.৮	১.১	১০০.০
শিল্প	৭৭.৮	৮.৫	৪.১	৮.২	১.৪	১০০.০
সেবা	৭৮.৪	১০.০	৩.৫	৬.৮	১.২	১০০.০
মোট	৭৮.২	৯.৩	৩.৬	৭.৭	১.২	১০০.০

সারণী ৬.১.৬: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৭৮.১	৮.৩	৩.৫	৮.৯	১.১	১০০.০
ব্যবসা	৭৮.৭	৯.৯	৪.০	৫.৯	১.৪	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৮০.৬	১৩.৯	১.৭	৩.০	০.৮	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৭৯.৭	১১.৭	৩.৫	৪.০	১.২	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৮১.৭	১০.২	৩.৭	৩.০	১.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৭৭.৭	৯.৩	৭.৭	৩.৯	১.৪	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৭৭.৮	১১.৫	৫.৫	৪.৩	০.৮	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৭১.৮	১২.৭	১৩.২	১.৬	০.৭	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৭৭.৩	৮.৭	৩.১	১০.০	০.৯	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৭৮.৪	৮.৩	৩.২	৮.৯	১.২	১০০.০
রিক্সা/ভ্যান চালক	৮০.২	৭.২	৩.০	৭.২	২.৪	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮২.৪	৮.১	১.৯	৬.১	১.৫	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৭৬.৪	১৩.০	২.৭	৭.০	০.৯	১০০.০
গৃহকর্মী	৭৪.২	৯.২	২.৭	১৩.৫	০.৪	১০০.০
ছাত্র	৮০.৬	৮.৯	৩.৩	৫.৮	১.৪	১০০.০
বেকার	৭৮.১	৯.০	৩.৪	৭.৯	১.৬	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৭৫.৫	৯.৪	৩.৫	৯.৫	২.০	১০০.০
গৃহিণী	৭৬.৯	৮.০	৩.৬	৯.৮	১.৭	১০০.০
অন্যান্য	৭৫.৭	৮.৮	৪.১	১০.৪	১.০	১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.৭: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৭৭.৮	৮.৭	৩.৬	৮.৫	১.৫	১০০.০
হিন্দু	৭৪.১	৮.৮	৩.৫	১১.৯	১.৬	১০০.০
খ্রিস্টান	৭৮.৪	৩.০	৪.৯	৯.৬	৪.১	১০০.০
বৌদ্ধ	৭৯.৯	৮.২	৩.৪	৭.২	১.৩	১০০.০
অন্যান্য	৪৭.৯	৫.৯	১৮.১	২৮.২		১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.৮: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের খানা প্রধানের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৭৯.১	৮.৯	৩.৭	৭.০	১.৩	১০০.০
মহিলা	৭৪.৮	৮.০	৩.৬	১১.৬	২.০	১০০.০
মোট	৭৭.৭	৮.৬	৩.৬	৮.৫	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.৯: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস						
	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে	উভয়ের মিশ্রণ	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৭০.৩	১১.৩	৫.৯	১১.০	১.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৭৬.৯	১৪.১	২.৯	৪.৩	১.৮	১০০.০
ঢাকা	৭৮.৮	৭.৫	২.৮	৯.৪	১.৪	১০০.০
খুলনা	৮০.০	৪.৪	৫.৩	৮.৩	২.০	১০০.০
ময়মনসিংহ	৮১.৫	৬.৫	২.৪	৮.২	১.৫	১০০.০

রাজশাহী	৭৮.৯	৬.৫	৩.১	১০.৪	১.২	১০০.০
রংপুর	৭৪.১	১০.২	৪.৯	৯.৭	১.১	১০০.০
সিলেট	৭৩.৫	৬.৮	৩.৯	১৪.২	১.৬	১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.১.১০: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস						
জলো	প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে (%)	রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে (%)	উভয়ের মিশ্রণ (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
বাগেরহাট	৭৬.৫	৭.৪	৮.৩	৭.০	০.৯	১০০.০
বান্দরবান	৬৮.২	২১.৫	২.৭	৭.১	০.৫	১০০.০
বরগুনা	৬৪.৬	৬.১	৮.০	২০.৬	০.৬	১০০.০
বরিশাল	৭১.৩	১.৯	৫.০	১৮.২	৩.৭	১০০.০
ভোলা	৬০.৫	২৭.০	৫.৯	৫.৮	০.৭	১০০.০
বগুড়া	৮৫.৮	৩.৩	৩.১	৭.০	০.৮	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭০.৯	১০.২	৩.৩	১৩.১	২.৪	১০০.০
চাঁদপুর	৮৩.৭	১০.৬	৩.৫	১.৯	০.৩	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৩.২	১৪.২	০.৩	১.৭	০.৫	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯১.১	২.১	১.৪	৫.২	০.১	১০০.০
কুমিল্লা	৭৪.০	১৩.৯	৪.৪	২.৯	৪.৯	১০০.০
কক্সবাজার	৭২.৬	২৩.৯	০.৮	১.৯	০.৮	১০০.০
ঢাকা	৮০.৯	৮.৮	৩.১	৭.০	০.৩	১০০.০
দিনাজপুর	৬৯.২	৬.১	৬.২	১৬.৮	১.৭	১০০.০
ফরিদপুর	৮৩.৩	৬.৭	৩.৪	৫.৩	১.২	১০০.০
ফেনী	৫৯.৮	২৩.৬	৭.১	৬.৯	২.৬	১০০.০
গাইবান্ধা	৭৩.০	১৯.৪	৩.৫	৩.৩	০.৯	১০০.০
গাজীপুর	৭৪.২	৩.৭	৩.০	১৬.১	৩.০	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯১.০	৪.৮	৩.৮	০.৩	০.১	১০০.০
হবিগঞ্জ	৫৭.৬	৩.৮	২.৯	৩০.৯	৪.৭	১০০.০
জয়পুরহাট	৮৯.৯	৪.২	১.২	৪.৬	০.২	১০০.০
জামালপুর	৮৪.২	৯.৪	১.৪	৩.৬	১.৪	১০০.০
যশোর	৭১.৫	৬.৪	১১.০	৯.৩	১.৭	১০০.০
ঝালকাঠি	৭০.৬	১৩.৯	৩.৫	১০.৭	১.৩	১০০.০
ঝিনাইদহ	৮৭.৯	৫.৩	০.৫	৪.৫	১.৭	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৮৩.১	৬.১	৩.৪	৬.৮	০.৬	১০০.০
খুলনা	৬৮.৮	৩.৯	৫.১	১৮.১	৪.১	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮৫.৪	৪.৪	১.৮	৬.৬	১.৭	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৭৩.৪	২.৯	৩.৮	১৭.৪	২.৫	১০০.০
কুষ্টিয়া	৮৬.৮	২.৯	৩.১	৫.৪	১.৮	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৭১.৬	১৪.০	৩.০	১০.৪	১.০	১০০.০
লালমনিরহাট	৮০.৭	৪.১	৩.৪	১০.৫	১.৩	১০০.০
মাদারীপুর	৮৫.৯	১০.৮	২.২	০.৮	০.৩	১০০.০
মাগুরা	৭৭.৯	৪.৭	১.৩	১১.৭	৪.৩	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৭২.২	৬.১	২.০	১৫.৩	৪.৪	১০০.০
মেহেরপুর	৮৩.৩	৪.২	৫.০	৪.৫	২.৯	১০০.০
মৌলভীবাজার	৮৩.৫	১১.০	২.১	৩.৩		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৬১.৭	১২.৮	২.৭	১৯.৯	২.৮	১০০.০
ময়মনসিংহ	৮১.৮	৩.৩	১.৯	১১.১	১.৯	১০০.০
নওগাঁ	৭৫.৫	৬.৭	৪.৭	১২.৬	০.৫	১০০.০

নড়াইল	৭৯.১	১.৮	১.৫	১৪.২	৩.৪	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৭৮.৮	৮.৮	০.৭	৯.০	২.৬	১০০.০
নরসিংদী	৬০.১	১০.৩	৬.৩	২১.৬	১.৭	১০০.০
নাটোর	৬৯.৩	১৪.১	৫.৭	৯.৪	১.৫	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৮.৮	১১.৬	৩.৪	৬.০	০.১	১০০.০
নেত্রকোনা	৮৩.৫	৭.০	৬.৬	২.৬	০.৩	১০০.০
নীলফামারী	৮২.৯	৬.১	৪.৮	৫.২	১.১	১০০.০
নোয়াখালী	৮০.৩	১০.১	৫.০	৩.৬	১.০	১০০.০
পাবনা	৭৪.৮	৩.৯	৪.২	১৪.২	২.৯	১০০.০
পঞ্চগড়	৭০.২	১৮.১	০.৮	৯.৮	১.০	১০০.০
পটুয়াখালী	৭৫.৮	৯.৫	৭.২	৬.৮	০.৭	১০০.০
পিরোজপুর	৮১.০	১১.৪	৫.৬	১.৮	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৭৮.৬	১১.৮	০.৮	৮.৫	০.৩	১০০.০
রাজবাড়ী	৭৮.২	১০.৭	৩.১	৭.৬	০.৪	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৭৫.৬	১৩.২	৪.৩	৫.২	১.৮	১০০.০
রংপুর	৭৯.১	১২.৯	৩.৭	৪.২		১০০.০
শরীয়তপুর	৭৮.৯	৮.৯	৩.২	৬.৯	২.১	১০০.০
সাতক্ষীরা	৮৭.১	২.৫	৭.০	৩.০	০.৪	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৭৮.৯	০.৯	১.৫	১৬.৩	২.৩	১০০.০
শেরপুর	৭৪.১	১১.৯	০.৯	১১.৮	১.৪	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮১.৮	৯.২	০.২	৮.৮		১০০.০
সিলেট	৭২.৪	৪.৩	৮.৪	১৩.৪	১.৬	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮৭.৫	৫.৬	২.০	৪.৫	০.৪	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৬০.৮	১৩.৬	১৩.৬	১১.৭	০.১	১০০.০
মোট	৭৭.৫	৮.৭	৩.৬	৮.৭	১.৫	১০০.০

সারণী ৬.২.১: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৩৫.২	৩৯.১	২২.৭	৩.০	১০০.০
শহর	৩৩.৯	৩৮.৯	২৪.৯	২.৩	১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.২: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৩৬.৬	৩৯.৮	২১.০	২.৬	১০০.০
মহিলা	৩৩.৫	৩৮.৫	২৫.২	২.৮	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ		৩৬.৩	৬৩.৭		১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.৩: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৩৫.৩	৩৮.৯	২৩.৭	২.২	১০০.০
২৫-৩৪	৩৫.৩	৩৯.২	২২.৫	২.৯	১০০.০
৩৫-৪৪	৩৫.০	৩৯.৫	২৩.০	২.৫	১০০.০
৪৫-৫৪	৩৬.২	৩৮.৫	২২.৩	৩.০	১০০.০
৫৫-৬৪	৩৩.১	৩৮.৫	২৫.৪	৩.০	১০০.০
৬৫-৭৫	৩১.৬	৩৮.৯	২৬.৬	২.৯	১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.৪ : জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে যথা, নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ হিসেবে দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৩১.৪	৩৬.৪	২৯.২	৩.০	১০০.০
প্রাথমিক	৩৪.৫	৩৮.১	২৪.৮	২.৬	১০০.০
মাধ্যমিক	৩৫.২	৪০.৪	২১.৫	২.৮	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৮.৫	৩৯.৩	১৯.৭	২.৫	১০০.০
ডিপ্লোমা	৫৩.২	৩৬.৫	৯.৪	০.৮	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৩৭.২	৫২.৪	১০.৪		১০০.০
ম্নাতক/ম্নাতকোত্তর	৪০.৮	৪৩.৮	১৩.০	২.৪	১০০.০
ডাক্তার	৪০.৫	৫০.৬	৮.৯		১০০.০
প্রকৌশল	৪৩.০	৪০.৭	১৫.৯	০.৫	১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.৫: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৩৭.৬	৩৭.৯	২২.২	২.৩	১০০.০
শিল্প	৩৩.৯	৩৮.৬	২৪.৫	৩.০	১০০.০
সেবা	৩৪.৯	৪১.১	২১.৪	২.৬	১০০.০
মোট	৩৫.৬	৩৯.৭	২২.১	২.৫	১০০.০

সারণী ৬.২.৬: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৩৭.৮	৩৭.৮	২২.০	২.৫	১০০.০
ব্যবসা	৩৭.৫	৪১.২	১৮.৩	৩.০	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৪৩.৭	৩৭.৫	১৫.৪	৩.৪	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৩৫.৫	৪১.৫	২০.৬	২.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৩৫.৫	৪৭.৫	১৪.৩	২.৬	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	২৯.৮	৫১.৮	১৩.২	৫.২	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৪৩.৬	৪৭.৪	৭.৩	১.৭	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৪৮.৪	৪২.২	৯.৩	০.১	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৩৪.১	৩৯.৯	২৪.৩	১.৮	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	২৭.৯	৩৯.৪	২৯.৭	৩.০	১০০.০
রিস্ক/ভ্যান চালক	৩৪.৬	৩৯.৫	২৩.১	২.৮	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৩৯.৪	৪১.৪	১৭.১	২.০	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	২৮.৩	৩৯.৭	২৯.২	২.৮	১০০.০
গৃহকর্মী	২৮.৬	৩৩.৭	৩৬.১	১.৬	১০০.০
ছাত্র	৪০.৬	৪০.২	১৬.৯	২.৩	১০০.০
বেকার	৩৮.৫	৩৪.০	২৫.১	২.৩	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৩৩.৯	৩৭.৪	২৬.১	২.৭	১০০.০
গৃহিণী	৩৩.৭	৩৮.৭	২৪.৭	৩.০	১০০.০
অন্যান্য	৩৪.৮	৩৭.৯	২৩.৫	৩.৮	১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.৭: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৩৫.২	৩৮.৯	২৩.২	২.৭	১০০.০
হিন্দু	৩০.৪	৪১.৫	২৪.৮	৩.৩	১০০.০
খ্রিস্টান	৩৯.০	২৪.০	৩০.৮	৬.২	১০০.০

বৌদ্ধ	৩৯.৮	২৬.৮	৩০.৩	৩.০	১০০.০
অন্যান্য	৩৬.৬	১৬.২	৪৭.২		১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.৮: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস

	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৪১.৯	৩২.১	২৪.১	১.৯	১০০.০
চট্টগ্রাম	৩৭.৮	৪৩.৩	১৬.০	২.৯	১০০.০
ঢাকা	২৭.৮	৩৮.৯	২৯.৯	৩.৪	১০০.০
খুলনা	৩৮.১	৩৭.৯	২১.৪	২.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৩৬.৯	৩৯.৭	২১.১	২.২	১০০.০
রাজশাহী	৩১.৮	৪১.৯	২৪.০	২.৩	১০০.০
রংপুর	৪০.১	৩৬.০	২১.৩	২.৬	১০০.০
সিলেট	৪১.৩	৩১.১	২৫.৬	২.০	১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.২.৯: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস

	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান	জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৩৬.৫	৩৬.৪	২৪.৩	২.৮	১০০.০
বান্দরবান	৪১.১	৩৬.৪	১৯.৬	৩.০	১০০.০
বরগুনা	৩৬.১	৩৫.৩	২৭.৪	১.২	১০০.০
বরিশাল	২৮.৮	২৪.৩	৪২.৪	৪.৪	১০০.০
ভোলা	৫৭.৫	২৯.১	১২.৩	১.১	১০০.০
বগুড়া	৩৭.৫	৩২.২	২৭.৫	২.৮	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯.১	৪১.০	৩৫.৩	৪.৫	১০০.০
চাঁদপুর	৫০.৯	৩০.৬	১৫.৫	৩.০	১০০.০
চট্টগ্রাম	৩৩.৩	৫২.২	১৩.১	১.৪	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৫০.২	২৭.৪	২১.৮	০.৬	১০০.০
কুমিল্লা	৩৬.৬	৪৫.৬	১২.০	৫.৮	১০০.০
কক্সবাজার	৫৫.২	৩৫.৯	৮.৩	০.৬	১০০.০
ঢাকা	২২.১	৩২.২	৪৪.৪	১.২	১০০.০
দিনাজপুর	৩৫.৩	৩৪.৩	২৬.০	৪.৪	১০০.০
ফরিদপুর	৪২.৬	৪০.২	১৩.৩	৩.৯	১০০.০
ফেনী	৫৪.৮	২৬.১	১৭.৩	১.৯	১০০.০
গাইবান্ধা	৫৫.৩	৩৪.২	৮.২	২.৪	১০০.০
গাজীপুর	২৫.০	৪০.৬	২৭.৩	৭.১	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৪৮.৬	৪৯.৭	১.৭	০.১	১০০.০
হবিগঞ্জ	২৪.৭	২১.৫	৪৯.৪	৪.৪	১০০.০
জয়পুরহাট	৫০.৫	৩৭.৮	১১.০	০.৬	১০০.০
জামালপুর	৪১.৩	৪২.০	১৩.৩	৩.৪	১০০.০
যশোর	৩৩.১	৪৪.০	২০.৯	২.১	১০০.০
ঝালকাঠি	৩৬.৬	৪০.৪	২১.৪	১.৬	১০০.০
বিনাইদহ	৪৫.৫	৩৭.৩	১৩.৪	৩.৭	১০০.০
খাগড়াছড়ি	২৮.১	৩২.১	৩৮.২	১.৬	১০০.০
খুলনা	৩৫.২	২৩.৯	৩৭.২	৩.৭	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	২৯.৪	৩৩.৪	৩০.৮	৬.৪	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৪২.০	১৮.১	৩৬.৩	৩.৬	১০০.০
কুষ্টিয়া	৩৭.৭	৪৬.৮	১২.৩	৩.১	১০০.০

লক্ষ্মীপুর	৪১.৬	৩৪.৩	২১.০	৩.১	১০০.০
লালমনিরহাট	২৮.৪	৩৫.৫	২৮.৭	৭.৩	১০০.০
মাদারীপুর	৪৯.৩	৩১.২	১৭.৯	১.৬	১০০.০
মাগুরা	৩৩.৪	২৭.৩	৩৫.৬	৩.৭	১০০.০
মানিকগঞ্জ	১৮.২	৪৪.৭	৩২.৬	৪.৪	১০০.০
মেহেরপুর	৩৫.৬	৩১.৯	২৯.০	৩.৬	১০০.০
মৌলভীবাজার	৫৪.০	৩৭.৭	৮.০	০.৩	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	২৯.৮	২৬.৬	৩৭.৪	৬.২	১০০.০
ময়মনসিংহ	৩০.৪	৩৭.৫	৩০.১	২.০	১০০.০
নওগাঁ	১২.৬	৫৭.৪	২৯.৩	০.৭	১০০.০
নড়াইল	৩৪.৬	৩৮.১	২৪.২	৩.২	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৩৫.৭	৩৬.৬	২১.৪	৬.৩	১০০.০
নরসিংদী	৩১.১	৩৮.৬	২৭.৮	২.৪	১০০.০
নাটোর	৩১.১	৫০.৯	১৫.৬	২.৪	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫২.৬	৩১.৮	১৫.৪	০.২	১০০.০
নেত্রকোনা	৪৫.৮	৫১.১	৩.০	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৪৭.৪	২৯.৯	২০.৭	২.০	১০০.০
নোয়াখালী	৩৫.৩	৫১.৯	১১.৮	১.০	১০০.০
পাবনা	২৯.০	৪৯.৪	১৭.৭	৩.৯	১০০.০
পঞ্চগড়	৫০.১	৩৪.৮	১৪.১	১.০	১০০.০
পটুয়াখালী	৩৯.০	৩৫.৩	২৪.৮	০.৯	১০০.০
পিরোজপুর	৫৫.৬	৪১.৪	২.৮	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৩২.০	৪৮.৬	১৮.৮	০.৬	১০০.০
রাজবাড়ী	২১.৭	৫৯.০	১৮.৬	০.৭	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৫৫.৩	২৭.৭	১৪.৪	২.৬	১০০.০
রংপুর	৩৩.১	৪৯.৪	১৭.৩	০.৩	১০০.০
শরীয়তপুর	৪৭.০	২৭.৫	২১.২	৪.৩	১০০.০
সাতক্ষীরা	৪১.২	৫০.৩	৮.০	০.৫	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	২৬.০	২৯.৩	৪০.০	৪.৭	১০০.০
শেরপুর	৪১.৭	৩০.৫	২৪.৩	৩.৬	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৪৩.৩	৪৪.৭	১১.৮	০.২	১০০.০
সিলেট	৪৩.১	২৪.১	৩০.০	২.৭	১০০.০
টাঙ্গাইল	২১.০	৬৫.০	১২.২	১.৭	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	২৮.৩	৫৩.৬	১৭.৮	০.৪	১০০.০
মোট	৩৪.৮	৩৯.০	২৩.৪	২.৭	১০০.০

সারণী ৬.৩.১: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৫৬.৬	৯.৫	৩.১	২৬.০	৪.৭	১০০.০
শহর	৫৪.০	১০.৪	৩.৪	২৮.৫	৩.৭	১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.২: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৫৮.০	১০.৬	৩.৪	২৩.৬	৪.৩	১০০.০
মহিলা	৫৪.১	৯.১	৩.১	২৯.২	৪.৫	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ				১০০.০		১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.৩: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৫৬.৪	৯.১	৩.২	২৭.৭	৩.৬	১০০.০
২৫-৩৪	৫৬.২	১০.২	৩.৪	২৫.৪	৪.৮	১০০.০
৩৫-৪৪	৫৫.৬	৯.৮	৩.৩	২৬.৮	৪.৪	১০০.০
৪৫-৫৪	৫৬.৮	১১.০	৩.৩	২৪.৯	৪.০	১০০.০
৫৫-৬৪	৫৩.২	৮.৬	২.৯	৩০.৮	৪.৫	১০০.০
৬৫-৭৫	৫৫.৪	৮.৮	২.৭	২৮.০	৫.১	১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.৪: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৫১.৬	৮.০	২.৪	৩২.৯	৫.০	১০০.০
প্রাথমিক	৫৬.৪	৯.১	৩.১	২৭.৫	৩.৯	১০০.০
মাধ্যমিক	৫৬.৯	১০.২	৩.২	২৫.১	৪.৬	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৫৮.১	১০.৮	৪.৬	২২.৭	৩.৮	১০০.০
ডিপ্লোমা	৫১.৭	২৫.৩	৪.৯	১৫.৯	২.১	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৬২.১	২০.৫		১৭.৪		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৫৯.১	১৫.৭	৫.৩	১৫.৭	৪.২	১০০.০
ডাক্তার	৭৫.৭	১০.২	১.০	৩.৯	৯.২	১০০.০
প্রকৌশল	৬৬.৪	৯.২		২৩.৬	০.৮	১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.৫: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের কর্মের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৫৮.১	১০.৬	২.৭	২৪.৪	৪.২	১০০.০
শিল্প	৫৫.৯	১০.৪	৩.৪	২৫.২	৫.১	১০০.০
সেবা	৫৭.১	১০.২	৩.৮	২৪.৮	৪.০	১০০.০
মোট	৫৭.৩	১০.৪	৩.৪	২৪.৭	৪.২	১০০.০

সারণী ৬.৩.৬: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৫৯.০	১০.১	২.৯	২৩.৬	৪.৪	১০০.০
ব্যবসা	৫৯.২	১১.৪	৩.৭	২১.০	৪.৭	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৫৬.৪	১২.২	৬.৬	২১.৭	৩.০	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৫৪.৫	১২.৬	৪.২	২৪.৬	৪.০	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৬৭.৪	১৮.৫	৪.৬	৬.৭	২.৭	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৫৫.৩	৯.৩	২.৫	২৩.৭	৯.২	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৬৮.০	১৩.১	৩.৮	১৩.২	২.০	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৬৫.১	২০.৭	৪.১	৮.১	২.০	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৫৬.৫	৯.১	৩.১	২৮.৩	৩.০	১০০.০

গার্মেন্টস কর্মী	৫৩.৯	৭.৫	৪.৭	২৯.১	৪.৮	১০০.০
রিক্সা/অ্যান চালক	৫৫.৪	১১.৩	৪.০	২৩.৪	৬.০	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৫৮.৮	১০.৯	৩.২	১৯.৯	৭.২	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৪৮.৭	১২.৮	২.৭	৩৩.৭	২.১	১০০.০
গৃহকর্মী	৫৩.১	২.৭	১.৫	৪০.৯	১.৮	১০০.০
ছাত্র	৬১.৪	৮.৮	৪.৮	২১.৪	৩.৬	১০০.০
বেকার	৫৫.৪	১১.৩	২.৮	২৭.২	৩.২	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৫৩.১	৮.৮	৩.৮	৩০.১	৪.২	১০০.০
গৃহিণী	৫৪.৩	৯.৩	৩.০	২৮.৭	৪.৭	১০০.০
অন্যান্য	৫৩.৮	১০.৭	১.৪	২৭.৩	৬.৯	১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.৭: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৫৬.০	৯.৯	৩.২	২৬.৬	৪.৩	১০০.০
হিন্দু	৫৩.৪	৯.০	৩.৪	২৮.৬	৫.৬	১০০.০
খ্রিস্টান	৫৮.৫	৪.৮	০.৮	৩১.৫	৪.৪	১০০.০
বৌদ্ধ	৫০.৮	৯.৯	২.০	৩৫.৯	১.৪	১০০.০
অন্যান্য	৪৮.৬	১৬.৭		৩৪.৭		১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.৮: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৫৯.৮	১০.৭	৬.১	২০.৪	২.৯	১০০.০
চট্টগ্রাম	৫৭.৪	১৪.১	৩.৪	১৯.৮	৫.২	১০০.০
ঢাকা	৪৮.৪	৬.৯	২.৬	৩৭.৬	৪.৫	১০০.০
খুলনা	৬৪.১	৬.২	৩.৫	২১.০	৫.৩	১০০.০
ময়মনসিংহ	৫৮.২	১০.৪	১.৮	২৫.১	৪.৫	১০০.০
রাজশাহী	৫৯.০	৮.০	২.৯	২৫.৮	৪.৩	১০০.০
রংপুর	৫৬.০	১৪.৬	৩.৯	২২.১	৩.৪	১০০.০
সিলেট	৫৫.৬	৯.৮	৩.৫	২৭.৮	৩.৩	১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৩.৯: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস						
	সব আসনে সরাসরি ভোট	সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৬৩.০	৫.০	৩.২	২৩.২	৫.৬	১০০.০
বান্দরবান	৫০.২	৭.৯	৯.১	২৮.২	৪.৬	১০০.০
বরগুনা	৫২.০	৬.৫	৬.২	৩২.৯	২.৪	১০০.০
বরিশাল	৪৯.৮	৮.২	৫.৬	২৯.৯	৬.৫	১০০.০
ভোলা	৬৭.১	১৬.০	৭.৮	৮.৯	০.২	১০০.০
বগুড়া	৬৩.৮	৮.৯	০.৬	২১.৭	৪.৯	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৭.১	১৬.৬	২.৬	৪৭.২	৬.৬	১০০.০
চাঁদপুর	৭০.০	৯.৮	৬.৮	৮.৫	৪.৮	১০০.০
চট্টগ্রাম	৫৯.২	১৩.৮	২.৯	১৯.৮	৪.২	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৭০.৬	৫.৮	০.৭	২২.০	১.০	১০০.০

কুমিল্লা	৫৯.৮	১২.১	২.৯	১৫.৯	৯.৩	১০০.০
কক্সবাজার	৬৫.০	২২.০	০.৭	১০.২	২.১	১০০.০
ঢাকা	৩৭.৫	৫.৩	১.৬	৫৩.৯	১.৭	১০০.০
দিনাজপুর	৫১.৬	১০.৯	২.৫	২৯.৯	৫.১	১০০.০
ফরিদপুর	৬৩.১	১১.১	৩.৫	১৯.৮	২.৫	১০০.০
ফেনী	৫২.২	২১.০	৫.২	১৬.০	৫.৬	১০০.০
গাইবান্ধা	৫৬.০	২৯.১	৪.৪	৭.৩	৩.২	১০০.০
গাজীপুর	৫৩.০	৪.১	৪.৪	২৮.৭	৯.৮	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯২.২	৬.৬		০.৬	০.৬	১০০.০
হবিগঞ্জ	৩৩.৫	১.৩	৪.৩	৫৩.৭	৭.২	১০০.০
জয়পুরহাট	৮০.২	৫.১	১.৭	১১.০	২.০	১০০.০
জামালপুর	৬৪.৬	১৩.০	১.৩	১৮.১	৩.১	১০০.০
যশোর	৫৯.৩	৬.৮	৮.৫	২০.৬	৪.৯	১০০.০
ঝালকাঠি	৫২.২	১৭.৪	২.০	২৫.৮	২.৬	১০০.০
বিনাইদহ	৭৩.৬	৮.৩	৪.৪	৮.৫	৫.২	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৪১.৭	৬.৭	২.২	৪৭.২	২.২	১০০.০
খুলনা	৪৭.৩	৪.৭	২.৪	৩৮.৮	৬.৮	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৫৮.৮	৪.৯	২.০	২৮.৩	৬.০	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৬২.২	১১.৬	২.৮	২০.৭	২.৭	১০০.০
কুষ্টিয়া	৭৫.৩	৫.৬	২.১	১০.৭	৬.৪	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৬২.৮	১২.২	৩.১	১৬.৫	৫.৫	১০০.০
লালমনিরহাট	৩৭.৯	৪.৬	৪.৮	৪২.০	১০.৭	১০০.০
মাদারীপুর	৬৫.১	১৪.৮	২.৩	১৪.৫	৩.৪	১০০.০
মাগুরা	৬০.২	৫.৮	০.৮	২২.৬	১০.৭	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৩৩.৩	৫.০	১.১	৫১.০	৯.৫	১০০.০
মেহেরপুর	৫৪.০	৫.৯	৪.৬	২৮.৭	৬.৮	১০০.০
মৌলভীবাজার	৬৭.৪	২০.৭	৫.৩	৫.২	১.৪	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৩৩.৩	৭.৬	৩.৯	৪৭.৬	৭.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৫১.২	৪.৬	১.৩	৩৬.৮	৬.০	১০০.০
নওগাঁ	৪৬.৯	৪.৯	২.৮	৪৩.৪	২.১	১০০.০
নড়াইল	৬৬.২	৩.৬	১.৬	২৩.২	৫.৪	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৫১.৬	৯.৮	৪.২	২৬.৬	৭.৮	১০০.০
নরসিংদী	৪৯.১	৫.৩	৫.৭	৩৬.০	৪.০	১০০.০
নাটোর	৫৯.২	৭.২	৩.৩	২৪.২	৬.০	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৩.৩	১২.৬	১.৭	১১.৬	০.৮	১০০.০
নেত্রকোনা	৭৯.০	১৪.১	১.৯	৩.২	১.৯	১০০.০
নীলফামারী	৬৫.৬	৯.১	২.৫	২০.৩	২.৬	১০০.০
নোয়াখালী	৬২.৬	১৪.৩	২.৯	১৮.৭	১.৫	১০০.০
পাবনা	৪৯.১	৬.৪	৫.৩	৩০.৩	৮.৯	১০০.০
পঞ্চগড়	৬১.০	১৮.৩	১.৬	১৬.২	২.৯	১০০.০
পটুয়াখালী	৬০.৮	৮.০	৮.৬	২০.৪	২.২	১০০.০
পিরোজপুর	৮২.২	১১.৮	২.৫	৩.২	০.৩	১০০.০
রাজশাহী	৫৭.০	১০.৮	৭.৭	২১.৯	২.৬	১০০.০
রাজবাড়ী	৫৪.১	৯.৮	১.৯	৩০.৬	৩.৭	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৬৫.৫	১৪.৬	৪.২	১৩.৭	২.০	১০০.০
রংপুর	৫৯.০	১৩.৬	৬.২	২০.৬	০.৭	১০০.০
শরীয়তপুর	৬৭.১	১০.৮	১.৫	১৫.৩	৫.৩	১০০.০
সাতক্ষীরা	৮০.১	৮.৮	২.৫	৭.১	১.৫	১০০.০

সিরাজগঞ্জ	৫২.৮	৬.৭	১.৮	৩৪.০	৪.৬	১০০.০
শেরপুর	৫৪.২	২১.৬	৩.৬	১৬.৭	৩.৯	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৬৭.২	১৮.৫	১.৪	১২.৯		১০০.০
সিলেট	৫৯.৩	৫.৮	২.৯	২৮.৮	৩.২	১০০.০
টাঙ্গাইল	৫৮.৩	১৪.৫	১.০	২৪.৬	১.৬	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৪২.১	১৭.৩	৮.৬	৩১.০	০.৯	১০০.০
মোট	৫৫.৮	৯.৮	৩.২	২৬.৮	৪.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.১: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
এলাকা	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত (%)	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
গ্রাম	৮২.৬	৬.৯	৮.৯	১.৬	১০০.০
শহর	৮৪.৭	৭.০	৭.২	১.১	১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.২: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
লিঙ্গ	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত (%)	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
পুরুষ	৮৪.৫	৬.৮	৭.৫	১.২	১০০.০
মহিলা	৮২.৩	৭.১	৯.০	১.৬	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৩৬.৩	৬৩.৭			১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.৩: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
বয়স	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত (%)	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
১৮-২৪	৮৩.৮	৬.৭	৮.১	১.৪	১০০.০
২৫-৩৪	৮৪.৪	৬.৮	৭.৪	১.৪	১০০.০
৩৫-৪৪	৮৩.৭	৭.১	৭.৭	১.৪	১০০.০
৪৫-৫৪	৮২.৭	৭.৭	৮.৪	১.৩	১০০.০
৫৫-৬৪	৮২.০	৬.২	১০.১	১.৬	১০০.০
৬৫-৭৫	৮০.২	৬.৮	১১.২	১.৮	১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.৪: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
শিক্ষাগত যোগ্যতা	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত (%)	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৭৮.৪	৬.৯	১৩.১	১.৭	১০০.০
প্রাথমিক	৮২.৭	৭.৪	৮.৫	১.৫	১০০.০
মাধ্যমিক	৮৪.৬	৭.১	৬.৯	১.৪	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৮৭.৯	৬.৬	৪.৫	১.০	১০০.০
ডিপ্লোমা	৯১.৬	৪.১	২.৭	১.৫	১০০.০
সেবিকা/খাত্রীবিদ্যা	৭৯.৩	১৭.৯	২.১	০.৭	১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৮৯.২	৫.৪	৪.৪	১.০	১০০.০
ডাক্তার	৯৩.২		৩.২	৩.৬	১০০.০
প্রকৌশল	৯৯.০	১.০			১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.৫: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৮২.১	৭.৪	৯.১	১.৪	১০০.০
শিল্প	৮৪.৭	৭.৫	৬.৭	১.১	১০০.০
সেবা	৮৫.৬	৬.১	৭.১	১.২	১০০.০
মোট	৮৪.৩	৬.৭	৭.৭	১.২	১০০.০

সারণী ৬.৪.৬: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৮২.২	৭.৪	৮.৯	১.৫	১০০.০
ব্যবসা	৮৬.০	৬.৬	৬.০	১.৪	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৮৪.৫	৯.৪	৩.৮	২.৪	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৮৭.৫	৫.৭	৫.৭	১.০	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৮৭.৮	৫.৪	৫.৯	০.৯	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৮৭.৬	৪.১	৮.০	০.৩	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৮৯.৯	৫.৬	৩.৬	০.৯	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৯০.২	৭.০	২.১	০.৭	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৮৪.২	৬.০	৯.১	০.৮	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৮৫.৩	৭.৭	৬.৬	০.৪	১০০.০
রিক্সা/ভ্যান চালক	৮৪.০	৬.৭	৭.৫	১.৮	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮৬.২	৫.১	৭.০	১.৭	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮৫.৪	৪.৯	৮.৫	১.২	১০০.০
গৃহকর্মী	৭৬.১	৬.৫	১৬.০	১.৪	১০০.০
ছাত্র	৮৪.৬	৭.৮	৬.৩	১.৩	১০০.০
বেকার	৮৪.২	৬.০	৮.৭	১.১	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮২.৩	৫.৭	১০.১	১.৯	১০০.০
গৃহিণী	৮২.৩	৭.২	৮.৯	১.৬	১০০.০
অন্যান্য	৮০.৫	৯.৮	৮.৭	১.০	১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.৭: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮৩.৪	৭.০	৮.২	১.৪	১০০.০
হিন্দু	৮২.৩	৬.৩	৯.৬	১.৮	১০০.০
খ্রিস্টান	৭৭.৮	১২.৫	৯.১	০.৬	১০০.০
বৌদ্ধ	৮৪.২	৩.২	১১.৩	১.৩	১০০.০
অন্যান্য	৬০.৬	৩.২	৩৬.২	১.০	১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.৮: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৮২.৩	৭.৯	৮.৬	১.৩	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৬.২	৭.১	৪.৯	১.৮	১০০.০
ঢাকা	৮২.৩	৭.৭	৮.৯	১.২	১০০.০
খুলনা	৮৬.৪	৪.৭	৭.৩	১.৬	১০০.০

ময়মনসিংহ	৮৩.৮	৬.৪	৮.৪	১.৪	১০০.০
রাজশাহী	৮২.৮	৬.৯	৯.১	১.৩	১০০.০
রংপুর	৮১.৯	৬.৫	১০.২	১.৪	১০০.০
সিলেট	৭৫.৫	৮.৩	১৪.৪	১.৯	১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৪.৯: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত	দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৯২.৩	১.৯	৪.৯	০.৯	১০০.০
বান্দরবান	৭৫.৯	১২.২	১১.২	০.৭	১০০.০
বরগুনা	৮৭.০	৭.৮	৪.৭	০.৪	১০০.০
বরিশাল	৭২.৪	৯.৫	১৫.৫	২.৭	১০০.০
ভোলা	৮১.৪	৯.৫	৮.৫	০.৬	১০০.০
বগুড়া	৮৭.১	৫.১	৬.৪	১.৪	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৯.০	১১.৯	১৬.০	৩.০	১০০.০
চাঁদপুর	৮৫.৮	৯.৩	৩.৪	১.৫	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯২.৯	২.৫	৪.০	০.৬	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৮৮.৪	১.৬	৯.৫	০.৫	১০০.০
কুমিল্লা	৮২.৪	১২.২	১.৩	৪.২	১০০.০
কক্সবাজার	৯৩.২	৩.৯	২.৩	০.৭	১০০.০
ঢাকা	৮৬.৯	৪.৬	৮.৪	০.২	১০০.০
দিনাজপুর	৭৯.৮	৩.৭	১৪.৭	১.৭	১০০.০
ফরিদপুর	৮৩.৪	৭.১	৮.০	১.৪	১০০.০
ফেনী	৮৫.০	৪.৮	৯.৩	১.০	১০০.০
গাইবান্ধা	৮৭.৯	৬.৮	৪.০	১.২	১০০.০
গাজীপুর	৭০.৭	১১.৪	১৬.১	১.৮	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৩.৩	৬.০	০.৭	০.১	১০০.০
হবিগঞ্জ	৫৫.৬	৬.৪	৩২.১	৫.৯	১০০.০
জয়পুরহাট	৯৩.৫	৪.৭	১.৪	০.৪	১০০.০
জামালপুর	৮৭.৬	৫.৪	৬.১	০.৯	১০০.০
যশোর	৮৭.০	৫.১	৬.৭	১.২	১০০.০
ঝালকাঠি	৮৪.০	৬.১	৯.০	০.৯	১০০.০
ঝিনাইদহ	৮৩.৯	৯.২	৫.০	১.৯	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৮৬.৬	৫.৪	৭.৭	০.৩	১০০.০
খুলনা	৭৮.৫	৪.৪	১৪.১	৩.০	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৭৭.৫	৭.৯	১২.৩	২.২	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৭৭.৬	৩.৫	১৫.৯	৩.০	১০০.০
কুষ্টিয়া	৯০.৬	৩.৪	৪.৭	১.৩	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮৩.৯	৬.৯	৭.৬	১.৫	১০০.০
লালমনিরহাট	৮৬.৩	৫.৩	৭.২	১.৩	১০০.০
মাদারীপুর	৮৮.৪	৯.৫	১.৮	০.৪	১০০.০
মাগুরা	৮০.৮	৪.৭	১০.৫	৩.৯	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৮০.৫	৮.৭	৮.৪	২.৪	১০০.০
মেহেরপুর	৮১.৯	৭.৪	৭.৭	৩.০	১০০.০
মৌলভীবাজার	৯১.৩	৭.২	১.৪	০.১	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৮৫.৪	৩.৮	৮.৬	২.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৮১.৩	৫.২	১১.৯	১.৬	১০০.০

নওগাঁ	৬৯.৩	১৪.২	১৬.২	০.৩	১০০.০
নড়াইল	৭৮.২	৩.৭	১৫.০	৩.০	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৮৬.৮	৫.৩	৫.৯	২.০	১০০.০
নরসিংদী	৭১.৫	৯.৪	১৬.৩	২.৮	১০০.০
নাটোর	৮৪.২	৩.২	১১.৫	১.১	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৭.৭	৬.৬	৫.৫	০.৩	১০০.০
নেত্রকোনা	৯০.৯	৭.৮	১.২	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৭৮.৯	৭.৭	১২.০	১.৪	১০০.০
নোয়াখালী	৯০.৭	৫.৬	৩.০	০.৭	১০০.০
পাবনা	৮৩.১	৬.৯	৭.২	২.৮	১০০.০
পঞ্চগড়	৭৯.৫	৮.৩	১০.৫	১.৬	১০০.০
পটুয়াখালী	৮৬.৬	৬.০	৬.১	১.৩	১০০.০
পিরোজপুর	৯৩.৭	৫.৬	০.৫	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৮৬.৩	৯.৯	৩.৪	০.৪	১০০.০
রাজবাড়ী	৮৫.১	৯.৪	৫.২	০.৩	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮৮.২	৬.১	৩.৯	১.৮	১০০.০
রংপুর	৮৫.৩	৮.০	৬.২	০.৫	১০০.০
শরীয়তপুর	৮৫.০	৫.০	৬.৭	৩.৩	১০০.০
সাতক্ষীরা	৯৩.৬	৫.৪	১.০		১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৭৮.০	২.৮	১৬.৮	২.৫	১০০.০
শেরপুর	৭৮.৩	১০.৪	৮.৪	২.৯	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৭২.৮	১৬.০	১১.২		১০০.০
সিলেট	৮১.১	৪.৯	১২.৫	১.৫	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮২.৪	১৫.০	২.২	০.৪	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৭৫.৬	১২.২	১২.০	০.২	১০০.০
মোট	৮৩.৩	৬.৯	৮.৩	১.৪	১০০.০

সারণী ৬.৫.১: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৮০.৮	৯.৫	৮.৩	১.৪	১০০.০
শহর	৮৩.৪	৮.৭	৬.৯	০.৯	১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.২: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৮২.৭	৯.৩	৬.৮	১.২	১০০.০
মহিলা	৮০.৭	৯.৩	৮.৭	১.৩	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.৩: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৮২.৯	৮.৫	৭.২	১.৪	১০০.০
২৫-৩৪	৮১.৪	৯.৮	৭.৫	১.২	১০০.০
৩৫-৪৪	৮২.৫	৯.১	৭.৩	১.১	১০০.০
৪৫-৫৪	৮১.৯	৯.০	৭.৮	১.৩	১০০.০
৫৫-৬৪	৮০.৩	৯.৩	৯.০	১.৪	১০০.০
৬৫-৭৫	৭৭.৯	৯.৭	১০.৮	১.৬	১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.৪: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৭৭.৭	৮.৯	১১.৭	১.৭	১০০.০
প্রাথমিক	৮০.৭	৯.২	৮.৮	১.৩	১০০.০
মাধ্যমিক	৮২.৬	৯.৭	৬.৭	১.০	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৮৬.০	৮.৬	৪.২	১.২	১০০.০
ডিপ্লোমা	৮৮.২	৬.৬	৩.৩	১.৯	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৭২.৩	২১.২	৬.৪		১০০.০
ম্নাতক/ম্নাতকোত্তর	৮৭.১	৯.০	২.৮	১.০	১০০.০
ডাক্তার	৯০.৫	১.৮	৩.৯	৩.৭	১০০.০
প্রকৌশল	৯৯.৬	০.৪			১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.৫: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৮১.০	৯.৪	৮.৩	১.৩	১০০.০
শিল্প	৮৩.৬	৭.৮	৭.৭	১.০	১০০.০
সেবা	৮৩.৩	৯.৩	৬.৩	১.১	১০০.০
মোট	৮২.৫	৯.১	৭.২	১.১	১০০.০

সারণী ৬.৫.৬: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৮১.৬	৯.০	৭.৯	১.৫	১০০.০
ব্যবসা	৮৪.১	৯.৬	৫.৪	০.৯	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৮৮.৪	৬.৪	৪.১	১.১	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৮৩.৯	৯.৪	৬.০	০.৮	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৮৭.৬	৭.২	২.৮	২.৩	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৮৬.৩	৯.১	৩.৮	০.৯	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৮৩.৫	১২.২	৩.৮	০.৫	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৮৬.৩	১০.২	২.৮	০.৮	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৭৯.১	১০.৪	৯.৭	০.৮	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৮৬.০	৬.৯	৬.৩	০.৮	১০০.০
রিট্রা/ভ্যান চালক	৮২.৮	৭.৩	৭.৬	২.৩	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮২.০	৯.৬	৬.৩	২.০	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮৬.০	৭.৯	৫.৫	০.৫	১০০.০
গৃহকর্মী	৭৩.৫	১১.০	১৫.০	০.৫	১০০.০
ছাত্র	৮৪.৮	৯.২	৪.৫	১.৫	১০০.০
বেকার	৮১.৯	৮.২	৮.৮	১.১	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮০.৯	৮.৯	৮.৬	১.৭	১০০.০
গৃহিণী	৮০.৫	৯.৫	৮.৬	১.৪	১০০.০
অন্যান্য	৭৯.৯	৯.৮	৭.৮	২.৪	১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.৭: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮১.৬	৯.৩	৭.৮	১.৩	১০০.০
হিন্দু	৮১.৮	৮.৯	৮.০	১.৩	১০০.০
খ্রিস্টান	৮৫.৬	৪.৩	৯.৪	০.৭	১০০.০
বৌদ্ধ	৭৬.৪	৯.১	১৩.৭	০.৮	১০০.০
অন্যান্য	৭৯.৮		২০.২		১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.৮: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৭৭.০	১০.৩	১১.৬	১.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৫.১	৮.৭	৪.৯	১.৪	১০০.০
ঢাকা	৮২.৮	৮.৭	৭.৫	১.০	১০০.০
খুলনা	৮২.৬	৭.৫	৮.৬	১.৩	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৫.২	১৫.৭	৭.৬	১.৫	১০০.০
রাজশাহী	৮০.১	৮.২	১০.২	১.৬	১০০.০
রংপুর	৮০.৮	১১.১	৭.১	১.১	১০০.০
সিলেট	৭৯.৬	৬.৬	১১.৯	১.৯	১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

সারণী ৬.৫.১০: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	গণভোটের বিধান থাকা উচিত	গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৮৬.২	৫.৩	৭.৫	১.০	১০০.০
বান্দরবান	৭৯.৪	৭.২	১২.৭	০.৭	১০০.০
বরগুনা	৮৫.৭	৫.০	৮.৮	০.৫	১০০.০
বরিশাল	৬৫.৩	১০.৮	২১.৬	২.৩	১০০.০
ভোলা	৮২.৫	৭.৫	৯.৬	০.৫	১০০.০
বগুড়া	৮৩.২	৯.০	৭.০	০.৮	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭১.৮	১০.৬	১৫.৪	২.২	১০০.০
চাঁদপুর	৭৮.৩	১৯.১	২.৫	০.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯০.০	৫.৭	৪.০	০.৩	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৮৭.৫	৪.৯	৭.০	০.৬	১০০.০
কুমিল্লা	৮৫.৭	৮.৮	১.৬	৩.৯	১০০.০
কক্সবাজার	৯১.৪	৬.১	১.৯	০.৬	১০০.০
ঢাকা	৮৮.০	৬.৫	৫.৫	০.১	১০০.০
দিনাজপুর	৮৪.৩	৫.০	৯.৩	১.৪	১০০.০
ফরিদপুর	৮৭.৮	৭.৩	৪.০	০.৯	১০০.০
ফেনী	৮৪.৪	৬.৭	৮.৪	০.৬	১০০.০
গাইবান্ধা	৮৩.১	১২.৮	৩.৩	০.৯	১০০.০
গাজীপুর	৭৩.০	৯.৬	১৪.৬	২.৭	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৮৮.৮	১০.১	০.৭	০.৩	১০০.০
হবিগঞ্জ	৫৮.৬	৭.৩	২৭.৬	৬.৫	১০০.০
জয়পুরহাট	৯২.২	৫.৮	১.৬	০.৪	১০০.০
জামালপুর	৮৮.৮	৫.৪	৫.১	০.৭	১০০.০
যশোর	৮৩.০	৬.৬	৮.৯	১.৫	১০০.০
ঝালকাঠি	৭৩.১	১৭.০	৯.২	০.৮	১০০.০
ঝিনাইদহ	৮৭.৬	৮.০	৩.০	১.৫	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৭৮.৬	১৩.০	৮.২	০.২	১০০.০
খুলনা	৬৮.৮	১৪.০	১৫.৪	১.৮	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮৪.০	৫.৮	৮.৩	১.৯	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৭৪.০	১৩.১	১০.৪	২.৪	১০০.০
কুষ্টিয়া	৮৭.০	২.৩	৯.৭	১.০	১০০.০

লক্ষ্মীপুর	৭৪.৬	১৫.৮	৯.০	০.৬	১০০.০
লালমনিরহাট	৯১.৭	৩.১	৪.৩	০.৯	১০০.০
মাদারীপুর	৯০.৩	৭.৮	১.৫	০.৫	১০০.০
মাগুরা	৭৩.১	৬.৬	১৭.৩	৩.০	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৮৪.৪	৬.১	৭.৫	১.৯	১০০.০
মেহেরপুর	৮৭.০	৪.৮	৬.৬	১.৬	১০০.০
মৌলভীবাজার	৯১.৪	৭.২	১.৫		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৮৪.৩	৬.০	৮.৬	১.২	১০০.০
ময়মনসিংহ	৬২.৩	২৪.৫	১১.৩	১.৯	১০০.০
নওগাঁ	৭১.৩	৯.৮	১৮.২	০.৭	১০০.০
নড়াইল	৭৩.৫	৬.১	১৭.০	৩.৪	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৭৮.০	১৩.৭	৮.০	০.৩	১০০.০
নরসিংদী	৭৬.৩	১০.৬	১২.১	১.০	১০০.০
নাটোর	৮৬.৩	৪.৯	৭.৭	১.২	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮১.৫	১০.৯	৭.৪	০.২	১০০.০
নেত্রকোনা	৯১.১	৭.৬	১.২	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৭৬.১	১০.৪	১১.৬	১.৮	১০০.০
নোয়াখালী	৯২.৭	৩.৭	২.৮	০.৮	১০০.০
পাবনা	৭৮.৮	৮.৭	৯.২	৩.৩	১০০.০
পঞ্চগড়	৭৯.২	১০.৮	৯.১	০.৯	১০০.০
পটুয়াখালী	৮৩.২	৭.০	৮.৬	১.২	১০০.০
পিরোজপুর	৭৯.৪	১৯.০	১.৪	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৮৯.৩	৭.৫	৩.০	০.২	১০০.০
রাজবাড়ী	৯৪.১	৩.৯	১.৩	০.৭	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮৭.৪	৮.২	২.৭	১.৭	১০০.০
রংপুর	৭৭.৬	১৯.০	৩.৩	০.১	১০০.০
শরীয়তপুর	৬৮.৫	১৫.৮	১১.৩	৪.৪	১০০.০
সাতক্ষীরা	৮৮.৫	১১.২	০.৩		১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৬৭.২	৭.২	২০.৯	৪.৭	১০০.০
শেরপুর	৭৯.১	১১.৮	৬.৫	২.৬	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮৪.২	৭.১	৮.৭		১০০.০
সিলেট	৮৩.৬	৫.৩	৯.৮	১.৪	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮০.৭	১৩.৫	৫.৫	০.৩	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৮৫.০	৭.২	৭.৫	০.৩	১০০.০
মোট	৮১.৬	৯.৩	৭.৯	১.৩	১০০.০

অধ্যায়-৭: বিচার বিভাগ বিষয়ক

সারণী ৭.১.১: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৮৮.৪	৭.৩	৩.৫	০.৮	১০০.০
শহর	৮৮.৬	৮.০	২.৮	০.৬	১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.২: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৮৯.৩	৭.৪	২.৬	০.৭	১০০.০
মহিলা	৮৭.৮	৭.৬	৩.৮	০.৯	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.৩: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৮৯.২	৬.৮	৩.২	০.৮	১০০.০
২৫-৩৪	৮৮.৯	৭.৪	২.৯	০.৮	১০০.০
৩৫-৪৪	৮৮.৬	৭.৭	২.৯	০.৮	১০০.০
৪৫-৫৪	৮৮.৭	৭.৫	৩.১	০.৭	১০০.০
৫৫-৬৪	৮৬.৯	৭.৮	৪.৭	০.৫	১০০.০
৬৫-৭৫	৮৭.০	৭.৭	৪.৪	১.০	১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.৪ : নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮৬.০	৭.৮	৫.৪	০.৮	১০০.০
প্রাথমিক	৮৮.২	৭.৬	৩.৪	০.৭	১০০.০
মাধ্যমিক	৮৯.৬	৭.১	২.৬	০.৭	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৯০.৩	৬.৯	২.০	০.৮	১০০.০
ডিপ্লোমা	৯২.৮	৪.৫	২.৭		১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৮২.৯	১০.০	৭.১		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৮৯.১	৯.১	১.০	০.৮	১০০.০
ডাক্তার	১০০.০				১০০.০
প্রকৌশল	৯৯.৭	০.৩			১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.৫: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৮৮.৬	৭.৭	৩.১	০.৬	১০০.০
শিল্প	৮৬.৬	৯.৮	৩.১	০.৫	১০০.০
সেবা	৯০.০	৬.৫	২.৭	০.৮	১০০.০
মোট	৮৯.১	৭.৪	২.৯	০.৭	১০০.০

সারণী ৭.১.৬: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৮৮.৭	৭.৬	৩.০	০.৬	১০০.০
ব্যবসা	৯০.১	৭.২	২.০	০.৮	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৯৩.১	৬.৩	০.৭		১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৮৯.৭	৮.৭	১.৩	০.৮	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৯০.২	৭.৭	০.৫	১.৬	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৯০.২	৮.০	১.৩	০.৬	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৯২.২	৬.২	১.২	০.৩	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৯২.৮	৫.৮	১.৫	০.৩	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৮৯.৮	৬.৮	৩.৭	০.৫	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৮৫.৮	৯.০	৪.২	১.১	১০০.০
রিট্রা/ভ্যান চালক	৯০.১	৫.০	৩.৫	১.৪	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮৯.৯	৬.৩	২.১	১.৭	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮৮.৫	৭.৮	৩.৮	০.২	১০০.০
গৃহকর্মী	৮৫.৮	৭.৫	৬.৮	০.৭	১০০.০
ছাত্র	৯০.৬	৬.২	২.১	১.১	১০০.০
বেকার	৮৮.৭	৮.১	২.৮	০.৪	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮৬.৩	৮.১	৪.৪	১.৩	১০০.০
গৃহিণী	৮৮.০	৭.৬	৩.৬	০.৮	১০০.০
অন্যান্য	৮৬.১	৯.১	৪.২	০.৭	১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.৭: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮৮.৮	৭.৬	৩.২	০.৮	১০০.০
হিন্দু	৮৯.৩	৬.৬	৩.৬	০.৫	১০০.০
খ্রিস্টান	৯১.৫	২.১	৫.৬	০.৯	১০০.০
বৌদ্ধ	৯১.২	৩.৯	৩.০	১.৯	১০০.০
অন্যান্য	৭১.০	৮.৮	২০.২		১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.৮: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৮৮.৮	৭.১	৩.৩	০.৮	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৮.৭	৭.৮	২.৭	১.৩	১০০.০
ঢাকা	৮৫.১	৯.৯	৪.৩	০.৭	১০০.০
খুলনা	৯০.৭	৫.০	৩.৮	০.৮	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯২.৩	৫.৮	১.৬	০.৩	১০০.০
রাজশাহী	৯০.৩	৬.৮	২.৪	০.৫	১০০.০
রংপুর	৮৭.৬	৮.৩	৩.৪	০.৭	১০০.০
সিলেট	৯২.৭	৩.২	৩.৫	০.৬	১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.১.৯: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান	নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৮৮.৯	৭.৪	৩.০	০.৭	১০০.০
বান্দরবান	৮৭.২	৭.৯	৪.৩	০.৬	১০০.০
বরগুনা	৮৮.৫	৯.১	১.৯	০.৫	১০০.০
বরিশাল	৮৩.১	৯.০	৬.১	১.৮	১০০.০
ভোলা	৯৩.১	৩.৫	৩.১	০.৩	১০০.০
বগুড়া	৯০.১	৭.৫	২.০	০.৪	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৫.৫	১০.২	১৩.১	১.৩	১০০.০
চাঁদপুর	৮৬.৯	১০.৯	১.৩	০.৯	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৩.৯	৫.৭	০.৩	০.১	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৭.০	২.০	১.০		১০০.০
কুমিল্লা	৮২.৬	১১.০	২.৫	৩.৯	১০০.০
কক্সবাজার	৯৭.৬	১.৬	০.৪	০.৪	১০০.০
ঢাকা	৮৬.৫	১১.৩	১.৯	০.৩	১০০.০
দিনাজপুর	৮৭.৮	১০.৩	১.৫	০.৩	১০০.০
ফরিদপুর	৯৫.৭	৩.০	১.০	০.৪	১০০.০
ফেনী	৯০.৫	৫.৭	৩.৫	০.২	১০০.০
গাইবান্ধা	৯১.১	৬.৯	১.২	০.৮	১০০.০
গাজীপুর	৮৭.০	৮.২	৩.৪	১.৪	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৫.১	৪.৪	০.২	০.৩	১০০.০
হবিগঞ্জ	৮৫.৫	৪.৯	৮.৬	১.০	১০০.০
জয়পুরহাট	৯৬.১	৩.০	০.৬	০.৩	১০০.০
জামালপুর	৮৬.৫	১১.৬	১.৯		১০০.০
যশোর	৯২.২	৪.৩	২.৪	১.২	১০০.০
ঝালকাঠি	৭৯.৩	১৫.৫	৪.৫	০.৭	১০০.০
ঝিনাইদহ	৯৪.৩	৩.৬	১.৫	০.৬	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৯৫.৩	৩.৬	০.৮	০.৩	১০০.০
খুলনা	৮০.৯	৭.৮	১০.৬	০.৭	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮৯.০	৭.১	৩.৬	০.৩	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৭৮.৮	৭.৪	১২.১	১.৭	১০০.০
কুষ্টিয়া	৯১.৬	৫.৩	২.৬	০.৫	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮২.৩	১১.৭	৫.৪	০.৬	১০০.০
লালমনিরহাট	৯০.৬	৬.৯	১.৮	০.৭	১০০.০
মাদারীপুর	৯২.৩	৬.৮	০.৮	০.১	১০০.০
মাগুরা	৮৫.৫	৭.৬	৪.৪	২.৫	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৮৪.৪	৮.৯	৫.৫	১.১	১০০.০
মেহেরপুর	৯৬.৬	১.৫	১.৯		১০০.০
মৌলভীবাজার	৯৪.২	৪.২	১.৪	০.২	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৭০.৭	১৩.৯	১১.৯	৩.৫	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৪.৯	৩.৪	১.৫	০.২	১০০.০
নওগাঁ	৮১.৭	১৫.৮	২.৪	০.১	১০০.০
নড়াইল	৮৩.১	৪.৯	৮.৬	৩.৪	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৭৬.৩	১০.৮	১২.২	০.৭	১০০.০
নরসিংদী	৭৭.১	১২.৪	৯.৯	০.৫	১০০.০
নাটোর	৯৬.২	২.২	১.৫	০.১	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯১.৫	৭.১	১.৪		১০০.০

নেত্রকোনা	৯৫.২	৩.৬	১.১	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৮২.৯	১০.৪	৫.০	১.৬	১০০.০
নোয়াখালী	৯৫.৭	২.৩	১.২	০.৮	১০০.০
পাবনা	৯৪.১	২.৪	১.৪	২.১	১০০.০
পঞ্চগড়	৮৮.৯	৭.১	৩.৫	০.৪	১০০.০
পটুয়াখালী	৯১.৭	৬.১	১.৯	০.৩	১০০.০
পিরোজপুর	৯৫.৩	৪.৩	০.২	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৮৯.৬	৭.৩	২.৮	০.৩	১০০.০
রাজবাড়ী	৮৮.৫	৬.৭	৪.৫	০.৩	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৯৪.৭	১.৩	১.৯	২.১	১০০.০
রংপুর	৯২.১	৭.৩	০.৫	০.১	১০০.০
শরীয়তপুর	৮৩.৩	১২.৬	২.৫	১.৬	১০০.০
সাতক্ষীরা	৯৫.৮	৪.২			১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৮৮.৮	৫.৫	৫.২	০.৫	১০০.০
শেরপুর	৮৯.৭	৬.৯	২.৪	১.০	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৯৪.৯	২.৫	২.৬		১০০.০
সিলেট	৯৫.৩	১.৭	২.১	০.৯	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮২.৬	১১.৭	৫.১	০.৬	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৮৭.৭	৯.৪	২.৮	০.১	১০০.০
মোট	৮৮.৫	৭.৫	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.১: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৮২.০	১৩.৪	৩.৫	১.০	১০০.০
শহর	৮৩.৬	১৩.৩	২.৬	০.৫	১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.২: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৮২.৭	১৪.১	২.৫	০.৭	১০০.০
মহিলা	৮২.৪	১২.৯	৩.৮	০.৯	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৩: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৮৪.৩	১২.১	২.৯	০.৬	১০০.০
২৫-৩৪	৮৩.৯	১২.২	৩.০	০.৯	১০০.০
৩৫-৪৪	৮২.৩	১৩.৮	৩.১	০.৮	১০০.০
৪৫-৫৪	৮১.৯	১৪.১	৩.১	০.৯	১০০.০
৫৫-৬৪	৭৯.৪	১৫.৮	৪.০	০.৮	১০০.০
৬৫-৭৫	৮০.৮	১৩.৪	৪.৭	১.১	১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৪ : উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮১.০	১২.৮	৫.২	১.০	১০০.০
প্রাথমিক	৮২.৮	১৩.১	৩.২	০.৮	১০০.০
মাধ্যমিক	৮২.৯	১৩.৫	২.৮	০.৮	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৮৩.৭	১৩.৫	১.৯	০.৮	১০০.০
ডিপ্লোমা	৭৬.৯	২১.৯	১.২		১০০.০
সেবিকা/খাত্তাবিদ্যা	৬৮.২	২৪.৭	৬.৪	০.৭	১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৮২.৮	১৫.৫	১.০	০.৭	১০০.০
ডাক্তার	৮৯.৯	৮.১	১.৯		১০০.০
প্রকৌশল	৮৮.৩	১১.৭			১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৫: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৮২.৩	১৪.০	৩.০	০.৭	১০০.০
শিল্প	৮৩.৮	১২.৩	২.৯	১.০	১০০.০
সেবা	৮২.৫	১৪.১	২.৭	০.৮	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৩.৮	২.৮	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৬: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৮২.৫	১৩.৮	২.৯	০.৭	১০০.০
ব্যবসা	৮৩.৩	১৩.৮	২.১	০.৮	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৯০.৭	৮.১	১.১		১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৮৩.১	১৩.৯	২.৩	০.৭	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৮১.৩	১৫.৮		২.৮	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৭৮.৬	২০.৬	০.২	০.৬	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৮১.৫	১৭.৫	০.৮	০.২	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৮২.৮	১৬.০	০.৯	০.৪	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৮২.২	১৩.০	৪.৩	০.৫	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৮৫.৬	১০.৮	২.৩	১.৪	১০০.০
রিক্সা/ভ্যান চালক	৮১.৭	১৪.৩	২.৮	১.২	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮১.১	১৬.৩	০.৯	১.৬	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮১.৪	১৪.৩	৩.৯	০.৪	১০০.০
গৃহকর্মী	৭৯.০	১৫.৬	৪.৮	০.৬	১০০.০
ছাত্র	৮৪.৩	১৩.৩	১.৭	০.৮	১০০.০
বেকার	৮২.২	১৩.৭	৩.৭	০.৩	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৭৯.৪	১৫.৮	৩.৪	১.৪	১০০.০
গৃহিণী	৮২.৬	১২.৮	৩.৭	০.৯	১০০.০
অন্যান্য	৭২.৯	২০.৭	৫.৫	০.৯	১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৭: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮২.৬	১৩.৪	৩.২	০.৯	১০০.০
হিন্দু	৮২.১	১৪.০	৪.৪	০.৫	১০০.০
খ্রিষ্টান	৯৯.৭	০.২	০.১		১০০.০
বৌদ্ধ	৮৯.২	৫.৪	৩.৭	১.৭	১০০.০
অন্যান্য	৫৮.৮	২১.১	২০.২		১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৮: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৮৫.৮	১০.৩	৩.২	০.৭	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৪.০	১১.৮	২.৭	১.৫	১০০.০
ঢাকা	৮১.৭	১৪.৩	৩.৩	০.৭	১০০.০
খুলনা	৮২.৭	১২.৩	৪.০	১.০	১০০.০
ময়মনসিংহ	৮৯.৮	৮.৪	১.৫	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৮১.৫	১৪.৯	৩.০	০.৭	১০০.০
রংপুর	৭৬.৩	১৯.০	৩.৮	০.৯	১০০.০
সিলেট	৮৩.৬	১০.৫	৫.৩	০.৬	১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৭.২.৯: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	উপজেলা স্তরে আদালত চান	উপজেলা স্তরে আদালত চান না	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৭৬.২	১৮.৬	৪.৫	০.৬	১০০.০
বান্দরবান	৮১.৮	১৩.৮	৩.৮	০.৬	১০০.০
বরগুনা	৮৮.৯	৮.৪	১.৯	০.৮	১০০.০
বরিশাল	৮১.৮	১১.৬	৫.৭	০.৯	১০০.০
ভোলা	৮৬.২	১০.১	২.৮	০.৯	১০০.০
বগুড়া	৮৭.৭	৯.১	২.৬	০.৬	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৭.০	১৮.৫	১২.৪	২.১	১০০.০
চাঁদপুর	৬২.২	৩৬.২	০.৮	০.৯	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৫.১	৪.২	০.৬	০.১	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৫.১	৩.২	১.৫	০.২	১০০.০
কুমিল্লা	৮৩.৫	১০.৮	১.২	৪.৪	১০০.০
কক্সবাজার	৯৭.০	২.৬		০.৪	১০০.০
ঢাকা	৮৯.৮	৭.৮	২.২	০.২	১০০.০
দিনাজপুর	৮১.৩	১৫.৯	২.৩	০.৫	১০০.০
ফরিদপুর	৮৮.০	১০.১	১.২	০.৭	১০০.০
ফেনী	৭৩.১	১৮.৫	৮.১	০.২	১০০.০
গাইবান্ধা	৭৮.১	২০.৫	০.৬	০.৮	১০০.০
গাজীপুর	৮৩.৭	১০.৭	৪.০	১.৬	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৮৯.৭	১০.০	০.৩		১০০.০
হবিগঞ্জ	৭৪.৬	১১.০	১৩.৫	০.৯	১০০.০
জয়পুরহাট	৮৭.২	১১.৬	০.৮	০.৩	১০০.০

জামালপুর	৮৫.৪	১৩.৩	১.১	০.১	১০০.০
যশোর	৮৭.৩	৮.৬	২.৯	১.২	১০০.০
ঝালকাঠি	৭১.৪	২২.৩	৫.৩	১.০	১০০.০
ঝিনাইদহ	৮৯.৬	৮.০	১.৭	০.৭	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৯৩.৩	৬.০	০.৪	০.৩	১০০.০
খুলনা	৭৪.৬	১৪.৭	৯.৪	১.৩	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮৭.২	১১.২	১.৩	০.৩	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৭৬.৬	১৩.২	৯.৪	০.৮	১০০.০
কুষ্টিয়া	৮৮.৪	৭.৩	৩.৬	০.৬	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮২.৫	১১.৯	৪.৭	০.৮	১০০.০
লালমনিরহাট	৬০.১	২৯.৩	৭.৭	২.৯	১০০.০
মাদারীপুর	৯৫.০	৪.৪	০.৪	০.২	১০০.০
মাগুরা	৭০.৫	২০.০	৬.৫	৩.০	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৭৫.৭	২০.২	৩.০	১.১	১০০.০
মেহেরপুর	৯৪.০	৩.১	২.৫	০.৩	১০০.০
মৌলভীবাজার	৮৮.৮	১০.৪	০.৫	০.৪	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৬৭.১	২৫.৭	৫.৫	১.৮	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৪.২	৪.০	১.৫	০.২	১০০.০
নওগাঁ	৭৭.১	২১.০	১.৮	০.১	১০০.০
নড়াইল	৭৪.১	১০.৮	১১.৪	৩.৭	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৭১.৩	২১.১	৬.৬	১.০	১০০.০
নরসিংদী	৬১.২	২৭.৪	১০.৭	০.৬	১০০.০
নাটোর	৮৪.৪	১২.৭	২.৩	০.৫	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮.৭	৮.৯	২.২	০.২	১০০.০
নেত্রকোনা	৮৯.৭	৯.৬	০.৬	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৭৭.৭	১৫.০	৪.৭	২.৬	১০০.০
নোয়াখালী	৮৩.৪	১২.৭	৩.১	০.৮	১০০.০
পাবনা	৭৫.৫	২১.১	১.২	২.২	১০০.০
পঞ্চগড়	৬৩.২	৩১.৪	৪.৭	০.৭	১০০.০
পটুয়াখালী	৯০.৩	৭.৩	২.২	০.২	১০০.০
পিরোজপুর	৯২.৩	৭.৩	০.২	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৮৪.২	১২.৮	২.৫	০.৫	১০০.০
রাজবাড়ী	৮২.১	১৪.৩	৩.৪	০.২	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৯৪.২	১.৪	২.৫	১.৯	১০০.০
রংপুর	৮২.৬	১৬.৩	১.০	০.১	১০০.০
শরীয়তপুর	৮৮.০	৫.৯	৪.৪	১.৬	১০০.০
সাতক্ষীরা	৭৪.১	২৫.৯			১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৭২.২	১৮.৯	৮.২	০.৭	১০০.০
শেরপুর	৮২.২	১৪.১	৩.০	০.৬	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮৩.৩	১০.৭	৫.৯		১০০.০
সিলেট	৮৬.৯	১০.১	২.০	১.০	১০০.০
টাঙ্গাইল	৬৪.৮	৩২.৯	১.৯	০.৪	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৬৯.০	২৬.৪	৪.৫	০.১	১০০.০
মোট	৮২.৫	১৩.৪	৩.৩	০.৮	১০০.০

অধ্যায়-৪: অন্যান্য

সারণী ৮.১.১: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৭৪.৪	১৯.০	৫.৪	১.১	১০০.০
শহর	৭৫.৯	১৮.৪	৪.৭	১.০	১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.২: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৭৩.০	২১.৭	৪.২	১.১	১০০.০
মহিলা	৭৬.৩	১৬.৬	৬.০	১.১	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৩৬.৩	৬৩.৭			১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.৩: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৭৬.১	১৮.৪	৪.৭	০.৮	১০০.০
২৫-৩৪	৭৬.৫	১৭.৯	৪.৫	১.০	১০০.০
৩৫-৪৪	৭৫.৫	১৮.৭	৪.৭	১.১	১০০.০
৪৫-৫৪	৭৪.২	১৯.০	৫.৫	১.৩	১০০.০
৫৫-৬৪	৭১.৮	২০.৫	৬.৭	১.০	১০০.০
৬৫-৭৫	৭০.৪	২০.৩	৭.৭	১.৫	১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.৪: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৬৯.৯	১৯.৮	৮.৯	১.৪	১০০.০
প্রাথমিক	৭৫.০	১৮.৭	৫.৩	১.০	১০০.০
মাধ্যমিক	৭৬.৮	১৮.০	৪.১	১.০	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৭৭.৮	১৮.৫	২.৯	০.৮	১০০.০
ডিপ্লোমা	৭৫.২	২১.৩	১.৭	১.৮	১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৯১.৮	৩.৭	৪.৫		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৭৬.৪	২১.০	১.২	১.৪	১০০.০
ডাক্তার	৭৯.৫	১৭.১		৩.৪	১০০.০
প্রকৌশল	৭৮.০	২২.০			১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.৫: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৭২.৩	২১.৮	৪.৯	১.০	১০০.০
শিল্প	৭৫.৪	১৮.৭	৪.৬	১.৩	১০০.০
সেবা	৭৩.৯	২০.৬	৪.২	১.২	১০০.০
মোট	৭৩.৬	২০.৮	৪.৫	১.২	১০০.০

সারণী ৮.১.৬: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৭২.০	২২.৩	৪.৬	১.১	১০০.০
ব্যবসা	৭৪.৯	২০.৫	৩.২	১.৫	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৭৬.১	২৩.৫	০.৪		১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৭৫.৪	২০.২	৩.১	১.৩	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৬২.৮	৩২.২	০.৮	৪.২	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৭৩.০	২৩.৪	২.০	১.৬	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৭৩.৪	২৪.২	০.৬	১.৮	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৭১.০	২৭.২	১.৩	০.৫	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৭২.৬	২০.৪	৬.৩	০.৭	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৭৯.৯	১৩.৪	৫.৩	১.৩	১০০.০
রিফ্রা/ভ্যান চালক	৭০.১	২৪.৪	৪.২	১.২	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৭২.৮	২২.৪	৩.৪	১.৪	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৭১.০	২৪.২	৪.৪	০.৪	১০০.০
গৃহকর্মী	৭৮.৪	১০.৩	৯.৭	১.৫	১০০.০
ছাত্র	৭৬.৮	১৯.৬	২.৫	১.০	১০০.০
বেকার	৭৫.১	১৮.৭	৫.৭	০.৫	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৭০.৫	২০.৬	৭.১	১.৮	১০০.০
গৃহিণী	৭৬.২	১৬.৯	৫.৯	১.০	১০০.০
অন্যান্য	৭০.৩	১৮.৮	৯.৩	১.৬	১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.৭: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৭৪.০	১৯.৭	৫.২	১.১	১০০.০
হিন্দু	৮৫.০	৮.৮	৪.৯	১.৪	১০০.০
খ্রিষ্টান	৭৭.৬	১০.৫	১২.০		১০০.০
বৌদ্ধ	৮৪.৩	৯.৫	৬.১	০.১	১০০.০
অন্যান্য	৭৯.৮		২০.২		১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.৮: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৭১.৮	২০.৫	৬.৫	১.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮২.০	১৩.৫	৩.২	১.২	১০০.০
ঢাকা	৭০.৯	২১.৯	৬.১	১.১	১০০.০
খুলনা	৭৪.৬	১৯.২	৪.৯	১.৩	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৯.২	১৫.৯	৪.৬	০.৩	১০০.০
রাজশাহী	৬৮.৫	২৩.৮	৬.৫	১.২	১০০.০
রংপুর	৭৮.৯	১৬.৪	৩.৫	১.১	১০০.০
সিলেট	৭৫.১	১৫.৬	৮.৪	০.৯	১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.১.৯: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস						
জেলা	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত (%)	সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)	
বাগেরহাট	৭৩.৩	২১.১	৪.৫	১.১	১০০.০	
বান্দরবান	৬৭.৪	২৬.১	৬.৪	০.১	১০০.০	
বরগুনা	৭৮.৭	১৭.৭	৩.০	০.৭	১০০.০	
বরিশাল	৭৭.৭	৮.৪	১১.৫	২.৪	১০০.০	
ভোলা	৫৪.৪	৪২.২	২.৮	০.৬	১০০.০	
বগুড়া	৭৭.৬	১৬.৮	৪.২	১.৪	১০০.০	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭২.৪	১৫.০	১১.৬	০.৯	১০০.০	
চাঁদপুর	৬৬.৫	৩১.৬	১.৪	০.৪	১০০.০	
চট্টগ্রাম	৯৩.০	৪.৭	২.০	০.৩	১০০.০	
চুয়াডাঙ্গা	৭৮.৩	২০.৯	০.৬	০.৩	১০০.০	
কুমিল্লা	৮৮.০	৬.৪	১.৭	৩.৯	১০০.০	
কক্সবাজার	৭২.০	২৫.১	২.৩	০.৫	১০০.০	
ঢাকা	৭১.২	২০.০	৭.০	১.৮	১০০.০	
দিনাজপুর	৭৭.৮	১৫.৮	৪.৫	১.৮	১০০.০	
ফরিদপুর	৫৭.৮	৩৯.৮	২.২	০.২	১০০.০	
ফেনী	৭০.৩	২৪.৮	৩.৯	১.০	১০০.০	
গাইবান্ধা	৭৫.৯	২০.৫	১.৫	২.০	১০০.০	
গাজীপুর	৭৬.১	১৭.০	৫.৮	১.২	১০০.০	
গোপালগঞ্জ	৭৩.৯	২৫.৬	০.৩	০.৩	১০০.০	
হবিগঞ্জ	৭৩.৭	১২.০	১৩.২	১.১	১০০.০	
জয়পুরহাট	৭৫.৯	১৮.৫	৪.৮	০.৮	১০০.০	
জামালপুর	৮০.৭	১৫.৮	৩.১	০.৫	১০০.০	
যশোর	৭৫.৬	১৬.৯	৬.৪	১.২	১০০.০	
ঝালকাঠি	৬১.৭	৩০.৭	৬.৪	১.২	১০০.০	
ঝিনাইদহ	৭১.১	২৩.২	২.৬	৩.১	১০০.০	
খাগড়াছড়ি	৯০.৬	৮.০	১.০	০.৫	১০০.০	
খুলনা	৭৫.০	১৩.৭	৯.৯	১.৩	১০০.০	
কিশোরগঞ্জ	৬০.৯	৩২.৫	৫.৫	১.০	১০০.০	
কুড়িগ্রাম	৭৭.৯	১৪.৩	৭.১	০.৬	১০০.০	
কুষ্টিয়া	৭৯.০	১৭.৫	২.৮	০.৬	১০০.০	
লক্ষ্মীপুর	৭১.২	২৩.৭	৪.৬	০.৫	১০০.০	
লালমনিরহাট	৮৩.৬	১১.৮	৩.৮	০.৮	১০০.০	
মাদারীপুর	৮৭.৭	১১.০	১.২		১০০.০	
মাগুরা	৭২.১	১৭.০	৮.৬	২.৩	১০০.০	
মানিকগঞ্জ	৭৬.৩	১৮.১	৩.৯	১.৬	১০০.০	
মেহেরপুর	৬৫.৭	২৭.৮	৫.৮	০.৭	১০০.০	
মৌলভীবাজার	৮৮.০	১১.০	০.৯	০.১	১০০.০	
মুন্সীগঞ্জ	৬৯.০	১৯.০	১১.৭	০.৩	১০০.০	
ময়মনসিংহ	৮১.২	১১.৪	৭.৩	০.২	১০০.০	
নওগাঁ	৬৮.৫	২৫.৩	৫.৯	০.৩	১০০.০	
নড়াইল	৭৪.৯	১২.০	১০.৫	২.৬	১০০.০	
নারায়ণগঞ্জ	৮৩.১	১১.০	৫.৪	০.৫	১০০.০	
নরসিংদী	৫৩.৩	২৯.৪	১৫.৬	১.৭	১০০.০	
নাটোর	৭৯.৩	১৪.৫	৫.৬	০.৬	১০০.০	

চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৪.৯	২১.২	৩.৯	০.১	১০০.০
নেত্রকোনা	৮৩.২	১৬.২	০.৫	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৭৭.১	১৭.৪	৪.১	১.৫	১০০.০
নোয়াখালী	৮১.৯	১৪.৫	২.৯	০.৭	১০০.০
পাবনা	৬৮.৪	২২.২	৬.৫	২.৯	১০০.০
পঞ্চগড়	৭৫.২	২০.৩	৩.৬	০.৯	১০০.০
পটুয়াখালী	৬৮.০	২১.২	১০.২	০.৬	১০০.০
পিরোজপুর	৯১.৩	৭.৮	০.৭	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৬৬.৫	২৯.০	৪.১	০.৪	১০০.০
রাজবাড়ী	৭৯.৬	১৮.৩	২.০	০.১	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৭৬.৪	২১.৪	২.১	০.১	১০০.০
রংপুর	৮০.৮	১৭.৩	১.৪	০.৫	১০০.০
শরীয়তপুর	৭৬.৪	১৬.০	৫.৮	১.৮	১০০.০
সাতক্ষীরা	৭৪.৫	২৪.৮	০.৩	০.৩	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৪৬.১	৩৬.৯	১৫.০	২.০	১০০.০
শেরপুর	৬৫.৮	৩০.৮	২.৭	০.৭	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৭৭.৬	১৪.৪	৮.০		১০০.০
সিলেট	৬৫.৮	২২.০	১০.২	২.০	১০০.০
টাঙ্গাইল	৬৪.২	৩২.৫	৩.০	০.২	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৮৫.১	১১.৬	৩.০	০.৪	১০০.০
মোট	৭৪.৯	১৮.৮	৫.২	১.১	১০০.০

সারণী ৮.২.১: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটার অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৮২.২	১৭.৮	১০০.০
শহর	৮৩.৪	১৬.৬	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.২: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটার অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৮১.৯	১৮.১	১০০.০
মহিলা	৮৩.১	১৬.৯	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ		১০০.০	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.৩: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটার অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৮০.৬	১৯.৪	১০০.০
২৫-৩৪	৮৩.৬	১৬.৪	১০০.০
৩৫-৪৪	৮২.০	১৮.০	১০০.০
৪৫-৫৪	৮৩.১	১৬.৯	১০০.০
৫৫-৬৪	৮২.২	১৭.৮	১০০.০
৬৫-৭৫	৮৩.৫	১৬.৫	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.৪: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটারের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮৩.১	১৬.৯	১০০.০
প্রাথমিক	৮৪.২	১৫.৮	১০০.০
মাধ্যমিক	৮১.৭	১৮.৩	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৮১.৪	১৮.৬	১০০.০
ডিপ্লোমা	৮৩.২	১৬.৮	১০০.০
সেবিকা/খাত্তাবিদ্যা	৭৭.৫	২২.৫	১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৮০.৪	১৯.৬	১০০.০
ডাক্তার	৯৫.৬	৪.৪	১০০.০
প্রকৌশল	৯২.৮	৭.২	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.৫: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটারের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৮২.৪	১৭.৬	১০০.০
শিল্প	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০
সেবা	৮২.১	১৭.৯	১০০.০
মোট	৮২.৩	১৭.৭	১০০.০

সারণী ৮.২.৬: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটারের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৮২.০	১৮.০	১০০.০
ব্যবসা	৮১.৪	১৮.৬	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৮২.৫	১৭.৫	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৮১.২	১৮.৮	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৮১.৭	১৮.৩	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৮১.০	১৯.০	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৭৭.০	২৩.০	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৮৩.৫	১৬.৫	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৮৪.৩	১৫.৭	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৮২.৮	১৭.২	১০০.০
রিট্রা/অ্যান চালক	৮২.১	১৭.৯	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮০.৬	১৯.৪	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮১.৫	১৮.৫	১০০.০
গৃহকর্মী	৮৮.১	১১.৯	১০০.০
ছাত্র	৮০.২	১৯.৮	১০০.০
বেকার	৮৩.৪	১৬.৬	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮২.২	১৭.৮	১০০.০
গৃহিণী	৮৩.০	১৭.০	১০০.০
অন্যান্য	৮৪.৭	১৫.৩	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.৭: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটার অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮২.৫	১৭.৫	১০০.০
হিন্দু	৮৩.৫	১৬.৫	১০০.০
খ্রিস্টান	৭৯.৩	২০.৭	১০০.০
বৌদ্ধ	৮৮.৫	১১.৫	১০০.০
অন্যান্য	৮৩.৭	১৬.৩	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.৮: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটার অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৮২.৭	১৭.৩	১০০.০
চট্টগ্রাম	৮৪.৬	১৫.৪	১০০.০
ঢাকা	৮৩.৬	১৬.৪	১০০.০
খুলনা	৮১.৯	১৮.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৫.৩	২৪.৭	১০০.০
রাজশাহী	৮৪.৪	১৫.৬	১০০.০
রংপুর	৮০.২	১৯.৮	১০০.০
সিলেট	৮২.৪	১৭.৬	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.২.৯: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস			
	নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন	ভোটার অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৯০.৫	৯.৫	১০০.০
বান্দরবান	৭৩.৯	২৬.১	১০০.০
বরগুনা	৮৪.৩	১৫.৭	১০০.০
বরিশাল	৮৭.৯	১২.১	১০০.০
ভোলা	৮০.৬	১৯.৪	১০০.০
বগুড়া	৮৭.০	১৩.০	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৫.৬	৩৪.৪	১০০.০
চাঁদপুর	৯৩.১	৬.৯	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৩.৩	৬.৭	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৮৮.২	১১.৮	১০০.০
কুমিল্লা	৮১.০	১৯.০	১০০.০
কক্সবাজার	৮৮.৯	১১.১	১০০.০
ঢাকা	৮৪.৩	১৫.৭	১০০.০
দিনাজপুর	৬৯.৩	৩০.৭	১০০.০
ফরিদপুর	৮৮.৫	১১.৫	১০০.০
ফেনী	৭৪.৯	২৫.১	১০০.০
গাইবান্ধা	৮০.১	১৯.৯	১০০.০
গাজীপুর	৮২.৫	১৭.৫	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৩.১	৬.৯	১০০.০
হবিগঞ্জ	৮২.৪	১৭.৬	১০০.০

জয়পুরহাট	৯০.৬	৯.৪	১০০.০
জামালপুর	৮০.৯	১৯.১	১০০.০
যশোর	৭৭.৭	২২.৩	১০০.০
ঝালকাঠি	৭৩.২	২৬.৮	১০০.০
বিনাইদহ	৮৩.০	১৭.০	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৮১.৯	১৮.১	১০০.০
খুলনা	৮৪.০	১৬.০	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৯০.৩	৯.৭	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৮৩.৮	১৬.২	১০০.০
কুষ্টিয়া	৮৪.৬	১৫.৪	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮৮.৩	১১.৭	১০০.০
লালমনিরহাট	৯২.১	৭.৯	১০০.০
মাদারীপুর	৮০.৬	১৯.৪	১০০.০
মাগুরা	৭২.৭	২৭.৩	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৮৬.৭	১৩.৩	১০০.০
মেহেরপুর	৮২.৪	১৭.৬	১০০.০
মৌলভীবাজার	৮৭.৭	১২.৩	১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৮৬.৯	১৩.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৪.১	২৫.৯	১০০.০
নওগাঁ	৭২.৬	২৭.৪	১০০.০
নড়াইল	৮৮.৪	১১.৬	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৭০.৮	২৯.২	১০০.০
নরসিংদী	৮৫.৯	১৪.১	১০০.০
নাটোর	৮৮.১	১১.৯	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৬.৮	২৩.২	১০০.০
নেত্রকোনা	৭৪.৮	২৫.২	১০০.০
নীলফামারী	৮৬.৩	১৩.৭	১০০.০
নোয়াখালী	৭৬.৪	২৩.৬	১০০.০
পাবনা	৭৯.৬	২০.৪	১০০.০
পঞ্চগড়	৯৬.৭	৩.৩	১০০.০
পটুয়াখালী	৭৪.১	২৫.৯	১০০.০
পিরোজপুর	৮৫.৮	১৪.২	১০০.০
রাজশাহী	৯৩.৭	৬.৩	১০০.০
রাজবাড়ী	৮৫.৮	১৪.২	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮৯.৮	১০.২	১০০.০
রংপুর	৮২.৭	১৭.৩	১০০.০
শরীয়তপুর	৭৫.৭	২৪.৩	১০০.০
সাতক্ষীরা	৭৩.৮	২৬.২	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৮৭.৩	১২.৭	১০০.০
শেরপুর	৬৯.৯	৩০.১	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮৪.৫	১৫.৫	১০০.০
সিলেট	৭৫.৮	২৪.২	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮৭.০	১৩.০	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৬১.১	৩৮.৯	১০০.০
মোট	৮২.৬	১৭.৪	১০০.০

সারণী ৮.৩.১: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৯০.২	৪.৫	৪.৪	০.৯	১০০.০
শহর	৯১.৬	৪.০	৩.৫	০.৮	১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.২: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৯১.২	৪.৫	৩.৫	০.৮	১০০.০
মহিলা	৯০.২	৪.৩	৪.৬	০.৯	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৩৬.৩		৬৩.৭		১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.৩: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৯০.৯	৪.৮	৩.৬	০.৭	১০০.০
২৫-৩৪	৯১.৪	৪.২	৩.৬	০.৮	১০০.০
৩৫-৪৪	৯১.২	৪.৩	৩.৭	০.৮	১০০.০
৪৫-৫৪	৮৯.৮	৪.৮	৪.৫	১.০	১০০.০
৫৫-৬৪	৮৯.৩	৪.৩	৫.৪	১.১	১০০.০
৬৫-৭৫	৮৯.২	৩.৯	৫.৯	১.০	১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.৪: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে, এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	১. সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	২. সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	৩. জানিনা	৪. উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮৭.৬	৪.৩	৬.৯	১.২	১০০.০
প্রাথমিক	৯১.০	৪.০	৪.১	০.৮	১০০.০
মাধ্যমিক	৯১.৩	৪.৬	৩.৩	০.৮	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৯২.১	৪.৮	২.৪	০.৬	১০০.০
ডিপ্লোমা	৯৩.৫	৪.৩	২.২		১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৮৯.৭	৩.৯	৬.৪		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৯৩.৩	৪.৭	১.৬	০.৪	১০০.০
ডাক্তার	৯৩.৪	৬.৬			১০০.০
প্রকৌশল	৯৮.৭	১.৩			১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.৫: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের কর্মের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৯১.২	৪.০	৪.০	০.৭	১০০.০
শিল্প	৯০.৬	৪.৩	৪.৫	০.৬	১০০.০
সেবা	৯১.১	৪.৮	৩.৩	০.৮	১০০.০
মোট	৯১.১	৪.৫	৩.৭	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৩.৬: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৯০.৯	৪.১	৪.১	০.৮	১০০.০
ব্যবসা	৯১.১	৫.৪	২.৬	০.৯	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৯৩.২	২.৫	২.৬	১.৬	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৯২.৭	৪.৬	২.৩	০.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৯৪.৫	৩.১	২.৪		১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৯৩.৪	৪.৬	১.৪	০.৬	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৯১.৩	৬.৯	১.৬	০.৩	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৯৪.৭	৩.৭	১.৩	০.৩	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৯০.১	৪.৯	৪.৫	০.৪	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৯২.৮	২.৯	৪.২	০.১	১০০.০
রিপ্লা/ভ্যান চালক	৯০.৮	৪.১	৩.১	২.০	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮৫.৩	৬.৩	৭.১	১.৩	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৯১.৮	৩.৪	৪.৬	০.২	১০০.০
গৃহকর্মী	৮৫.৭	৫.৫	৬.৯	১.৯	১০০.০
ছাত্র	৯২.০	৪.৮	২.২	১.০	১০০.০
বেকার	৯০.৩	৪.৮	৪.৫	০.৪	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮৮.৬	৪.১	৬.১	১.৩	১০০.০
গৃহিণী	৯০.৩	৪.৩	৪.৫	০.৯	১০০.০
অন্যান্য	৯০.৩	৩.৯	৪.৩	১.৫	১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.৭: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০
হিন্দু	৯০.৩	৪.২	৪.৫	১.০	১০০.০
খ্রিস্টান	৯৯.৪			০.৬	১০০.০
বৌদ্ধ	৮৯.২	৩.৮	৬.৬	০.৩	১০০.০
অন্যান্য	৯৫.৯		৪.১		১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.৮: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৯১.৩	৪.৬	৩.৩	০.৮	১০০.০
মহিলা	৮৯.৪	৩.৯	৫.৩	১.৪	১০০.০
মোট	৯০.৭	৪.৪	৩.৯	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৩.৯: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৮৮.৯	৪.৯	৫.৫	০.৭	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯২.৯	৩.৩	২.৫	১.৩	১০০.০
ঢাকা	৯০.৬	৪.৭	৪.০	০.৭	১০০.০
খুলনা	৯১.৫	৩.৩	৪.৩	০.৯	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯১.১	৪.৯	৩.৫	০.৫	১০০.০
রাজশাহী	৮৮.৮	৫.১	৫.৩	০.৭	১০০.০
রংপুর	৯০.৬	৪.৩	৪.৫	০.৬	১০০.০
সিলেট	৮৫.৭	৬.১	৬.৬	১.৫	১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৩.১০: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত	সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৮৮.৬	৮.৪	২.৫	০.৪	১০০.০
বান্দরবান	৮৪.৩	১০.০	৫.৫	০.২	১০০.০
বরগুনা	৯৭.৬	১.২	০.৯	০.৩	১০০.০
বরিশাল	৮১.৬	৪.৭	১১.৯	১.৭	১০০.০
ভোলা	৯১.৫	৫.৭	২.৬	০.১	১০০.০
বগুড়া	৮২.২	৮.৪	৮.৭	০.৬	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৮৯.৩	৩.০	৬.০	১.৭	১০০.০
চাঁদপুর	৯৫.২	২.৪	২.১	০.৩	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৮.৬	০.৫	০.৬	০.৪	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৫.৯	১.৩	২.৭	০.১	১০০.০
কুমিল্লা	৯১.৮	৩.৪	০.৮	৪.০	১০০.০
কক্সবাজার	৯৩.৭	৩.২	২.৮	০.৪	১০০.০
ঢাকা	৯৪.৫	২.০	২.৬	০.৮	১০০.০
দিনাজপুর	৮৬.০	৫.২	৮.১	০.৬	১০০.০
ফরিদপুর	৯০.৯	৪.৪	৩.১	১.৬	১০০.০
ফেনী	৬৬.০	২১.৫	১১.৯	০.৫	১০০.০
গাইবান্ধা	৯১.৮	৬.৩	০.৭	১.২	১০০.০
গাজীপুর	৮৭.৫	৪.০	৭.৩	১.৩	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৭.২	২.১	০.৭		১০০.০
হবিগঞ্জ	৭৩.৫	১১.০	১৪.৪	১.১	১০০.০
জয়পুরহাট	৯৮.২	০.৯	০.৬	০.৩	১০০.০
জামালপুর	৮৫.০	৮.৬	৫.৯	০.৬	১০০.০
যশোর	৮৮.৪	৪.০	৬.৬	১.১	১০০.০
ঝালকাঠি	৯০.৭	৪.২	৪.২	০.৮	১০০.০
ঝিনাইদহ	৯২.০	৫.০	২.৪	০.৬	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৯৭.৭	১.৪	০.৮	০.২	১০০.০
খুলনা	৯৪.২	১.২	৩.৭	০.৯	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৮৪.৬	১২.৩	২.৬	০.৫	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৯১.০	২.২	৬.৪	০.৫	১০০.০
কুষ্টিয়া	৯২.৪	২.৩	৪.৫	০.৮	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮৩.৯	৭.৮	৮.১	০.২	১০০.০
লালমনিরহাট	৯২.৫	৩.৭	৩.১	০.৬	১০০.০
মাদারীপুর	৯২.৫	৬.০	১.৪	০.১	১০০.০
মাগুরা	৮২.৭	২.১	১১.৫	৩.৭	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৯৪.৬	৩.২	১.৪	০.৮	১০০.০
মেহেরপুর	৯৩.৭	১.২	৪.৬	০.৫	১০০.০
মৌলভীবাজার	৯০.৩	৮.২	১.৪		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৮৮.২	৮.৪	৩.১	০.৪	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৪.৩	২.০	৩.৩	০.৪	১০০.০
নওগাঁ	৭৯.০	১২.৯	৮.১		১০০.০
নড়াইল	৮৫.৯	২.২	৮.৭	৩.২	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৯১.৮	৪.৩	৩.৯		১০০.০
নরসিংদী	৮২.৩	৮.২	৮.৭	০.৮	১০০.০
নাটোর	৯৫.৯	০.৭	৩.২	০.১	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৯.৪	৫.৭	৪.৮	০.১	১০০.০

নেত্রকোনা	৯১.৪	৭.২	১.২	০.২	১০০.০
নীলফামারী	৮৬.১	৩.৬	৯.০	১.৪	১০০.০
নোয়াখালী	৯৮.২	০.৭	০.৪	০.৭	১০০.০
পাবনা	৯৩.৬	২.৯	০.৯	২.৫	১০০.০
পঞ্চগড়	৯৬.৯	০.৯	১.৭	০.৬	১০০.০
পটুয়াখালী	৮৪.১	৯.২	৬.২	০.৫	১০০.০
পিরোজপুর	৯৭.৯	২.০		০.২	১০০.০
রাজশাহী	৯৪.০	২.৯	৩.০	০.২	১০০.০
রাজবাড়ী	৯৪.৭	৪.২	০.৯	০.২	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৯৭.৬	০.৭	১.২	০.৫	১০০.০
রংপুর	৯২.৬	৪.৭	২.৬	০.১	১০০.০
শরীয়তপুর	৮১.০	৭.৭	৯.৫	১.৮	১০০.০
সাতক্ষীরা	৯৬.৪	৩.৬			১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৮৮.৪	২.২	৮.০	১.৪	১০০.০
শেরপুর	৮৯.৯	৬.৪	২.৭	১.০	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮৯.৭	১.৭	৮.৬		১০০.০
সিলেট	৮৮.৫	৪.৩	৩.২	৪.০	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮৮.৮	৭.১	৪.০	০.১	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৯২.৫	৪.৭	২.৭	০.১	১০০.০
মোট	৯০.৬	৪.৪	৪.১	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৪.১: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
এলাকা	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত (%)	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
গ্রাম	৯০.৪	৪.২	৪.৩	১.০	১০০.০
শহর	৮৯.৩	৫.৮	৪.০	০.৯	১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.২: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
লিঙ্গ	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত (%)	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
পুরুষ	৯১.১	৪.৫	৩.৫	১.০	১০০.০
মহিলা	৮৯.৪	৪.৯	৪.৮	১.০	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	৩৬.৩	৬৩.৭			১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.৩: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
বয়স ভিত্তিক বিন্যাস	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত (%)	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় (%)	জানিনা (%)	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় (%)	মোট (%)
১৮-২৪	৯০.৯	৪.৫	৩.৭	০.৯	১০০.০
২৫-৩৪	৯০.৫	৪.৬	৩.৮	১.০	১০০.০
৩৫-৪৪	৯০.৬	৪.৭	৩.৯	০.৮	১০০.০
৪৫-৫৪	৮৯.৫	৪.৮	৪.৪	১.৩	১০০.০
৫৫-৬৪	৮৯.৬	৪.৮	৪.৭	০.৯	১০০.০
৬৫-৭৫	৮৭.২	৫.২	৬.৬	১.০	১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.৪: ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮৭.৪	৫.০	৬.৫	১.০	১০০.০
প্রাথমিক	৯০.২	৪.৩	৪.৪	১.১	১০০.০
মাধ্যমিক	৯০.৭	৪.৭	৩.৭	১.০	১০০.০
উচ্চমাধ্যমিক	৯২.৭	৪.৫	১.৯	০.৮	১০০.০
ডিপ্লোমা	৯০.৮	৮.০	১.২		১০০.০
সেবিকা/ধাত্মবিদ্যা	৮০.৬	৬.৪	১২.৯		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৯২.১	৫.৭	১.৭	০.৫	১০০.০
ডাক্তার	৯৪.৫	৫.৫			১০০.০
প্রকৌশল	৯৮.০	২.০			১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.৫: সর্ববিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেক্টর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৯১.২	৪.২	৩.৭	০.৯	১০০.০
শিল্প	৯০.১	৪.৭	৪.৪	০.৮	১০০.০
সেবা	৯০.২	৫.৩	৩.৬	০.৯	১০০.০
মোট	৯০.৫	৪.৮	৩.৭	০.৯	১০০.০

সারণী ৮.৪.৬: ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সর্ববিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৯১.৫	৩.৮	৩.৭	১.০	১০০.০
ব্যবসা	৯০.৫	৫.৪	৩.১	১.১	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৮৯.৬	৩.৩	৫.৪	১.৬	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৯১.২	৫.৪	৩.১	০.৪	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৯৩.৫	৩.২	২.৭	০.৭	১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৯১.৬	৭.১	১.১	০.২	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৯২.৪	৬.২	১.১	০.৪	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৯৩.৭	৪.৫	১.৩	০.৫	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৯১.৪	৩.৬	৪.৩	০.৬	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৯২.৫	৩.৪	৩.৪	০.৭	১০০.০
রিফ্রা/ভ্যান চালক	৯১.২	২.৯	৪.৩	১.৬	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৮৬.৪	৬.০	৬.৬	১.১	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৮৬.১	৮.৬	৪.৮	০.৫	১০০.০
গৃহকর্মী	৭৫.৩	১৫.৭	৭.৬	১.৫	১০০.০
ছাত্র	৯১.৪	৫.৭	১.৮	১.২	১০০.০
বেকার	৮৯.৭	৫.১	৪.৫	০.৮	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৮৯.০	৩.৯	৫.৭	১.৩	১০০.০
গৃহিণী	৮৯.৭	৪.৬	৪.৭	১.০	১০০.০
অন্যান্য	৮৫.৯	৮.১	৪.২	১.৮	১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.৭: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৮৯.৮	৪.৮	৪.৪	১.০	১০০.০
হিন্দু	৯৩.৩	৩.৪	২.৪	০.৮	১০০.০
খ্রিস্টান	৯৮.৮	১.০		০.২	১০০.০
বৌদ্ধ	৯৮.৪	০.৫	০.৯	০.৩	১০০.০
অন্যান্য	৯৫.৯		৪.১		১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.৮: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৯১.১	২.৫	৫.৪	১.০	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯০.৪	৫.৭	২.৫	১.৪	১০০.০
ঢাকা	৮৮.৪	৬.২	৪.৬	০.৮	১০০.০
খুলনা	৯২.০	২.৫	৪.৪	১.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯০.২	৫.৩	৪.০	০.৬	১০০.০
রাজশাহী	৮৯.৮	৪.৫	৪.৭	১.০	১০০.০
রংপুর	৯২.৫	৩.৩	৩.৭	০.৫	১০০.০
সিলেট	৮৮.৩	২.৮	৭.৩	১.৬	১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৪.৯: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৯৫.১	১.৫	২.৫	০.৯	১০০.০
বান্দরবান	৯৪.৯	২.৬	১.৯	০.৫	১০০.০
বরগুনা	৯৬.৪	০.৮	২.৪	০.৪	১০০.০
বরিশাল	৮৪.৮	২.৬	১০.১	২.৪	১০০.০
ভোলা	৯৫.০	১.১	৩.৮	০.১	১০০.০
বগুড়া	৮৭.৭	৩.৯	৮.১	০.৩	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৯.৪	৯.৬	৮.৮	২.১	১০০.০
চাঁদপুর	৭২.২	২৫.৮	১.৯	০.১	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৫.৫	৩.৫	০.৬	০.৪	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৪.৬	১.৩	৪.০	০.২	১০০.০
কুমিল্লা	৯২.৭	২.৩	১.০	৪.০	১০০.০
কক্সবাজার	৯৮.০	০.৩	১.৩	০.৪	১০০.০
ঢাকা	৮৮.৮	৮.১	২.৭	০.৪	১০০.০
দিনাজপুর	৯২.৩	১.০	৬.৪	০.৩	১০০.০
ফরিদপুর	৮৮.৪	৫.১	৩.৯	২.৬	১০০.০
ফেনী	৮৭.০	৩.৯	৮.২	০.৯	১০০.০
গাইবান্ধা	৮৭.৮	৯.৭	১.৭	০.৮	১০০.০
গাজীপুর	৮৭.১	১.১	১০.০	১.৮	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৭.৬	২.০	০.৪		১০০.০
হবিগঞ্জ	৮২.৩	১.৩	১৫.৪	১.০	১০০.০

জয়পুরহাট	৯৭.১	১.৯	০.৯	০.২	১০০.০
জামালপুর	৮৭.৮	৫.১	৬.২	০.৯	১০০.০
যশোর	৯০.৩	২.৪	৬.১	১.২	১০০.০
ঝালকাঠি	৮৭.৯	৫.৭	৫.৬	০.৭	১০০.০
বিনাইদহ	৯২.৯	৪.৬	১.৬	০.৮	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৯২.৫	৬.৪	০.৯	০.২	১০০.০
খুলনা	৮৫.৬	৬.৪	৬.৮	১.১	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৯১.৪	৫.১	২.৯	০.৬	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৯০.২	১.৯	৭.৮		১০০.০
কুষ্টিয়া	৯২.২	২.২	৫.০	০.৬	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮২.৭	৮.২	৭.৯	১.৩	১০০.০
লালমনিরহাট	৯৬.৫	০.২	২.৮	০.৫	১০০.০
মাদারীপুর	৮৯.৩	৯.১	১.৪	০.৩	১০০.০
মাগুরা	৮৭.৯	১.১	৮.০	৩.০	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৯৪.৪	২.১	২.৭	০.৮	১০০.০
মেহেরপুর	৯২.৯	০.১	৪.৩	২.৮	১০০.০
মৌলভীবাজার	৯৪.৬	৩.৯	১.৫		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৮৯.৫	৪.৩	৫.৬	০.৬	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯১.০	৪.৭	৪.০	০.৩	১০০.০
নওগাঁ	৯২.৩	৪.৩	৩.২	০.২	১০০.০
নড়াইল	৮৯.১	১.১	৭.১	২.৭	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৮৭.২	৮.৩	৪.২	০.৪	১০০.০
নরসিংদী	৮২.৮	৭.৫	৮.৭	১.১	১০০.০
নাটোর	৯৪.৪	১.২	৪.০	০.৪	১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯২.৯	৪.১	৩.০	০.১	১০০.০
নেত্রকোনা	৯২.৮	৬.৭	০.৪	০.১	১০০.০
নীলফামারী	৮৮.২	৫.০	৫.২	১.৭	১০০.০
নোয়াখালী	৯৭.৯	০.৮	০.৫	০.৮	১০০.০
পাবনা	৯১.৪	৬.০	০.৭	১.৯	১০০.০
পঞ্চগড়	৯৬.৫	১.০	১.৮	০.৭	১০০.০
পটুয়াখালী	৮৮.৫	৪.৮	৬.০	০.৭	১০০.০
পিরোজপুর	৯৮.৪	১.৪		০.২	১০০.০
রাজশাহী	৮৮.২	৮.৪	৩.৩	০.২	১০০.০
রাজবাড়ী	৯৭.৪	১.২	১.১	০.২	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮৬.৮	৯.৬	৩.১	০.৬	১০০.০
রংপুর	৯৮.০	১.৬	০.১	০.৩	১০০.০
শরীয়তপুর	৮৩.৫	৪.৯	৯.৩	২.২	১০০.০
সাতক্ষীরা	৯৯.৭	০.২		০.১	১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৮৩.১	৩.৯	৯.৫	৩.৬	১০০.০
শেরপুর	৮৭.৯	৫.৭	৪.৭	১.৬	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৮৭.৯	২.৮	৮.৯	০.৩	১০০.০
সিলেট	৮৮.৮	৩.১	৪.১	৪.০	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮৫.৩	১০.২	৪.৩	০.৩	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৯৩.০	৩.৯	২.৮	০.৩	১০০.০
মোট	৯০.১	৪.৭	৪.২	১.০	১০০.০

সারণী ৮.৫.১: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গৌষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
এলাকা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
গ্রাম	৯৩.৯	১.৮	৩.৪	০.৯	১০০.০
শহর	৯৪.৪	১.৯	২.৯	০.৭	১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.২: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গৌষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
লিঙ্গ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
পুরুষ	৯৪.৬	১.৮	২.৮	০.৭	১০০.০
মহিলা	৯৩.৬	১.৯	৩.৬	০.৯	১০০.০
হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ	১০০.০				১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.৩: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গৌষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বয়স	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
১৮-২৪	৯৫.৩	১.৫	২.৪	০.৯	১০০.০
২৫-৩৪	৯৪.৭	১.৮	২.৭	০.৯	১০০.০
৩৫-৪৪	৯৩.৯	২.১	৩.৩	০.৮	১০০.০
৪৫-৫৪	৯৪.০	১.৭	৩.৫	০.৮	১০০.০
৫৫-৬৪	৯২.৮	১.৯	৪.৫	০.৯	১০০.০
৬৫-৭৫	৯২.২	২.২	৪.৪	১.১	১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.৪: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গৌষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৯১.৫	২.১	৫.৩	১.০	১০০.০
প্রাথমিক	৯৩.৮	২.০	৩.৪	০.৯	১০০.০
মাধ্যমিক	৯৪.৮	১.৮	২.৬	০.৮	১০০.০
উচ্চ মাধ্যমিক	৯৬.৩	১.৪	১.৬	০.৭	১০০.০
ডিপ্লোমা	৯৪.৭	৫.৩			১০০.০
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	৭৯.৮	৭.৩	১২.৯		১০০.০
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৯৬.৮	১.৫	১.৩	০.৫	১০০.০
ডাক্তার	৯৯.২		০.৮		১০০.০
প্রকৌশল	৯৫.১	৪.৯			১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.৫: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গৌষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেটর ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
সেটর	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষি	৯৪.০	২.০	৩.২	০.৮	১০০.০
শিল্প	৯৩.৮	১.৯	৩.৭	০.৭	১০০.০
সেবা	৯৪.৮	১.৮	২.৮	০.৬	১০০.০
মোট	৯৪.৪	১.৯	৩.০	০.৭	১০০.০

সারণী ৮.৫.৬: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
পেশা/কাজের মর্যাদা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
কৃষিকাজ	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০
ব্যবসা	৯৪.৫	২.১	২.৬	০.৮	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	৯৩.৭	১.৬	৩.১	১.৬	১০০.০
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	৯৫.২	২.২	২.৪	০.৩	১০০.০
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	৯৭.২	১.৬	১.২		১০০.০
সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড)	৯৪.৯	৩.৫	১.৫	০.১	১০০.০
বেসরকারি শিক্ষক	৯৬.২	২.৪	১.২	০.৩	১০০.০
সরকারি শিক্ষক	৯৭.২		১.৯	০.৯	১০০.০
শ্রমিক/মজুর	৯৪.৮	১.৪	৩.৪	০.৪	১০০.০
গার্মেন্টস কর্মী	৯৪.৯	১.৭	৩.১	০.৩	১০০.০
রিট্রা/ভ্যান চালক	৯৪.৬	০.৫	৩.৪	১.৫	১০০.০
পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	৯৩.২	১.৩	৪.৫	১.০	১০০.০
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	৯৪.৯	১.৪	৩.৫	০.২	১০০.০
গৃহকর্মী	৮৯.৮	৪.৫	৫.০	০.৭	১০০.০
ছাত্র	৯৫.৮	১.৬	১.৭	০.৯	১০০.০
বেকার	৯৪.৫	২.০	২.৯	০.৭	১০০.০
অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক	৯২.৯	২.৪	৩.৩	১.৫	১০০.০
গৃহিণী	৯৩.৭	১.৮	৩.৬	১.০	১০০.০
অন্যান্য	৯৩.৭	২.৭	২.৪	১.২	১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.৭: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
ধর্ম	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
মুসলমান	৯৩.৮	১.৯	৩.৪	০.৯	১০০.০
হিন্দু	৯৬.৩	০.৯	২.৩	০.৫	১০০.০
খ্রিস্টান	৯৯.১		০.৩	০.৬	১০০.০
বৌদ্ধ	৯৭.৯	০.৭	১.০	০.৪	১০০.০
অন্যান্য	৯৫.৯		৪.১		১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.৮: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
বিভাগ	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বরিশাল	৯২.৮	১.৮	৪.৬	০.৮	১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৫.০	১.৮	২.০	১.৩	১০০.০
ঢাকা	৯৪.৭	২.০	২.৬	০.৭	১০০.০
খুলনা	৯৩.৮	০.৯	৪.২	১.১	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৪.৩	১.৯	৩.৫	০.৩	১০০.০
রাজশাহী	৯২.৭	১.৭	৪.৮	০.৮	১০০.০
রংপুর	৯৪.০	২.৫	২.৮	০.৬	১০০.০
সিলেট	৯১.৮	২.২	৪.৯	১.১	১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

সারণী ৮.৫.৯: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস					
	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত	সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয়	জানিনা	উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়	মোট
জেলা	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
বাগেরহাট	৯৮.০	০.২	১.৩	০.৫	১০০.০
বান্দরবান	৯৪.৮	২.৭	২.০	০.৫	১০০.০
বরগুনা	৯৮.০	০.৫	১.২	০.৩	১০০.০
বরিশাল	৮৬.৫	২.৩	৯.৩	১.৯	১০০.০
ভোলা	৯৫.৪	০.৯	৩.৬	০.১	১০০.০
বগুড়া	৮৪.৪	৪.৪	১১.০	০.২	১০০.০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৪.৭	০.৬	৪.০	০.৭	১০০.০
চাঁদপুর	৯৪.৭	৪.১	১.৩		১০০.০
চট্টগ্রাম	৯৬.৫	১.৯	১.১	০.৫	১০০.০
চুয়াডাঙ্গা	৯৫.৪	১.১	৩.২	০.২	১০০.০
কুমিল্লা	৯৪.৩	০.৮	০.৯	৪.০	১০০.০
কক্সবাজার	৯৮.৫	০.৫	০.৬	০.৪	১০০.০
ঢাকা	৯৮.৯	০.৬	০.৪	০.১	১০০.০
দিনাজপুর	৯৩.৮	১.৭	৩.৭	০.৯	১০০.০
ফরিদপুর	৯১.৪	৫.১	১.২	২.২	১০০.০
ফেনী	৮৬.৩	৩.২	৯.৬	০.৯	১০০.০
গাইবান্ধা	৯৩.৬	৪.৫	১.২	০.৭	১০০.০
গাজীপুর	৯০.৬	০.৩	৭.০	২.০	১০০.০
গোপালগঞ্জ	৯৮.৬	০.৮	০.৬		১০০.০
হবিগঞ্জ	৮৯.৯	০.৫	৮.৫	১.১	১০০.০
জয়পুরহাট	৯৮.৭	০.৪	০.৫	০.৩	১০০.০
জামালপুর	৯২.২	২.৩	৪.৯	০.৬	১০০.০
যশোর	৯০.২	১.১	৭.৫	১.২	১০০.০
ঝালকাঠি	৯৩.৬	২.৪	৩.৩	০.৬	১০০.০
ঝিনাইদহ	৯৬.১	১.৪	১.০	১.৬	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৯৮.৬	০.৫	০.৭	০.২	১০০.০
খুলনা	৯২.০	১.২	৫.৬	১.২	১০০.০
কিশোরগঞ্জ	৯৮.৩	০.৮	০.৩	০.৬	১০০.০
কুড়িগ্রাম	৯৫.৪	১.২	৩.২	০.২	১০০.০
কুষ্টিয়া	৯৫.৬	০.৭	৩.২	০.৬	১০০.০
লক্ষ্মীপুর	৮৬.৪	৬.০	৭.০	০.৬	১০০.০
লালমনিরহাট	৯৭.৪	০.১	২.৩	০.২	১০০.০
মাদারীপুর	৯৬.১	৩.৪	০.৫		১০০.০
মাগুরা	৮২.৭	২.৬	১২.০	২.৭	১০০.০
মানিকগঞ্জ	৯৭.৭	১.০	০.৭	০.৫	১০০.০
মেহেরপুর	৯২.৮	০.১	৩.৯	৩.১	১০০.০
মৌলভীবাজার	৯৬.৬	৩.০	০.৪		১০০.০
মুন্সীগঞ্জ	৯৬.৬	১.১	১.৬	০.৭	১০০.০
ময়মনসিংহ	৯৫.১	০.৭	৪.২		১০০.০

নওগাঁ	৯৪.৩	১.৩	৪.১	০.৩	১০০.০
নড়াইল	৯০.৪	০.৭	৫.৯	৩.০	১০০.০
নারায়ণগঞ্জ	৯০.৮	৪.৬	৪.০	০.৫	১০০.০
নরসিংদী	৮৭.০	৩.৩	৮.৮	০.৯	১০০.০
নাটোর	৯৬.৮	০.১	৩.১		১০০.০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৪.৫	২.২	৩.১	০.৩	১০০.০
নেত্রকোনা	৯৭.৮	২.০		০.২	১০০.০
নীলফামারী	৮৬.২	৩.৪	৮.৬	১.৯	১০০.০
নোয়াখালী	৯৯.০	০.১	০.২	০.৭	১০০.০
পাবনা	৯৬.৩	০.৪	১.১	২.২	১০০.০
পঞ্চগড়	৯৬.৩	১.৪	১.৭	০.৬	১০০.০
পটুয়াখালী	৯২.০	২.৯	৪.২	০.৯	১০০.০
পিরোজপুর	৯৮.১	১.৪	০.৩	০.২	১০০.০
রাজশাহী	৯৭.৩	১.৬	০.৯	০.২	১০০.০
রাজবাড়ী	৯৯.৩	০.২	০.৫	০.০	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৯৩.৭	৩.০	২.৮	০.৫	১০০.০
রংপুর	৯৬.১	৩.২	০.৪	০.৪	১০০.০
শরীয়তপুর	৯৩.৪	১.০	৪.৪	১.১	১০০.০
সাতক্ষীরা	১০০.০				১০০.০
সিরাজগঞ্জ	৮৮.৭	১.০	৮.০	২.৪	১০০.০
শেরপুর	৯১.০	৫.২	৩.০	০.৮	১০০.০
সুনামগঞ্জ	৯১.৩	২.০	৬.৫	০.২	১০০.০
সিলেট	৯০.২	৩.১	৪.১	২.৬	১০০.০
টাঙ্গাইল	৮৯.৩	৭.৭	২.৭	০.৩	১০০.০
ঠাকুরগাঁও	৯৪.০	৩.৪	২.৪	০.২	১০০.০
মোট	৯৪.০	১.৯	৩.৩	০.৮	১০০.০

